পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 36 Monday, 5 January, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা ✻ ২০ পৌষ ১৪৩২, সোমবার, ৫ জানুয়ারি ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

ডিজিপির কাছে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ রোল অবজারভার সি মুরুগানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনার জেরে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন। নির্দেশে জানানো হয়েছে, আগামী ৬ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটার মধ্যে ওই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে স্পষ্ট প্রশ্ন তোলা হয়েছে, আগাম জানানো সত্ত্বেও কেন রোল অবজারভার পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা পাননি। স্পর্শকাতর এলাকায় পরিদর্শনের সময়ে কেন যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি, সেই বিষয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। কমিশনের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক এলাকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত শুনানির সময়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, স্লোগান, জমায়েত এবং অবজারভারের গাড়ির ক্ষতিসাধনের ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনাকে 'গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি' বলে উল্লেখ করেছে কমিশন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য কড়া নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, আগামী দিনে যে সমস্ত স্পর্শকাতর এলাকায় রোল অবজারভার বা বিশেষ রোল অবজারভাররা পরিদর্শনে যাবেন, সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা রাখতে হবে। সেই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশনের এই কড়া অবস্থান প্রশাসনিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কাঁপুনি ধরাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ কলকাতায় গত কয়েক দিন ধরে ধারাবাহিক ভাবে তাপমাত্রা বেড়েছে। গত বুধবার যেখানে ১১ ডিগ্রিতে পারদ নেমে গিয়েছিল, সেখানে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়েও যা ০.৭ ডিগ্রি বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতায় কাঁপুনি ধরাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। সকাল থেকে বেলা যত গড়িয়েছে, ঠান্ডাও যেন পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, এই মুহূর্তে শীতের কাঁপুনির হাত থেকে রেহাই নেই। তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরেও কেন ঠান্ডা বাড়ল? হাওয়া অফিস সূত্রে দাবি, এর নেপথ্যে দায়ী মেঘ। সকাল থেকে কলকাতা এবং শহরতলির আকাশ মেঘলা। রোদ ওঠেনি। তার ফলেই ঠান্ডা বেড়েছে। মেঘের কারণে সূর্যের তাপ সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও খাস কলকাতার অনেক জায়গায় কুয়াশা রয়েছে। রোদ উঠলে পরিস্থিতি এমন থাকত না বলেই মত আবহবিদদের। উল্লেখ্য, রবিবার ভোরে হাওয়া অফিসের বুলেটিনে জানানো হয়েছিল, শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু বেলার বুলেটিনে বলা হয়েছে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৯ ডিগ্রি। অর্থাৎ, ভোরে যে পরিমাপ নেওয়া হয়েছিল, তার পরেও তাপমাত্রা কমেছে। দক্ষিণবঙ্গে কয়েক দিন তাপমাত্রা বাড়লেও তার পর আবার কমবে, আগেই জানিয়েছিল হাওয়া অফিস। রবিবার থেকেই পারদপতন শুরু হল। আগামী তিন দিনে নতুন করে দুই থেকে তিন ডিগ্রি নামবে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা। তার পরের তিন থেকে চার দিনে আর তেমন হেরফেরের সম্ভাবনা নেই। তবে আপাতত পাঁচ দিন ধরেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে চার ডিগ্রি নীচে থাকবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

'এই দেখুন বিজেপির বাংলা বিরোধী টুলকিট', দীর্ঘ পোস্টে ধাপে ধাপে লিখলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে 'বাংলা-বিরোধী রাজনীতি' চালানোর অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। অভিষেকের দাবি, প্রথমে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর নামে বিপুল সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম ছাঁটাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই কৌশল সফল না হওয়ায় পরে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি'র অজুহাতে জোর করে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলে। তাঁর অভিযোগ, সেই পথেও সুবিধা করতে না পেরে এখন বিজেপি আরও এক ধাপ এগিয়ে 'সামন্ততন্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা' প্রকাশ করছে। তৃণমূল নেতার অভিযোগ, বিজেপির পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে এমন মন্তব্য করা

হচ্ছে যেখানে স্বামী-স্ত্রীদের ঘরে আটকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত মহিলারা ভোট দিতে না পারেন। অভিষেকের কথায়, বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে। এমনকি রাজ্যের হিন্দু সমাজকে 'মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করে' বলেও কটাক্ষ করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি। সরাসরি মহিলাদের আর্থিক সহায়তাকে 'ভিক্ষা' বলেও কটূক্তি করা হয়েছে। অভিষেক বলেন, এখন বিজেপি প্রকাশ্যে মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়েই হুমকি দিচ্ছে, কারণ সেই ভোটই নাকি তাদের নির্বাচনী ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক। তাঁর পাল্টা বার্তা, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই সব মহিলারাই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ভোটকেন্দ্রে যাবেন এবং 'বাংলা-বিরোধী' ও 'নারী-বিরোধী' রাজনীতিকে চিরতরে পরাজিত করবেন।

এসআরআই-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া 'হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশে' চলছে

কমিশনে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া 'হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা' ও কোনও আনুষ্ঠানিক নির্দেশ ছাড়াই চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কড়া চিঠি পাঠালেন তিনি। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কোনও লিখিত বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার বা আইনি নির্দেশ ছাড়াই একের পর এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রশ্ন উঠছে বলেই মত নবান্নের। এই ধরনের অনিশ্চয়তা ভোটারদের নাম অকারণে বাদ পড়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার অভিযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার অপব্যবহার করে ভোটারদের নাম 'ব্যাকএন্ডে' মুছে ফেলা হচ্ছে। অথচ আইন অনুযায়ী

ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের অনেক ক্ষেত্রেই অন্ধকারে রাখা হচ্ছে বলে দাবি। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, বিহারে যে নথিগুলি এসআইআর-এর সময় বৈধ হিসেবে মানা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ করেই সেগুলি অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এমনকি রাজ্য সরকারের দেওয়া স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্রও ভোটার পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এতে পরিযায়ী শ্রমিকদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, শুনানির জন্য ভোটারদের ডাকা হলেও কী নথি আনতে হবে, তা আগাম জানানো হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই জমা দেওয়া কাগজের কোনও রসিদও দেওয়া হচ্ছে না। বুথ লেভেল এজেন্টদের শুনানি প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ায় পুরো ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পর্যবেক্ষক ও মাইক্রো-অবজার্ভার নিয়োগেও রাজ্যের প্রস্তাবিত তালিকা উপেক্ষা করা হচ্ছে বলে দাবি নবান্নের। অভিজ্ঞতাহীন কেন্দ্রীয় কর্মীদের এই দায়িত্ব দেওয়ায় গোটা প্রক্রিয়ার উপর মানুষের আস্থা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে মত মুখ্যমন্ত্রীর। সব শেষে নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে এই 'ত্রুতিপূর্ণ ও এলোমেলো' প্রক্রিয়া সংশোধনের আর্জি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, এখনই ব্যবস্থা না নিলে বিপুল সংখ্যক যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে, যা গণতন্ত্রের মূল কাঠামোর উপর সরাসরি আঘাত।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন দাপট, 'অপহৃত' প্রেসিডেন্ট! অবস্থান স্পষ্ট নয়াদিল্লির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারিঃ ভেনেজুয়েলায় চলা মার্কিন দাপট নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি। গোটা ঘটনার উপর নজর রয়েছে বলেও জানিয়ে দিল দেশের বিদেশমন্ত্রক। রবিবার সকালে ভেনেজুয়েলার ঘটনায় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিদেশমন্ত্রক। নিজের সমাজমাধ্যমেও সেই বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরেছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। ভেনেজুয়েলার মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা কাম্য করেছে নয়াদিল্লি। সঙ্গে এই ঘটনায় 'গভীর ভাবে উদ্বেগ' প্রকাশ করেছে বিদেশমন্ত্রক। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'উভয় পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভেনেজুয়েলায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেই এই আবেদন।' পাশাপাশি, শুক্রবার মধ্যরাত থেকে চলা প্রতিটি ঘটনার উপর ভারত নজর রেখেছে বলেই জানিয়েছে নয়াদিল্লি। এমনকি, ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে নয়াদিল্লির পাঠানো দূত যোগাযোগ রেখেছে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত বলে জানিয়েছে সাউথ ব্লক। শুক্রবার মধ্যরাতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে পরপর সাতটি বিস্ফোরণ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, তাঁরা বেশ কয়েক বিমান উড়ে যেতে দেখেছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভেনেজুয়েলা এবং ওদের নেতার বিরুদ্ধে বৃহ পরিসরে একটি হামলা চালানো হয়েছে।' পাশাপাশি, মার্কিন ডেল্টা ফোর্স ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফোর্সকে তুলে নিয়ে গিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। এরপর থেকেই বদলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পটচিত্র। মাদুরোকে 'অবৈধ শাসক' বলে দাগিয়ে আটক করেছে ট্রাম্পের সেনা। যা ঘিরে বিশ্ব জুড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে উঠেছে নিন্দার ঝড়। এমনকি, ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত ১২টা নাগাদ ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন ভেনেজুয়েলা এবার 'আমেরিকাই চালাবে'।

নন্দীগ্রামে সমবায় ভোটে সব আসনে জয়ী বিজেপি, শুভেন্দুর কেন্দ্রে খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ৪ জানুয়ারিঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্র নন্দীগ্রামে গাংড়া সমবায় নির্বাচনে শাসক দলকে 'কুপোকাত' করল বিজেপি। ৯টি আসনেই জয়ী দলের সমর্থিত প্রার্থীরা। এদিকে ফল ঘোষণার পর বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা তৃণমূল নেতা বাপ্পাদিত্য গর্গকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় বলে অভিযোগ। যদিও বিজেপির তরফে এই দাবি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নন্দীগ্রামে গাংড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল এবং বিজেপি। সিপিএম ও কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল ২ আসনে। রবিবার ফল ঘোষণার পর দেখা গেল, রাজ্যের শাসক দল একটিও আসনে জিততে পারেনি। ৯-০ আসনে এগিয়ে বিজেপি। জানা গেছে, মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৫৪৩ জন এবং ভোটদান করেছে ৪৩৮ জন। ফল ঘোষণার পরই আবির খেলায় মেতে ওঠেন নেতা থেকে শুরু করে কর্মী-সমর্থকরা। জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় মিছিল বের করা হয়। দলীয় পতাকা জয়ের স্লোগান তুলতে থাকেন তাঁরা। স্থানীয় বিজেপি নেতার কথায়, ''এই জয় নিশ্চিত ছিল। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নন্দীগ্রামে বিজেপি জিতেছে।'' একইসঙ্গে আজকের জয়ের ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন তিনি।

এসআইআর-এ মৃত্যুমিছিল নিয়ে 'অসংবেদনশীল' মন্তব্য শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ এসআইআর 'আতঙ্কে' রাজ্যে পরপর মৃত্যুর অভিযোগ! এই ইস্যুতে একাধিকবার কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী মৃত্যুর দায় কমিশনকে নিতে হবে বলেও সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এসআইআর আবহে মৃত্যু 'স্বাভাবিক' বলেই মনে করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী! তাঁর কথায়, ''গোটা এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও কারণে কেউ মারা যাবেন না এমনটা তো হতে পারে না।'' আর এহেন 'অসংবেদনশীল' মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। যা নিয়ে পালটা তোপ দেগেছে তৃণমূল। বর্তমানে রাজ্যে এসআইআরের শুনানিপর্ব চলছে। শুনানিপর্ব ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় হয়রানির অভিযোগ সামনে আসছে। এমনকী শুনানি থেকে ফিরেই শনিবার জয়নগরের বাসিন্দা ৬৮ বছরের নাজিতুল মোল্লার মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থ শরীরে নাকে অক্সিজেনের নল লাগিয়ে এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেন নাজিতুল মোল্লা। একদিকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকা, অন্যদিকে শুনানিতে ধকল সহ্য করতে না পেরেই অসুস্থ হয়ে নাজিতুলের মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই বিষয়ে বিরোধী দলনেতাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি

বলেন, ''এই বিষয়ে কিছু টিপ্পনি করব না। তবে গোটা এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও কারণে কেউ মারা যাবেন না এমনটা তো হতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু একটা সার্কেল। প্রতিদিনই ঘটে, প্রতি ঘণ্টাতেই ঘটে। সব জায়গাতেই রাজনীতি খোঁজা দরকার নেই।'' শুভেন্দু অধিকারীর এহেন মন্তব্যকেই 'অসংবেদনশীল' বলে দাবি শাসকদলের। শুধু তাই নয়, আতঙ্কে মৃত্যুই তাহলে স্বাভাবিক? এমন প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ''মানুষ হলে কেউ এমন মন্তব্য করতে পারেন না।'' জয়নগরের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল নেতা বলেন, ''একজন বৃদ্ধকে এই বয়সে এসে প্রমাণ দিতে হচ্ছে তিনি রোহিঙ্গা মুসলিম নয়। কয়েক কিমি দূরে যেতে হচ্ছে ঠান্ডার মধ্যে। এর মধ্যে আছে চিন্তা, চাপ। মৃত্যু হলে সেখানে এই ধরনের কথা অর্থাৎ স্বাভাবিক বলা হচ্ছে।'' এর দায় নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি বিজেপিকেও নিতে হবে বলে তোপ অরূপ চক্রবর্তীর।

শিলান্যাসের পথে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের গঙ্গাসাগর সেতু!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ বহু বছর আগের কথা। এই সাগরেই দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, গঙ্গাসাগরে একটি স্থায়ী সেতু তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছে একাধিক বার আর্থিক সহায়তা চেয়েছে তাঁর সরকার। যুক্তি ছিল, এত বড় প্রকল্প শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। রাজ্যের তরফে কেন্দ্রকে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল, মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণে কেন্দ্র সাহায্য করলে তাজপুর বন্দরে তাদের অংশীদারিত্ব বাড়ানো যেতে পারে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এও প্রশ্ন তুলেছিলেন, উত্তরপ্রদেশের কুম্ভমেলা যদি 'জাতীয় মেলা' হতে পারে, তা হলে কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন সেই মর্যাদা দেওয়া হবে না? কিন্তু সেই দাবিতেও দিল্লির সাড়া মেলেনি। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ সালে এই সাগরের মাটিতেই দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, কেন্দ্রের দিকে আর চাতক পাখি হয়ে লাভ নেই, রাজ্য সরকারই নিজের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর সেতু গড়ে তুলবে। তার পরেই শুরু হয় টেন্ডারের প্রক্রিয়া। নানা বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে অবশেষে শিলান্যাসের পথে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের গঙ্গাসাগর সেতু। গঙ্গাসাগরের ভৌগোলিক পরিচিতিও কম আকর্ষণীয় নয়। এক সময় প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই এলাকা বর্তমানে ভাঙনের জেরে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ২৩৩ বর্গকিলোমিটারে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করেন প্রায় সাড়ে সাতশো জন মানুষ। মোট গ্রাম সংখ্যা প্রায় ৪৩। জনসংখ্যা আনুমানিক ১ লক্ষ ৯০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ১০ হাজারের মধ্যে। প্রত্যন্ত এলাকা হলেও শিক্ষার হার চোখে পড়ার মতো- প্রায় ৮৪ শতাংশের বেশি। কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলে শিক্ষার অগ্রগতি তাই যথেষ্টই উল্লেখযোগ্য। এ বার আসা যাক সেতুর কথায়। মুড়িগঙ্গা নদীর উপর তৈরি হবে এই গঙ্গাসাগর সেতু। দায়িত্বে থাকছে নির্মাণ সংস্থা এল অ্যান্ড টি। সাগরদ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগকারী এই সেতুর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৪ কিলোমিটার, অ্যাপ্রোচ রোড মিলিয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার। চার লেনের এই সেতু এক দিকে যুক্ত হবে কাকদ্বীপের লট ৮-এর সঙ্গে, অন্য দিকে কচুবেড়িয়ার সঙ্গে। নোডাল দফতর পূর্ত দফতর। খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা। নির্মাণ শেষ হতে সময় লাগবে আনুমানিক চার থেকে সাড়ে চার বছর। প্রথম দিকে এই প্রকল্পের বাজেট ছিল ১,০০০ থেকে ১,২০০ কোটি টাকার মধ্যে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭০০ কোটিতে। সম্পূর্ণ হলে এটি হবে রাজ্যের নদীর উপর নির্মিত সবচেয়ে বড় সেতু। সেতু চালু হলে সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে যাতায়াতে। এত দিন ভেসেলের উপর নির্ভর করেই নদী পার হতে হত। জোয়ার- ভাঁটার উপর নির্ভরশীল সেই ব্যবস্থায় ভাঁটার সময় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত সাগরদ্বীপ। সেতু তৈরি হলে সেই অনিশ্চয়তা অনেকটাই দূর হবে। গঙ্গাসাগরের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের দূরত্ব তখন আর নদীর মাঝখানে আটকে থাকবে না, স্থায়ী পথই হয়ে উঠবে নতুন যোগাযোগের মাধ্যম।

কেন্দ্রের নয়, সম্পূর্ণ রাজ্যের টাকায়

'ক্যামেরার সামনে কথা বলব না', শাহী নির্দেশে প্রত্যাবর্তনের পরই 'মুখ বন্ধ' দিলীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ৪ জানুয়ারিঃ শাহী বৈঠকে মাঠে নামার নির্দেশ পেয়েই চেনা মেজাজে ধরা দিয়েছিলেন বঙ্গ বিজেপির দাপুটে নেতা দিলীপ ঘোষ। গত কয়েকদিনে তাঁর চোখে-মুখে দেখা গিয়েছিল সেই পুরনো 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব। কিন্তু রবিবারই ভোলবদল! খড়্গপুরে সাফ জানালেন, ক্যামেরার সামনে কিছুই বলবেন না! কিন্তু কেন? শোনা যাচ্ছে, শাহী নির্দেশেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন দিলীপ ঘোষ। বুধবার দিলীপ ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের বৈঠকে। বৃহস্পতিবার রাম মন্দির নিন্যে বেফাঁস মন্তব্য প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতির। তা নিয়ে চাপানউতোর হতেই শুক্রবারেই মুখ খোলার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল দিলীপকে। সূত্রের দাবি ছিল, দিলীপের এহেন মন্তব্য নিয়ে দল অখুশি। রেশ পড়েছিল অমিত শাহের সঙ্গে শুক্রবার শমীক ভট্টাচার্যের সাক্ষাতেও। সংবাদমাধ্যমে যেন অতিরিক্ত মুখ না খোলেন দিলীপ। শমীকের কাছে এসেছিল শাহি বার্তা। দিলীপ কি বলেছিলেন, সব তথ্যই তাঁর কাছে আছে তা-ও রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদির ডেপুটি। বৃহস্পতিবার দিলীপের দাবি ছিল মন্দির-মসজিদ ইস্যু ভোটের

ফলাফলে প্রভাব ফেলে না। উদহরণ টানতে গিয়ে তিনি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের সঙ্গে বাংলার মন্দিরের প্রসঙ্গ টানেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ফৈজাবাদ আসনে বিজেপির পরাজয়ের কথা মনে করিয়ে বলেন ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে মন্দির তৈরি করলেই যে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত তা ধরে নেওয়া ভুল হবে। এদিকে বিজেপিতে মেদিনীপুরের প্রাক্তন সংসদ সদস্যের আবারও সক্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছিল বুধবারের শাহের বৈঠকে দিলীপের উপস্থিতি। সেই বৈঠকেও অহেতুক মন্তব্য করা থেকে দলীয় নেতা, জনপ্রতিনিধিদের বিরত থাকতে বলেছিলেন অমিত শাহ। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিলীপের বেফাঁস মন্তব্য ভাল ভাবে নেননি অমিত শাহ। দলীয় সূত্রে এমনটাই আভাস পাওয়া গিয়েছিল? তার জেরেই কি এবার পাকাপাকি ভাবে মুখ বন্ধ রাখার কথা বললেন দিলীপ? চাপানউতোর চলছেই। শুক্রবারেই বিকেলে সল্টলেক দফতরে ঢোকার সময় দিলীপ বলেছিলেন যা বলার সকালে বলেছি। তবে তারপরেও সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শনিবারও দিয়েছিলেন দিলীপ। কিন্তু তারপরেও কী জল মাপছিলেন? তাই কি পরিস্থিতির আর বেগতিক না হয় বুঝেই কি খড়গপুরে চা-চক্র পর্বে সাংবাদিকদের জানিয়ে দিলেন আর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ক্যামেরার সামনে কথা বলবেন না? চাপানউতোর চলছেই।

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা

দেশে চারটি শ্রমবিধি বাস্তবায়িত হয়েছে, শিলিগুড়িতে বললেন মনসুখ

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ দেশে চারটি শ্রমবিধি বাস্তবায়িত হয়েছে, শিলিগু।তিতে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি বলেন, চারটি শ্রমবিধি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই শ্রমবিধিগুলি শ্রমিক-কেন্দ্রিক এবং শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে। বাংলায় আমাদের বাগান শ্রমিকদের জন্য আইনটি অনেক পুরনো ছিল এবং বর্তমান চাহিদা অনুসারে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করে না। নতুন সামাজিক সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের সাথে সাথে, ৪০ বছরের বেশি বয়সী সহ সমস্ত বাগান শ্রমিক এখন সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা পাবেন। উল্লেখ্য, রবিবার সকালে বাগডোগরা আসেন মনসুখ মান্ডভিয়া। তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ত।

বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল সোনমার্গ, খুশি পর্যটকরা

শ্রীনগর, ৪ জানুয়ারি ঃ বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গ। রবিবার সোনমার্গে ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে। পাহাড় ঢেকে গিয়েছে বরফের চাদরে। এদিন সোনমার্গ উপত্যকা তুষারপাতের পর শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢেকে যায়, অপরূপ এই সৌন্দর্য্য দেখে পর্যটকরা আনন্দিত।একজন পর্যটক বলেন, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। দারুণ লাগছে। আমি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এত তুষারপাত আর কোথাও দেখিনি। কাশ্মীর পৃথিবীর সেরা। এখানকার মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষদের মধ্যে অন্যতম। সবারই আসা উচিত এবং দেখা উচিত কাশ্মীরের মানুষ কতটা অসাধারণ।

ক্যারিবীয় আকাশসীমার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৪ জানুয়ারি ঃ ভেনেজুয়েলায় অভিযানের পর ক্যারিবীয় অঞ্চলের আকাশপথে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শনিবার রাতে তুলে নিয়েছে আমেরিকা। ওই অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করা হয়। মাদুরো ও তার স্ত্রীকে হেলিকপ্টারে করে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার ও অস্ত্র সংক্রান্ত অভিযোগের মামলা চলছে। শনিবার ভোরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী রাজধানী কারাকাসে বিমান হামলার পর মাদুরো দম্পতিকে আটক করে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন সচিব শন ডাফি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানান, স্থানীয় সময় রাত ১২টা থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এরপর থেকেই নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী বিমান চলাচল আবার শুরু হয়। তিনি বলেন, ' এয়ারলাইনগুলোকে জানানো হয়েছে। তারা দ্রুত বিমানের সময়সূচি নির্ধারণ করবে।'শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তিতে বাণিজ্যিক বিমান সংস্থাগুলোকে ক্যারিবীয় আকাশপথ এ।য়ে চলার নির্দেশ দিয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলমান অভিযানের কারণে বিমান চলাচলে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি থাকায় আকাশপথ বন্ধ করা হয়েছিল।

ভাঙড়ে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ জানুয়ারি ঃ ভাঙড়ে ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল ইসলামের গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল শওকত মোল্লার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। একই

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য দরপত্র আহ্বানের প্রস্তুতি নিচ্ছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও বারাণসী, ৪ জানুয়ারি ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার ভার্চুয়ালি উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ৭২-তম জাতীয় ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেছেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন, গত দশকে, বেশ কয়েকটি শহর ২০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ, হকি বিশ্বকাপ এবং বিভিন্ন দাবা টুর্নামেন্ট। ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসও ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ভারত এখন ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য সক্রিয়ভাবে দরপত্র আহ্বানের প্রস্তুতি নিচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, কাশীর সাংসদ সদস্য হিসেবে, আমি সকল খেলোয়াড়দের স্বাগত জানাতে এবং অভিনন্দন জানাতে পেরে আনন্দিত। আজ থেকে জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে এবং আপনারা সকলেই অনেক পরিশ্রমের পর এই জাতীয় টুর্নামেন্টে পৌঁছেছেন। দেশের ২৮টি রাজ্যের দল এখানে এসেছে এবং আপনারা সকলেই 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' (এক ভারত, মহান ভারত) এর একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভলিবল ভারসাম্য এবং সহযোগিতার খেলা। এটি ইচ্ছাশক্তিও প্রদর্শন করে। ভলিবল আমাদের দলগত মনোভাবের মাধ্যমে সংযুক্ত করে। আমি ভারতের উন্নয়নের গল্প এবং ভলিবলের মধ্যে অনেক মিল দেখতে পাচ্ছি। ভলিবল আমাদের শেখায় যে আমাদের জয় আমাদের সমন্বয়, আমাদের আস্থা এবং আমাদের দলের প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে। আমরা তখনই সফল হই, যখন সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেশও একইভাবে এগিয়ে চলেছে।

কুয়াশা ও দূষণের দ্বৈত দাপটে বিপর্যস্ত দিল্লি, ব্যাহত উড়ান ও ধীরগতির জনজীবন

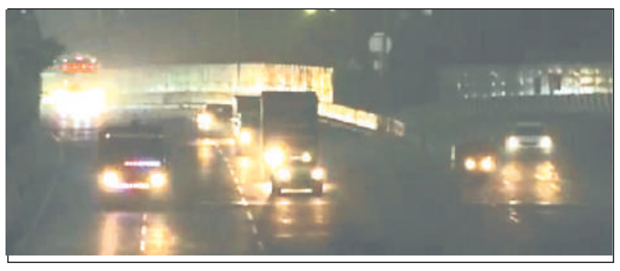

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি শীতের প্রকোপে কাঁপছে জাতীয় রাজধানী দিল্লি। জানুয়ারির শুরুতেই কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বা।ছে ঘন কুয়াশা ও বায়ুদূষণের দাপট। রবিবার সকালেও দিল্লিজুড়ে ছিল শীতল হাওয়া ও ঘন কুয়াশার আবরণ। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে দৈনন্দিন জনজীবন এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উপর। বিশেষ করে কুয়াশার কারণে ফের বিঘ্নিত হয়েছে উ।ান পরিষেবা, সমস্যায় প।ছেন যাত্রীরা।ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একাধিক বিমানের ওঠানামা বিলম্বিত হয়। কিছু উড়ান নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে ছাড়ে, আবার কয়েকটি উড়ানের সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করতে হয়। যাত্রীদের একাংশ দীর্ঘক্ষণ বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে বাধ্য হন। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে যাত্রীদের উড়ানের সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।শুধু আকাশপথ নয়, সড়কপথেও কুয়াশার প্রভাব স্পষ্ট। সকালবেলা দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন ধীরগতিতে চলতে দেখা যায়। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও হাইওয়েগুলিতে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় চারপাশ, ফলে বাড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অফিসগামী মানুষ ও স্কুলপড়ুয়াদের সকাল শুরু হয় বাড়তি সতর্কতার সঙ্গে।এই শীত ও কুয়াশার মধ্যেই দিল্লির বাসিন্দাদের আরও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ। রবিবার সকালে রাজধানীর একাধিক এলাকায় বাতাসের গুণগতমান ছিল উদ্বেগজনক। অনেক জায়গায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই ২৫০-এর ওপরে উঠে যায়, যা ' মন্দ' শ্রেণির মধ্যে পড়ে। ইন্ডিয়া গেট চত্বরে একিউআই রেকর্ড করা হয় ২৮৭, যা শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। আরও ভয়াবহ ছবি ধরা পড়ে ধৌলা কুয়া এলাকায়, সেখানে একিউআই পৌঁছে যায় ৩২২-এ, যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত।দূষণের এই মাত্রা বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ ও শ্বাসকষ্টে ভোগা মানুষদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চিকিৎসকেরা বাইরে বেরোলে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং অপ্রয়োজনে দীর্ঘ সময় খোলা বাতাসে না থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন। সকাল ও রাতের দিকে দূষণ ও কুয়াশার প্রভাব আরও বাড়ে বলেই সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা।সব মিলিয়ে শীত, কুয়াশা ও দূষণের ত্রিমুখী চাপে নাজেহাল দিল্লিবাসী। আবহাওয়া ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক দিন পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে রাজধানীর মানুষকে আরও কিছুদিন সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করেই এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে এই খবর সূত্র থেকে জানা যায়।

বাংলাদেশে যা ঘটে চলেছে, তা মোটেও কাম্য নয়ঃদিলীপ ঘোষ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ-সহ সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রবিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে যা ঘটে চলেছে, তা মোটেও কাম্য নয়। রবিবার সকালে দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পক্ষ থেকে যা করা উচিত তাই করছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেখানে হিন্দুদের উপর অমানবিক অত্যাচারে গভীরভাবে দুঃখিত। আমরা চাই সেখানে নির্বাচন হোক এবং সরকার ক্ষমতায় আসুক যাতে এসব বন্ধ হয়। বিসিসিআই কেকেআরকে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ করার বিষয়ে দিলীপ বলেন, বিসিসিআইকে ধন্যবাদ, পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের মতো, বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের ভারতে খেলতে দেওয়া উচিত নয়।

কলকাতায় আয়োজিত একল রান ২০২৬, অংশগ্রহণ বহু মানুষের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ রবিবাসরীয় সকালে মহানগরী কলকাতায় আয়োজিত হল একল রান ২০২৬-এর সপ্তম সংস্করণ। তাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় আয়োজিত একল রান ২০২৬-এর সপ্তম সংস্করণের আয়োজকরা অলিম্পিয়ান শাটলার সাইনা নেহওয়ালকে অভিনন্দন জানান। সাইনা নেহওয়াল বলেন, আমি বিভিন্ন ম্যারাথনে অংশ নিতে কলকাতায় এসেছি, যা খুবই ভালো লক্ষণ। এখানে সবাই খেলাধুলা পছন্দ করে দেখে আমি খুবই অভিভূত। একল রানের মতো উদ্যোগগুলি আরও বেশি করে আয়োজন করা উচিত এবং এই ধরণের উদ্দেশ্যকে আরও বেশি সমর্থন করা উচিত বলে জানান।

সিকারে হিমাঙ্কের দোরগোড়ায় শীত, ০.২ ডিগ্রিতে নামল পারদ-কনকনে ঠান্ডায় বিপর্যস্ত রাজস্থান

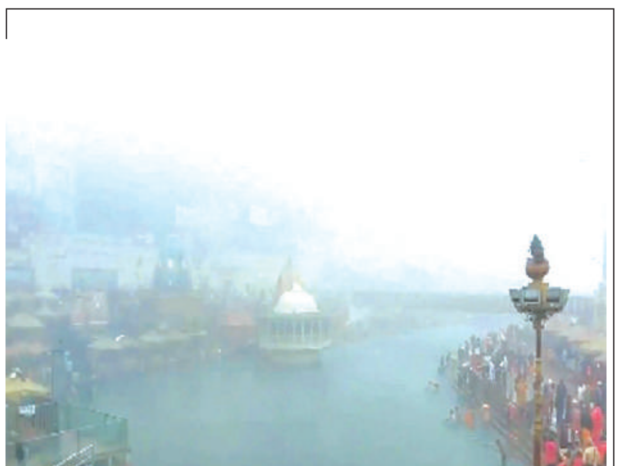

সিকার, ৪ জানুয়ারি ঃ মরুরাজ্য রাজস্থানে শীতের প্রকোপ আরও তীব্র আকার নিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শীতল হাওয়ার দাপটে াজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ সিকার। এই জেলায় পারদ নেমে এসেছে মাত্র ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শীতের এমন দাপটে কার্যত হিমাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে জেলার আবহাওয়া। ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা, সঙ্গে হিমেল বাতাস-সব মিলিয়ে জনজীবন কার্যত স্থবির হয়ে প।ছে।সিকারের পাশাপাশি জেলার ফতেহপুর এলাকাতেও শীতের দাপট নজরে প।ছে। সেখানে তাপমাত্রা মাইনাস ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাস্তাঘাটে জমে উঠছে কুয়াশার আস্তরণ, ভোরের আলো ফুটলেও সূর্যের দেখা মিলছে দেরিতে। বহু জায়গায় যান চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ভোর ও গভীর রাতে। শীতের কামড়ে স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষ-সকলেই প।ছেন চরম দুর্ভোগে।স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, গত কয়েক দিনে শীতের তীব্রতা হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে। রবিবার সকালে এক বাসিন্দা জানান, সাধারণত তাঁরা ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। কিন্তু গত দু'দিনের প্রবল ঠান্ডার কারণে এখন সকাল সাড়ে সাতটার আগে বাইরে বেরোনো কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনকনে হাওয়ার সঙ্গে তাপমাত্রার এই অস্বাভাবিক পতনে প্রবীণ ও শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকেও বাড়তি নজর দিতে হচ্ছে পরিবার গুলিকে।শুধু সিকার নয়, রাজস্থানের অন্য এলাকাতেও একই চিত্র। পাহাড়ি পর্যটন কেন্দ্র মাউন্ট আবুতেও শীতের দাপট স্পষ্ট। সেখানে তীব্র ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশার প্রভাব পর্যটকদের চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করছে। শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বাড়লেও, এবছর ঠান্ডার তীব্রতায় অনেকেই সাবধানতা অবলম্বন করছেন। হোটেল ও পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পর্যটকরা আগেভাগেই গরম পোশাক ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসছেন। চাষাবাদের ক্ষেত্রেও এই ঠান্ডা মিশ্র প্রভাব ফেলছে। একদিকে শীতকালীন ফসলের জন্য ঠান্ডা উপকারী হলেও, অতিরিক্ত ঠান্ডা ও কুয়াশায় ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। বিশেষ করে ভোরের দিকে শিশির জমে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। ফলে কৃষকদের একাংশ রাত জেগে জমিতে নজরদারি করছেন। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে রাতের বেলা অপ্রয়োজনে বাইরে না বেরোনো, প্রবীণ ও শিশুদের উষ্ণ পরিবেশে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরাও ঠান্ডাজনিত অসুস্থতা এ।াতে গরম পোশাক, কুসুম গরম জল ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ওপর জোর দিচ্ছেন।সব মিলিয়ে জানুয়ারির শুরুতেই রাজস্থানে শীতের এই চরম রূপ জনজীবনে বড়সড় প্রভাব ফেলেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনেও তাপমাত্রা নিম্নমুখী থাকতে পারে। ফলে মরুরাজ্যের বাসিন্দাদের সামনে আরও কিছুদিন কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই ভবিতব্য।অন্যদিকে লখনউ ও হরিদ্বারতে, নতুন বছরের শুরুতেই উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় শীতের দাপট আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। উত্তর প্রদেশ জু।ে কনকনে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন। রবিবার সকালে কানপুর, অযোধ্যা, মোরাদাবাদ থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই তীব্র শীত অনুভূত হয়েছে। ভোরের দিকে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, যার প্রভাব পড়ে সড়ক ও রেল চলাচলেও।লখনউ-সহ বিভিন্ন শহরে ভোরের দিকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় রাস্তাঘাট। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে কুয়াশার মিলিত প্রভাবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে ছন্দপতন ঘটে। অফিসগামী মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলপড়ুয়া পড়েছে সমস্যায়। বহু জায়গায় সকালবেলা যান চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়ে, কোথাও কোথাও ট্রেন ও বাস পরিষেবাতেও দেরির খবর মিলেছে।অযোধ্যাতেও দিনভর কনকনে ঠান্ডা বজায় ছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে আসে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শীত ও কুয়াশা সত্ত্বেও ভক্তদের ঢল নামে রাম জন্মভূমি মন্দিরে। ঠান্ডা উপেক্ষা করে ভোর থেকেই প্রার্থনায় অংশ নিতে দেখা যায় বহু পুণ্যার্থীকে। কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যেই ভক্তিমূলক আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।তাজনগরী আগ্রাতেও শীতের প্রকোপ কম নয়। রবিবার সকালে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় তাজমহল সংলগ্ন এলাকা। পর্যটকদের একাংশকে সকালবেলা অপেক্ষা করতে হয় কুয়াশা কিছুটা কাটার জন্য। ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশার দাপটে শহরের ব্যস্ততাও কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।এদিকে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারেও শীতের দাপট স্পষ্ট। রবিবার সকালে গঙ্গা তীরবর্তী এই তীর্থনগরী ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা প।ে। বিশেষ করে হর কি পৌরি এলাকা পুরোপুরি কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কুয়াশার মধ্যে গঙ্গার আরতি ও পুণ্যস্নান চললেও, ঠান্ডার তীব্রতায় অনেক পুণ্যার্থীকে গরম পোশাকে মু।ে থাকতে দেখা যায়।শীতের এই পরিস্থিতিতে প্রবীণ, শিশু ও অসুস্থদের নিয়ে বাড়তি উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকেরা ঠান্ডাজনিত অসুখ থেকে বাঁচতে উষ্ণ পোশাক পরা, অপ্রয়োজনে ভোর বা গভীর রাতে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ইঙ্গিত অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন উত্তর প্রদেশ ও সংলগ্ন অঞ্চলে শীতের দাপট একই রকমভাবে বজায় থাকতে পারে। ঘন কুয়াশা ও নিম্ন তাপমাত্রা জনজীবনে আরও কিছুদিন প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে উত্তর ভারতের মানুষকে এখনও কনকনে ঠান্ডার সঙ্গেই দিন কাটাতে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে।

ভিবি-জি রাম জি প্রকল্প মনরেগার তুলনায় প্রগতিশীল বলে মনে করা হচ্ছে ঃ শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃভিবি-জি রাম জি প্রকল্পকে ইতিবাচক ও প্রগতিশীল আখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার নতুন দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমি যা বলতে চাই তা হল, নতুন ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের অধীনে, কম উন্নত পঞ্চায়েতগুলি ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি-সহ আরও বেশি কাজ পাবে এবং কৃষকরাও কৃষিকাজের সময়কালে কাজ পাবে, যার ফলে কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পটি মনরেগার তুলনায় একটি প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হয়। আমি কংগ্রেসকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, লোকসভায়, আমি গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলেছি এবং আমার যা বলার ছিল তা বলেছি, কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর দমন করা হয়েছে। কেন পুরো বিষয়টি শোনা হল না? সংসদেই প্রশ্নোত্তর হয়। সত্য বেরিয়ে আসবে, তাই শিবরাজকে কথা বলতে হল না। যদি এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হত, তাহলে বিরোধী নেতারা কোথায় ছিলেন? তারা সংসদে কেন উপস্থিত ছিলেন না?শিবরাজ আরও বলেন, এর জন্য, আমাদের জাতীয় নেতারা জনসাধারণের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছানোর জন্য কর্মসূচি আয়োজন করবেন। আপনারা সকলেই অংশগ্রহণ করবেন, জনগণের মধ্যে যাবেন এবং সত্য ভাগ করে নেবেন। আমরা সর্বদা সত্যকে সমর্থন করব, কারণ এটি শ্রমিক, কৃষক, প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মচারী এবং গ্রামের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ভেনেজুয়েলা সফরে পরামর্শ নতুন দিল্লির, জরুরি বৈঠক রাষ্ট্রসঙ্ঘের

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ মন্ত্রক এক পরামর্শ বার্তায় ভারতীয়দের খুব প্রয়োজন না পড়লে ভেনেজুয়েলা সফরে যেতে নিষেধ করেছে। সে দেশে উপস্থিত ভারতীয়দের সাবধানে থাকতে এবং বিশেষ ঘোরাফেরা না করতে বলা হয়েছে। তেমন কোনও প্রয়োজনে কারাকাসের ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বলেও বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে। দূতাবাসের ই মেল- cons.caracasmea.gov.in ও জরুরি ফোন নম্বর হল-৫৮-৪১২-৯৫৮৪২৮৮।ভেনেজুয়েলার উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আগামীকাল জরুরি বৈঠক ডেকেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ। পরিষদের অস্থায়ী সদস্য কলম্বিয়ার অনুরোধে এই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কলম্বিয়ার এই অনুরোধকে সমর্থন করেছে স্থায়ী সদস্য দেশ চিন ও রাশিয়া। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক জানান, মহাসচিব আন্তনিও গুতারেস এই ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর হানা আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করেছে।

মানবধর্ম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব শোভাযাত্রা শহরে

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ হিংসা ও হানাহানি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। মূলত, এর বিরুদ্ধেই সরব হয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। রবিবার কলকাতায় মানবধর্ম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। ভবা পাগলা মহা সম্মেলনের উদ্যোগে ওই আয়োজন করা হয়েছে। ধর্মীয় ও সমাজসেবী সংস্থা মিলিয়ে মোট ৬০টি সংগঠন এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়। এদিন সকালে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাসভবন থেকেই শুরু হয়েছে শোভাযাত্রাটি এবং তা দক্ষিণেশ্বরের পৌঁছে আদ্যাপীঠে, তা শেষ হয়েছে।ভবা পাগলা আশ্রমের প্রধান গোপাল ক্ষেত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, এখন মানবধর্ম যেভাবে বিপন্ন তার জন্য সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমার গুরু সারা জীবন মানবধর্ম পালন করে গিয়েছেন। এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল চাকলা লোকনাথ সেবাশ্রম সঙ্ঘ। শোভাযাত্রায় শামিল হওয়া বাবা লোকনাথের মহানাম প্রচারক ও চাকলা লোকনাথ সেবাশ্রম সঙ্ঘের চেয়ারম্যান নবকুমার দাস বলেন, বাবা লোকনাথ সর্বদা মানবধর্ম ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই নন্দীগ্রামে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন, শুরু শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা

পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ জানুয়ারি ঃ ভোটের দিনক্ষণ ও প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগেই নন্দীগ্রামে শুরু হয়ে গেল নির্বাচনী উত্তাপ। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস নন্দীগ্রামের ভেকুটিয়া অঞ্চলে দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র তরজা। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানা গেছে, এসআইআর প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। ভোটার তালিকার কাজ সম্পূর্ণ হলেই রাজ্যে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। তার আগেই নন্দীগ্রামে দেওয়াল লিখন ঘিরে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ।রাজনৈতিক মহলে প্রচলিত কথাই হল, নন্দীগ্রাম আজ যা ভাবে, বাংলা তা কাল ভাবে। সেই সূত্র ধরেই ভোটের ডঙ্কা যেন আগেভাগেই বেজে উঠল এই এলাকায়। ভেকুটিয়া অঞ্চলে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা প্রার্থীর নাম না লিখে দলের প্রতীক চিহ্ন এঁকে ভোট দেওয়ার বার্তা তুলে ধরেছেন দেওয়ালে। এতে করে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে নিজেদের অনেকটাই এগিয়ে রাখার বার্তা দিতে চেয়েছে শাসকদল।তবে রবিবার এই দেওয়াল লিখনকে ঘিরে পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, তৃণমূল এখন অর্ধমৃত নয়, পূর্ণ মৃত, আর ২০২৬-এ তৃণমূলের রাজনৈতিক বিসর্জন হবে। অন্যদিকে তৃণমূলের পাল্টা বক্তব্য, বিজেপি দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে এবং সেই দুর্নীতি মুছে ফেলতেই নন্দীগ্রামের মানুষ প্রস্তুত। দেওয়াল লিখন ঘিরে শুরু হওয়া এই তরজা আগামী দিনে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভর্তির ফি বাড়তি নেওয়ার অভিযোগে উত্তাল স্কুল চত্বর

শিলিগুড়ি (নিউস এশিয়া):শিলিগুড়িতে ফের ভর্তির ফি বাড়তি নেওয়ার অভিযোগে উত্তাল স্কুল চত্বর। আজ শিলিগুড়ির শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তির ফি বেশি নেওয়ার অভিযোগে ছাত্রীরা ও অভিভাবকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ভর্তির ফরমের নির্ধারিত মূল্য ২৪০ টাকা হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই নিয়ম মানছে না এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর হতে পারে। আপনি আপনার কাজে উসাহ এবং শক্তি পাবেন, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে করবে।

বৃষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি বিশেষ ভাবে ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। শুভ দিন।

মিথুনঃ আপনার মনের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা আনুন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। আপনার শিশুসুলভ এবং নিরীহ আচরণ পারিবারিক সমস্যা সমাধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। শুভ রং লাল

কর্কট রাশি ঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। পারিবারিক সদস্যরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ নাও করতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহঃ মানসিক আশঙ্কা আপনাকে বিচলিত করতে পারে। ইতিবাচক চিন্তা এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখা এটিকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। সংসারে শান্তি হবে

কন্যা ঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। শুভ রং লাল

তুলাঃ আপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। এই গতি ধরে রাখুন যাতে যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনাকে উৎসাহিত করে। আর্থিক উন্নতি।

বৃশ্চিকঃএকটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু এটিকে আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে দেবেন না। বিবাহের যোগ।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি শক্তি এবং উসাহে পূর্ণ হবে। আপনি সামাজিক জীবন সক্রিয় হবে এবং আপনি নতুন সংযোগ তৈরি করার জন্য ভাল সুযোগ পাবেন। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি প্রত্যাশায় পূর্ণ হবে। শুভদিন

কুম্ভঃআপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। ব্যবসায় সাফল্য।

মীনঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী দিন। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট হবে এবং আপনি নিজেকে সৃজনশীলতায় পূর্ণ দেখতে পাবেন। আপনি নতুন শক্তি নিয়ে একটি নতুন প্রকল্প বা সৃজনশীল কাজে জড়িত হতে পারেন। পারিবারিক সম্পর্ক শক্তিশালী হবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনাকে খুশি করবে। শুভ দিন

আবহাওয়া

আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, রাতের তাপমাত্রার পারদ চাবে। সেই মতো একটু একটু করে বেড়েছে তাপমাত্রা। দিনের তাপমাত্রাও সামান্য বা।বে। কনকনে ঠান্ডা আপাতত সাময়িক বিরতি নিলেও, রাজ্যে শীতের আমেজ বজায় রয়েছে।রবিবাসরীয় সকালেও শীতের আমেজ বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে। পার্বত্য এলাকায় এখনও দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ ডিগ্রি কম আছে। রবিবার সকালে মহানগরী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবারের পর ফের দিন ও রাতের তাপমাত্রা ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত নীচে নামবে। সেই নেমে যাওয়া তাপমাত্রা আগামী প্রায় গোটা সপ্তাহ প্রায় একই রকম থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকবে পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলায় কুয়াশার দাপট দেখা যাবে। দার্জিলিং-এর উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাত অথবা সামান্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ৮টা ১২মিনিট এবং ৮রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১টা ৫০মনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৫মনিটে হতে পারে।

রামপুরহাটে অভিষেক ব্যানার্জির মঞ্চের মাঠ পরিদর্শনে কাজল শেখ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা রাজনৈতিক সমাবেশে জোড় দিচ্ছেন। সেই মতো বছরের প্রথম থেকেই রাজনৈতিক জনসভা করে জনসংযোগ করতে চলেছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৬ই জানুয়ারি বীরভূমের রামপুরহাটে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। রামপুরহাটের বিনোদপুর মাঠে তিনি জনসভা করবেন বলে জানা যাচ্ছে। সম্ভাব্য ৬ই জানুয়ারি হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল জনসভা। এই জনসভায় বীরভূম থেকে তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। অভিষেক ব্যানার্জির সেই সভা মঞ্চের মাঠের কাজ খতিয়ে দেখতে আজ বিনোদপুর মাঠে উপস্থিত হন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। এছাড়াও মাঠে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার তথা স্থানীয় বিধায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।পুরো মাটি ঘুরে দেখেন তিনি। কাজল শেখ জানান আগামী ৬ তারিখ যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যে বার্তা দেবেন সেই বার্তাই অনুসরণ করে আমরা চলবো। পাশাপাশি অভিষেক ব্যানার্জীর যে সভা মঞ্চটি তৈরি করা হবে সেই জায়গাটিও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। জেসিবি দিয়ে পুরো মাঠটিকে সমান করার কাজ চলছে। পাশাপাশি মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা আবর্জনা গুলোকেও পরিষ্কার করা হচ্ছে। এমনকি মাঠের মধ্যে থাকা গর্তগুলো মাটি দিয়ে সমান করা হচ্ছে। এরপর তিনি হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে পরিদর্শনে যান।

‘স্পঞ্জ’ কারখানায় আগুন, কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ডোমজুড়ে ‘স্পঞ্জ’ তৈরির কারখানায় আগুন, কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাওড়ার ডোমজুড়ের রাজাপুর এলাকার একটি ‘স্পঞ্জ’ তৈরির কারখানায় রবিবার বিকেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। কালো ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে যায়। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ওই আগুন লাগে। হাওড়া ফায়ার স্টেশন এবং আলমপুর ফায়ার স্টেশন থেকে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। সন্ধ্যে ৬টায় শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী আগুন নেভানোর কাজ চলছে। কি কারণে আগুন তা জানা যায়নি। প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারখানার মধ্যে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িও আগুনের গ্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হতাহতের খবর নেই।

ভাঙড়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উওপ্ত ভাঙড়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়ঃ আর কয়েকমাস পর ভোট।আর তার আগেই আবার উওপ্ত হয়ে উঠলো ভাঙড়। পারদ চড়ছে ভাঙড়ে। আরাবুল ইসলাম কাইজার আহমেদ বনাম শওকত মোল্লার লড়াইয়ে তুলকালাম বেধেছে। আরাবুলের পুত্র হাকিবুলের গাড়িতে হামলার অভিযোগ। দু’পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারামারি, ধস্তাধস্তি হয়। ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের বাড়িতে হামলার ঘটনার পরই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রবিবার গোটা এলাকা। আক্রান্ত নেতার বাড়ির সামনে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে সওকাত মোল্লা অনুগামীরা এই কাজের সাথে যুক্ত নয়। আর দুপক্ষের একে ওপরের দিকে আঙুল তোলা নিয়ে উওপ্ত এলাকা।

রায়দিঘিতে থেকে উদ্ধার তরুণীর রক্তাক্ত দেহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বাড়ি থেকে এক তরুণীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল। রবিবার দুপুরের ঘটনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির কাশীনগরের তেলিপুকুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেৌ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম রীতা পাঠক (৩২)। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক মৃতের স্বামী অপূর্ব পাঠক। প্রাথমিক তদন্তে স্ত্রীকে খুন করেই অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নকল শিল্প, রাজনৈতিক মদতের অভিযোগ- আর জি করের মূর্তি নিয়ে ফের হইচই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অভয়ার স্মৃতিতে তৈরি হওয়া বহুল আলোচিত শিল্পকর্ম ‘ক্রাই অফ দ্য আওয়ার’ নিয়ে ফের তীব্র বিতর্ক। এবার সরাসরি নকলের অভিযোগে বিদ্ধ হলেন ভাস্কর অসিত সাঁই। এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন শিল্পী সুদীপ্ত বেতাল। তাঁর দাবি, ২০২৪ সালে তৈরি ওই মূর্তিটি আদতে তাঁরই আঁকা একটি ছবির হুবহু অনুকরণ, যা তিনি এঁকেছিলেন প্রায় পাঁচ বছর আগে। সুদীপ্ত বেতালের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি ২০১৯ সালের ২৪ আগস্ট একটি স্কেচ এঁকেছিলেন, যা আজও তাঁর গুগল ফটোজ আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে। সেই ছবির সঙ্গে ‘ক্রাই অফ দ্য আওয়ার’-এর অবিকল মিল রয়েছে বলে দাবি তাঁর। প্রমাণ হিসেবে তিনি ছবিটির সংরক্ষণের তারিখ ও সময় প্রকাশ্যে এনেছেন। সুদীপ্তর কথায়, তএই ছবি আঁকার পাঁচ বছর পরে ওই মূর্তি তৈরি হয়েছে। অথচ বলা হচ্ছে, তা নাকি হঠাৎ যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ!দ উল্লেখযোগ্য, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে এক তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর এই মূর্তিটি তৈরি করেন ভাস্কর অসিত সাঁহঞ্জ ৈ। সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন, ঘটনার আকস্মিকতা ও মানসিক যন্ত্রণা থেকেই নাকি ওই শিল্পকর্মের ভাবনা এসেছে। কিন্তু সুদীপ্ত বেতালের প্রকাশ করা তথ্য সেই দাবিকে কার্যত প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এটাই প্রথম নয়। এর আগেও আর জি করের এই মূর্তিকে ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। প্রথমে অসিত সাঁই দাবি করেন, তিনি এই মূর্তির জন্য কোনও অর্থ নেননি। কিন্তু পরে জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্টের অডিট রিপোর্টে জানানো হয়, মূর্তি নির্মাণে ৫১ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হলে ফ্রন্টের তরফে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়;এই টাকা মূর্তির বেদি তৈরিতে ব্যয় হয়েছে। এবার নকলের অভিযোগ সামনে আসতেই বিতর্ক আরও ঘনীভূত। সুদীপ্ত বেতাল স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘উনি নাকি অভয়ার ঘটনার পর ঘুমোতে পারেননি। সারা রাত জেগে ওই মূর্তির সৃষ্টি করেছেন। সর্বৈব মিথ্যে। ওটা তো আমার আঁকা একটি স্কেচ টুকে বানানো। অথচ কোথাও আমায় স্বীকৃতি দিলেন না।’ উল্লেখ্য, ২০১৮-‘১৯ সালে অসিত সাঁইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতেন সুদীপ্ত। সুদীপ্তর দাবি, সেই সময় এই ছবি আমি ওঁকে দেখিয়েওছিলাম। তবে এখানেই বিতর্ক শেষ নয়। সুদীপ্ত বেতাল আরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, অসিত সাঁইয়ের পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক মদত। নিজেকে অরাজনৈতিক বলে দাবি করলেও, অসিত সাঁইয়ের দাদা নাকি একটি বামদলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। সুদীপ্তর অভিযোগ, ‘ভাস্কর হিসেবে অত বড় মাপের না হয়েও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই একের পর এক কাজ ও বরাত পাচ্ছেন তিনি।’ এই অভিযোগ প্রসঙ্গে অসিত সাঁইয়ের প্রতিক্রিয়া আরও ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নকলের অভিযোগ অস্বীকার করলেও, মূর্তির ভাবনার উৎস নিয়ে একাধিক রকম বক্তব্য দেন তিনি। কখনও বলেন, ২০১৯ সালে তিনিই এই ছবি এঁকেছিলেন, আবার কখনও বলেন এটি সেই সময়ের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। বক্তব্যের এই অসঙ্গতিই প্রশ্ন বাড়িয়েছে।

শওকত ও আরাবুল বাহিনীর দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত ভাঙড়, এলাকায় আতঙ্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বছরের প্রথম ছুটির সকালেই ভাঙড় এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। ফের নতুন করে সংঘর্ষে জড়িয়েছে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী;শওকত মোল্লার এবং আরাবুল ইসলামের সমর্থকরা। রবিবার সকালে তৃণমূলের বহিস্কৃত নেতা আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল ইসলামের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, হাকিমুলকে ঘিরে ‘গদ্দার’ স্লোগান দেওয়া হয়েছে। হাকিমুল ইসলাম দক্ষিণ ২৪ পরগনার পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। তিনি দাবি করেছেন, এই হামলার পেছনে রয়েছে স্থানীয় বিধায়ক শওকত মোল্লার অনুগামীরা, যারা পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁকে আক্রমণ করেছে। ঘটনায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং এলাকায় আতঙ্ক দেখা দেয়। শওকত মোল্লা এ বিষয়ে বলেন, ‘দলে গদ্দারদের জায়গা নেই, জনতা ওদের চায় না।’ ঘটনার সূত্রপাত ঘটে শনিবার রাতের দিকে। ওইদিন বিকেলে ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে ভাঙড়ের তৃণমূল নেতাদের একাংশ সেখানে যান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাকিমুল ইসলাম, কাইজার আহমেদ, ওদুদ মোল্লা প্রমুখ। অভিযোগ, সেখান থেকে ফেরার পর রাতেই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওদুদ মোল্লার কাঁঠালিয়ার বাড়িতে চড়াও হন শওকত মোল্লার অনুগামীরা। তাঁদের উপরে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়। ঘটনা জানতে পেয়ে রবিবার সকালে হাকিমুল ও কাইজাররা ওদুদের বাড়িতে উপস্থিত হন, যেখানে তাঁদের বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয়। অভিযোগ, শওকত মোল্লার সমর্থকরা হাকিমুলের গাড়ি ঘিরে হামলা চালায় এবং তাঁকে ‘গদ্দার’ বলে চিৎকার করতে থাকে। খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও ঘটে, তবে শেষ পর্যন্ত হাকিমুলকে নিরাপদে বের করে নেওয়া হয়। হাকিমুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন, দশওকতের দলবল রাতে ওদুদের বাড়ি গিয়ে খুনের হুমকি দিয়েছিল। আজ আমার গাড়িতে হামলা চালিয়েছে। ওদের দাপটে এই এলাকা অস্থির হয়ে উঠছে। সকলে আতঙ্কিত। পুলিশ ব্যবস্থা নিক।দ অন্যদিকে, বিধায়ক শওকত মোল্লার দাবি, তারা নিজেরাই ঝামেলা তৈরি করে, তারা অন্যের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। দলে গদ্দারদের কোনো স্থান নেই। যারা অভিযোগ করছে, তারা স্বয়ং দোষী।দ

সিপিএম মুখপত্রে বড় পরিবর্তন সম্ভাব্য, নেপথ্যে কি রাজনৈতিক সমীকরণ ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ রাজ্যের সিপিএমের মুখপত্র ‘গণশক্তি’-কে ঘিরে আবারও জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম পদে আসার পর থেকেই আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এবং গণশক্তির মধ্যে পূর্বের মসৃণ সম্পর্কের ছায়া কমে এসেছে। তবে নানা সমীকরণে এখনও কাজ চলছিল। এখন সূত্রের খবর, শমীক লাহিড়ীর পরিবর্তে নতুন সম্পাদক আসছেন। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সর্বশেষ বৈঠকে এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনার পিছনে তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, পার্টি চায় গণশক্তিতে আরও পেশাদারিত্ব আনতে। কিছু খবরের অ্যাঙ্গেল, উপস্থাপনা এবং বিষয়বস্তুর ভুলের কারণে নেতৃত্ব বিরক্ত। দ্বিতীয়ত, শমীক লাহিড়ীর চোখের সমস্যা বেড়েছে। ছোট অক্ষর পড়া তাঁর জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে, অথচ সম্পাদক হলে পড়াশোনা ও পর্যালোচনার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর অবস্থার মূল্যায়ন হতে পারে। তৃতীয়ত, পার্টির কিছু ভুল এবং ভেতরের গোষ্ঠীবিন্যাসের ছাপ গণশক্তিতে পড়েছে। কয়েক মাস আগে পরিচালনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গণশক্তির কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তখন পরিস্থিতি সামলাতে নেতৃত্বকে যথেষ্ট কৌশল খাটাতে হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, প্রয়াত অনিল বিশ্বাসের নেতৃত্বে গণশক্তি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল। তিনি রাজ্য সম্পাদক থাকাকালীন এবং পরে রাজ্য সভাপতির দায়িত্বে থেকেও মুখপত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময় গণশক্তির টিমটি ছিল অসাধারণ। মৃদুল দে, অভীক দত্ত, অতনু সাহা, দেবাশিস চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, অনিকেত চক্রবর্তী, হরিলাল নাথ, ব্রততী নিয়োগী প্রমুখরা টিম গঠন করেছিলেন। অভীক দত্ত, অনিকেত চক্রবর্তী প্রয়াত; অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, দেবাশিস চক্রবর্তী বর্তমানে পার্টির মুখপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনার দায়িত্বে আছেন। অতনু সাহা মূল কাগজের নেতৃত্বে আছেন। পাশাপাশি নতুন ও কিছু পুরনো মুখ টিমে যুক্ত আছেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গণশক্তিকে এগোতে হচ্ছে। সূত্রের খবর, শনিবার গণশক্তির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান ছিল, তাই তখন পরিবর্তনের ঘোষণা হয়নি। পরের সপ্তাহে সম্পাদকমণ্ডলীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর পরিবর্তন প্রকাশ করা হবে। অন্য সূত্র বলছে, শমীক লাহিড়ী চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু পরীক্ষা করিয়েছেন। রিপোর্ট আসার পরই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। শমীক নিজেও টিমের মনোভাব বুঝে প্রয়োজন হলে অব্যাহতি নিতে প্রস্তুত। তাই নতুন সম্পাদক পদের চূড়ান্ত ঘোষণার আগে পার্টির নেতৃত্ব ও টিমের সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আন্দুলের চুনাভাটী’তে দক্ষিণ হাওড়া বইমেলার শুভ সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাওড়ার আন্দুলের চুনাভাটী’তে ‘দক্ষিণ হাওড়া বইমেলা’র শুভ সূচনা হলো। দ্বিতীয় বর্ষের এই বইমেলার শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার। শনিবার সন্ধ্যায় সাড়ম্বরে এর সূচনা হয় হাওড়ার আন্দুল রোড চুনাভাটী পোদরা বিবেকানন্দ যুব সমিতির মাঠে। ৯ দিনব্যাপী ওই বইমেলা চলবে আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ‘দক্ষিণী সংহতি’র আয়োজনে বইমেলার প্রধান উদ্যোক্তা বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য এবং রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ। আগ্রাসনের রাজনীতি থেকে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে বাঁচাতে হবে এই ভাবনা নিয়েই এবারের এই ‘দক্ষিণ হাওড়া বইমেলা’র আয়োজন। শনিবার সন্ধ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রিয়া পাল, ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, হাওড়া পুরসভার বিদায়ী প্রশাসকমন্ডলীর উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই বইমেলায় মোট ৭০টি বইয়ের স্টল এবং ১০টি খাবারের স্টল রয়েছে। গত বছর আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসকে সামনে রেখে এই বইমেলা প্রথম শুরু হয়েছিল। মেলার প্রধান উদ্যোক্তা তুষার কান্তি ঘোষ বলেন, এলাকার প্রায় ৮০টি সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। রূপঙ্কর বাগচী, স্নিগ্ধজিৎ, অনুষ্কা পাত্র, অরুণিতা কাঞ্জিলাল সহ কল্যাণ সেন বরাটের ‘ক্যালকাটা কয়্যার’ এর শিল্পীরা বিভিন্ন দিনে অংশগ্রহণ করবেন। এই বইমেলা আক্ষরিক অর্থেই মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। কবি সুবোধ সরকার এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে বলেন, ‘একটা বই মানুষের জীবনকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিতে পারে। কোনও একটা গলিতে যখন এতো বই আসে তখন সেটা আর গলি থাকে না সেটা রাজপথে পরিণত হয়।’

নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন, তদন্তে শিয়ালদহ জিআরপি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বেলেঘাটা এলাকায় শিশু ধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তিন বছরের এক শিশুকন্যার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক পরিচিত মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে চাউল পট্টি রেল ব্রিজ সংলগ্ন রেল লাইনের ধারের বসতি এলাকায়। গুরুতর অবস্থায় শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিয়ালদহ জিআরপি। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যার দিকে শিশুটি প্রতিদিনের মতো বসতি এলাকার আশপাশে খেলছিল। সেই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুটিকে আদর করার অজুহাতে রেল লাইনের ধারে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গার দিকে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই শিশুটির কান্নার শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শিশুটি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বিষয়টি জানতে চান। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনও সদুত্তর না দিয়ে পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরপর শিশুটির আত্মচিৎকার আরও জোরালো হলে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। তাঁদের ছুটে আসতে দেখে শিশুটিকে বিপজ্জনক ভাবে রেল লাইনের ধারে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন শিশুটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্তপাত হচ্ছে। তাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর শিশুটির পরিবার বেলেঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন ‘প্লেস অব অকারেন্স ফিক্সড’ করার পর জানা যায়, ঘটনাস্থলটি জিআরপি-র অধিভুক্ত এলাকা। এরপর বিষয়টি শিয়ালদহ জিআরপিকে জানানো হয়। শিয়ালদহ জিআরপি দ্রুত তদন্তের দায়িত্ব নেয়। তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের সূত্রে খবর, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে। পুলিশ আদালতে অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়, যাতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা যায়।

তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুনের হুমকি, থানায় অভিযোগ দায়ের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কোন্নগরে ফের উত্তেজনা। শনিবার রাতে কোন্নগর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর বাড়ির বাইরে দুষ্কৃতীরা উপস্থিত হয়ে তাঁকে খুন ও বোম মারার হুমকি দিয়েছে। এই ঘটনায় বিশ্বরূপ উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। বিশ্বরূপের অভিযোগ, শনিবার রাতের এই ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। তবে তাঁর পরিবারের সদস্যরা ফোন করে তাঁকে বিষয়টি জানায়। তিনি জানান, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, একটি লাল রঙের গাড়ি নিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি হিসেবে তৃণমূল যুবনেতা দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যর নাম উঠেছে। তবে দিব্যেন্দু এই অভিযোগকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘পুরোপুরি মিথ্যা অভিযোগ। ওই কাউন্সিলর বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। উপরে তৃণমূলের জামা পরে রয়েছেন। আমি শ্রীরামপুরে ওয়ালস হাসপাতালে ছিলাম। আমাদের এক পার্টি ওয়ার্কারে বাবা ভর্তি রয়েছেন।’ রবিবার সকালে থানায় অভিযোগ জানিয়ে, বিশ্বরূপ বলেন, ‘গতকাল রাতে আমার বাড়িতে গিয়ে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। সেই সময় আমি বাড়িতে ছিলাম না। বাড়ির লোক ফোন করে জানায় বিষয়টি। আমি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কয়েকজনকে চিনতে পেরেছি। ওরা সবাই দুষ্কৃতী। থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। আগেও আমাকে খুনের চেষ্টা হয়েছিল।’ তৃণমূল এবং বিজেপি নেতারা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। বিজেপি দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছে এবং দাবি করেছে, তৃণমূলের কিছু নেতা দুষ্কৃতী কার্যকলাপে জড়িত।

শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে বিজেপির পরিবর্তন সভা হাওড়ায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার বিকেলে হাওড়া সদর জেলা বিজেপির ডাকে রামরাজাতলা পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে এক পরিবর্তন সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় সিং, ভারতী ঘোষ, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন শমীক বাবু বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হন। উল্লেখ্য, এদিনের পরিবর্তন সভায় বেশ কয়েকজন অন্যান্য দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।

আবুল কালাম আজাদ অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্সি পেলো স্বপন দত্ত বাউল

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে ঃ নীতি আয়োগের রেজিস্ট্রিকৃত সার্টিফিকেট দিয়ে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সসেলেন্সি পুরস্কার দেওয়া হলো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী, শান্তির দূত ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে। দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে সুষ্ঠ সমাজ গঠনের ভূমিকায় অসামান্য অবদানের জন্য স্বনামধন্য সমাজ সেবক রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে সম্মান দেওয়া হয়। সম্মান দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রগ্রেসিভ মাইনরিটি কাউন্সিল ও অল বেঙ্গল ইমাম মুআজ্জিন এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যারিটি ফাউন্ডেশন ও চাঁদপুর এন এস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এক গুরুত্বপুর্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো দেগঙ্গা চাঁদপুর আলিয়া একাডেমির ফর বয়েজ মিশন ক্যাম্পাসে। সারা বাংলা থেকে, দেশ, বাংলাদেশ ও বিদেশ চারিদিক থেকে প্রশংসা সম্মান এসে স্বপন দত্ত বাউলের পুরস্কারের ঝুলি ভরে উঠেছে। স্বপন বাউলের নিজস্ব বহুমুখী প্রতিভার শিল্প কলায় ও তার নিঃস্বার্থ বাউল গানে সমাজ সচেতন ,সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কারকের শিক্ষক রূপে, সুষ্ঠ সমাজ গঠনের চেষ্টায় বাউল শিল্পী হিসেবে দেশে বিদেশে জনপ্রিয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সারিতে বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি, সমাজ সেবী, বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট গুণীজন এবং বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের পরমানন্দ মহারাজের সাথে প্রধান অতিথি রূপে পূর্ব বর্ধমানের স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল আসন অলংকৃত করেন। বাউল গানে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দেন। অনুষ্ঠানে স্বপন বাউলকে শিত বস্ত্র শাল উত্তরীয় পড়িয়ে, পুষ্পস্তবক দিয়ে, নীতি আয়োগ রেজিস্ট্রিকৃত সার্টিফিকেট ও স্মারক, মিষ্টান্ন, বিশ্ব নবীর মূল্যবান পুস্তক ও সম্মান দক্ষিণা দিয়ে সম্মানিত করলেন, অনুষ্ঠানের কর্ণধার ও সম্পাদক ডঃ ফিরোজ উদ্দিন মহম্মদ সোফি, পীরজাদা মৌলানা হাসানুজ্জামান ও বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের পরমানন্দ মহারাজ পুরস্কার বাউলের হাতে তুলে দিলেন।

এস. আই. আর. কেন্দ্রে হঠাৎ অসুস্থতা, মাথা ফেটে জখম বৃদ্ধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলায় জেলায় এস. আই. আর. সংক্রান্ত শুনানি চলাকালীন তারকেশ্বরে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। শুনানিতে যোগ দিতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেলেন এক বৃদ্ধ। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসক ও পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত বৃদ্ধের নাম ভরতচন্দ্র সামন্ত। তিনি তারকেশ্বর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী চিত্রলেখা সামন্ত-সহ দু’জনেই এস. আই. আর. সংক্রান্ত শুনানির নোটিস পেয়ে তারকেশ্বর ব্লক অফিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। জানা গেছে, ওই বৃদ্ধ দম্পতি টোটো চেপেই শুনানিকেন্দ্রে এসেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, শুনানির জন্য অপেক্ষা করার সময় হঠাৎই ভরতচন্দ্র সামন্ত অসুস্থ বোধ করেন। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান এবং মাথায় চোট পান। আকস্মিক এই ঘটনায় শুনানিকেন্দ্রে উপস্থিত অন্যান্য মানুষ তৎক্ষণাৎ সাহায্যে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিডিও সীমা চন্দ্র। পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি নিজে তদারকি করেন। প্রথমে আহত বৃদ্ধকে কাছাকাছি এক স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, আপাতত বৃদ্ধের অবস্থা স্থিতিশীল। তবে বয়সজনিত কারণে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় শুনানিকেন্দ্রে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এস. আই. আর. শুনানিতে অংশ নিতে আসা বহু মানুষই এই ঘটনার পরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে শুনানিকেন্দ্রে চিকিৎসা ও সহায়ক ব্যবস্থার দিকে আরও নজর দেওয়া হবে।

জয়নগরে এস. আই. আর. আতঙ্কে মৃত্যু এক বৃদ্ধের

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর আবার এস আই আর আতঙ্কে মৃত্যু জয়নগরে। এবার নাকে অক্সিজেনের নল লাগিয়ে হিয়ারিংয়ে, আর এস আই আর আতঙ্কেই মৃত্যু জয়নগরে এক বৃদ্ধের, অভিযোগ পরিবারের। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের নাম খুঁজে পাননি জয়নগরের ঠাকুরচকের বাসিন্দা, সেই আতঙ্কেই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। রাজ্যে এস আই আরের জন্য এনিউমারেশন ফর্ম বিলির কাজ শেষ হয়ে গেছে। চলছে শুনানি-পর্ব। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে প্রায়ই এস আই আরের শুনানিতে ডাক পাওয়ার পরে আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ সামনে আসছে। আর তার মধ্যেই এ বার আরও এক বৃদ্ধের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের নাম খুঁজে পাননি জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উওর ঠাকুরচকের বাসিন্দা নাজিতুল মোল্লা (৬৮)। এস আই আরের আতঙ্কেই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত এলাকার উত্তর ঠাকুরের চক এলাকার বাসিন্দা নাজিতুল। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আতঙ্কে ছিলেন বৃদ্ধ। অসুস্থ হয়ে পড়ায় ২০শে ডিসেম্বর তাঁকে প্রথমে ডায়মন্ড হারবারের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এর মধ্যেই ৩১ ডিসেম্বর নাজিতুলকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠিয়ে নোটিস দেওয়া হয়।তখন পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালের বন্ডে সই করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। ৩১ শে ডিসেম্বর অসুস্থ অবস্থায় নাকে অক্সিজেনের নল লাগিয়েই জয়নগর ২ নং ব্লক অফিসের শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন নাজিতুল। শুনানির পরে বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। এর পরেই ফের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ২রা জানুয়ারি তাঁকে ফের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, এস আই আর পর্বের শুরু থেকেই আতঙ্কে ছিলেন নাজিতুল। ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকায় চরম দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তার ফলেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধের, এমনই দাবি পরিবারের। জয়নগরের বি ই আর এল বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের এস আই আর নামক ষড়যন্ত্রের কারণে বাংলার একের পর এক মানুষের প্রাণ চলে যাচ্ছে। এর দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে।’

গ্রামীন পুলিশের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া রবিবার একাধিক জায়গায় হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে “Safe Drive Save Life” শীর্ষক বৃহত্তম চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (২য় বর্ষ) অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৫০০০ জন ৬টি কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করেন। এটি হাওড়া গ্রামীণ জেলার অন্যতম বৃহৎ শিল্প ও সচেতনতামূলক আয়োজন হিসেবে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীগন এবং সাধারণ মানুষেরা অংশগ্রহণ করেন। ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, প্রতিযোগিতাটি জেলাজুড়ে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উলুবেড়িয়া কলেজ, বাগনান কলেজ, পাঁচলার পি. এন. মান্না হাই স্কুল, শ্যামপুর হাই স্কুল, আমতার রামসদয় কলেজ, উদয়নারায়ণপুরের মাধবীলতা কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরী ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলাশাসক, পি. দিপাপ্রিয়া, হাওড়া গ্রামীন পুলিশ সুপার, সুবিমল পাল, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাষক মানষ কুমার মন্ডল, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রঞ্জিত রাউত প্রমুখ। সমগ্র জেলাজুড়ে পুলিশের সুসংগঠিত নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

ভাটপাড়ার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে গুলি, ঘটনাস্থলে কাউন্সিলর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বছরের শুরুতেই ভাটপাড়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে গুলি চালানোর ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ভাটপাড়া থানার অন্তর্গত নিমবাগান এলাকায় আচমকাই গুলির শব্দ পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা গুলির আওয়াজ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন।ভাটপাড়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করা হয়। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল এবং কারা গুলি চালাল, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে।রবিবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ভাটপাড়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিলি দত্ত। তিনি জানান, এটি কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয়, দুষ্কৃতীদের কাজ। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, ঘটনাস্থলে প্রায় চার রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পিছনে কারা জড়িত, কী উদ্দেশ্যে এই গুলি চালানো হয়েছে, তা জানতে তদন্ত চলছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৬ সংখ্যা, সোমবার, ২০ পৌষ ১৪৩২

ভাষা দিবসের ছুটি বাতিলের বিতর্ক

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একের পর এক ঘটনা দেশটির ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিশীল চেতনার ভবিষ্য নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলছে। সম্প্রতি লেখক ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি তার পরপরই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদমাধ্যম-র দফতরে হামলার ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছে ভাষা দিবস-২১ ফেব্রুয়ারি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা একটি নির্দেশিকায় 'অমর একুশে' উপলক্ষে সরকারি ছুটির উল্লেখ না থাকায় শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক, যার অভিঘাত পৌঁছেছে বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও। এই নির্দেশিকা প্রকাশের পর থেকেই দেশজুড়ে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে-ভাষা আংদোলনের স্মৃতি বহনকারী এমন একটি দিন কি তবে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব হারাতে চলেছে? ইউনূস সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা আসেনি। ফলে নানা ব্যাখ্যা, সন্দেহ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ঘিরে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। সরকার-সমর্থক একটি মহলের দাবি, ২০২৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প।ছে শনিবারে। বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শুক্রবার ও শনিবার এমনিতেই সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। সেই কারণেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছুটির তালিকায় আলাদা করে 'অমর একুশে' উল্লেখ করা হয়নি। তবে তারা বলছে, ভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গেই পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে প্রশাসনিক হলেও, সমালোচকদের মতে বিষয়টি নিছক ক্যালেন্ডারের নয়-এটি প্রতীকী রাজনীতির প্রশ্ন। কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি শুধু একটি ছুটির দিন নয় এটি জাতীয় আত্মপরিচয়ের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এই দিনে তকালীন পাকিস্তান সরকারের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভাষা আন্দেদালনই প্রথম প্রমাণ করেছিল-ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র টেকসই হয় না মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয় তার চেয়েও শক্তিশালী। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র। ২১ ফেব্রুয়ারি তাই কেবল অতীতের স্মরণ নয়, এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তার মূল ভিত্তি। ইউনেস্কো এই দিনটিকে ' মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য গর্বের বিষয়। বিশ্বের দরবারে ভাষার অধিকারের প্রশ্নে বাংলাদেশ যে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দু এই একুশে ফেব্রুয়ারি। বহু প্রজন্ম ধরে এই দিনটি বাঙালির কাছে আত্মপরিচয়ের দিন হিসেবেই বিবেচিত। এই প্রেক্ষাপটে ভাষা দিবসের ছুটি বাতিল বা তালিকা থেকে বাদ পড়ার ঘটনা অনেকের কাছেই নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়নি। সমালোচকদের অভিযোগ, এটি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রকল্পের অংশ। তাঁদের মতে, বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন শক্তি সক্রিয় হয়েছে, যাদের আদর্শিক উস পাকিস্তান-পর্বের রাজনীতি এবং যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ করে এসেছে। এই অভিযোগ নতুন নয়। হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙচুর, ধানমণ্ডিতে তাঁর ঐতিহাসিক বাড়ি ধ্বংস, এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নগুলিকে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। সমালোচকদের মতে, এই সবই একই ধারার অংশ-বাংলাদেশের জন্মকথাকে মুছে ফেলার চেষ্টা। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতি যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন পাকিস্তানি শাসনের নিপীড়ন ও বর্বরতার ইতিহাসও মানুষের মনে জাগ্রত থাকবে। সেই ইতিহাসই কিছু শক্তির কাছে অস্বস্তিকর। তাই ভাষা দিবসের মর্যাদা খর্ব করার চেষ্টা আসলে ইতিহাসের সঙ্গে সংঘাত। একুশে ফেব্রুয়ারিকে দুর্বল করা মানে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলা। বিশ্বের কোনো দেশেই সাধারণত তাদের ইতিহাস-নির্ধারক দিনের ছুটি বাতিল করা হয় না। ফ্রান্সে বাস্তিল দিবস, যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা দিবস, ভারতে স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবস-এই দিনগুলি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালিত হয়। বাংলাদেশেও ২১ ফেব্রুয়ারি সেই একই স্তরের একটি দিন। ফলে এই ছুটি নিয়ে ভাবনাই অনেকের কাছে দেশের অস্তিত্ব ও ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল বলে মনে হয়েছে। সমালোচকদের আরও দাবি, বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর একটি অংশ আসলে স্বাধীন বাংলাদেশের ধারণাকেই স্বীকার করতে চায় না। তাদের রাজনৈতিক ভাষ্য ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে সেই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটছে। ভাষা দিবসের ছুটি নিয়ে সিদ্ধান্ত সেই মানসিকতারই প্রকাশ। তবে এই বিতর্কের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবে বাংলাদেশের জনগণই। সামনের জাতীয় নির্বাচন শুধু ক্ষমতার পালাবদলের প্রশ্ন নয় এটি হয়ে উঠতে পারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বনাম তার বিরোধী শক্তির এক গণরায়। সাধারণ মানুষ ভাষা, ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে কী অবস্থান নেয়, তা স্পষ্ট হবে ভোটের ফলাফলে। একুশে ফেব্রুয়ারি তাই আজ আর শুধু স্মৃতির দিন নয়-এটি বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আদর্শিক লড়াইয়ের প্রতীক। ভাষা দিবসের মর্যাদা রক্ষা করা মানে কেবল অতীতকে সম্মান করা নয় এটি ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে, সেই প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা।

শ্রীশ্রী মা সারদা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উনিশ শতকের ভারতের এক মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁর বাণী আজও মানুষের হৃদয়ে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা, সারল্য এবং গভীর মানবিকতা। তিনি জটিল তত্ত্ব বা পাণ্ডিত্য দিয়ে নয়, দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণ দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব ও মানবজীবনের সত্য বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর বাণী তাই সাধারণ মানুষের কাছেও সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তার কেন্দ্রে ছিল ঈশ্বরানুভব। তাঁর মতে, ঈশ্বর কেবল তর্ক বা পুস্তকপাঠের বিষয় নন তাঁকে উপলব্ধি করতে হয় হৃদয়ের মাধ্যমে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর লাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। তবে এই ঈশ্বর কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা নামে সীমাবদ্ধ নন। যিনি যে পথে আন্তরিকভাবে তাঁকে খোঁজে, সেই পথেই ঈশ্বর ধরা দেন-এই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান বাণী। তিনি সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেছেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান-সব ধর্মের সাধনা নিজে করে দেখে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্য এক, পথ বহু। এই ধর্মসমন্বয়ের বাণী তকালীন সমাজের জন্য যেমন যুগান্তকারী ছিল, আজকের বিভক্ত বিশ্বেও তেমনি তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য নয়, বরং মানুষকে আরও মানবিক ও সহানুভূতিশীল করে তোলার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারী মানুষের জীবনকেও অবহেলা করেননি। তিনি সংসারত্যাগকে সকলের জন্য আবশ্যক বলে মনে করতেন না। বরং সংসারের মধ্যেই ঈশ্বরচিন্তা ও কর্তব্য পালন-এই সমন্বয়কে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, আসক্তি নয়, অনাসক্তিই আসল। দায়িত্ব পালন করেও ঈশ্বরের স্মরণে থাকা সম্ভব-এই বাণী তিনি বারবার তুলে ধরেছেন।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

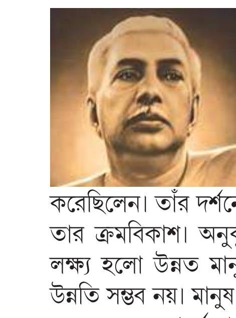

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর আধুনিক ভারতের এক বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ ও সমাজসংস্কারক। তাঁর বাণী মূলত জীবনমুখী, বাস্তববাদী এবং মানবকল্যাণকেন্দ্রিক। তিনি ধর্মকে কেবল আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দৈনন্দিন জীবন, চরিত্রগঠন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ-তার কর্ম, তার দায়িত্ব এবং তার ক্রমবিকাশ। অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হলো উন্নত মানুষ হওয়া। তাঁর মতে, আত্মোন্নতি ছাড়া সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। মানুষ যদি নিজের চিন্তা, আচরণ ও কর্মকে শুদ্ধ না করে, তবে বড় বড় আদর্শ বা স্লোগান অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই তিনি চরিত্রগঠনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। সত্যনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ এবং সংযম-এই গুণগুলিকে তিনি জীবনের মূল ভিত্তি বলে মনে করতেন। তাঁর বাণীতে কর্মের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি কর্মবিমুখ বৈরাগ্যকে সমর্থন করেননি। বরং সংসারের মধ্যেই দায়িত্ব পালন করে, পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলাকেই তিনি আদর্শ জীবন বলে মানতেন। তাঁর মতে, কাজ মানুষকে কেবল জীবিকা দেয় না, কাজই মানুষকে শৃঙ্খলিত করে, চরিত্রবান করে এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর কবিতা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ চিত্তরঞ্জন দাশ একজন জীবন-রসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃতভাবেই সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। একারণে অতীতে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছিলেন- চিত্তরঞ্জনের দেশচর্যার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-চর্চাকে মিলিয়ে দেখতে হবে।আসলে তিনি যেমন কল্পনাপ্রবণ, ঠিক তেমনি আবার আবেগপ্রবণ মানুষও ছিলেন, এবং একারণেই তাঁর পক্ষে সাহিত্য থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি। তাঁর জীবনেতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁর সাহিত্যানুরাগ গভীর ছিল এবং সমকালীন বাংলার সাহিত্য পরিবেশই তাঁর মধ্যে এই অনুরাগ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল। তাঁর জীবনের বহুবিধ উচ্চাভিলাষের মধ্যে সবথেকে ব। আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, একদিন তিনি একজন কবি হবেন। তাই তিনি কবি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একইসাথে একথাও সত্যি যে, যে পরিমাণ কবিত্ব-শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল, সময়াভাবে সেই শক্তির কোন সম্যক পরিণতি তিনি ঘটাতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্য-সাধনা বা কাব্যচর্চা-এই দুটোর কোনটাই একটানা হতে পারে নি। আর একারণেই তাঁর কাব্যজীবনের বিকাশ ও বিস্তার থাকলেও, এর কোন পরিণতি কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না। তবে একইসাথে একথাও সত্যি যে, ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ. তাঁর সমকালীন বাংলার সাহিত্য-সমাজে একসময়ে ' চিত্তরঞ্জন' হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আর তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর একজন কবি না হতে পারেন, তাঁর কবিতার মধ্যে খুব বেশি মৌলিকতা না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে একটি সহজ কবি-প্রাণ ছিল, একথা অনস্বীকার্য। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন- সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আর কবি চিত্তরঞ্জনকে বুঝতে পারবার এটাই হল মূল সূত্র। সমালোচকেরা বলেন যে, তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে তিনি নিজেকে অনেকটাই প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, এবং একাজ তিনি সার্থকভাবেই করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর জীবনেতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তকালীন বাংলার কাব্যসংসারে তিনি নিজের একটি সহজাত কবি-প্রতিভা নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন। তবে তাঁর এই প্রতিভা চেষ্টাকৃত বা আয়াসলব্ধ কোন শৌখিন সাহিত্যকর্ম ছিল না। তাই এই কবি চিত্তরঞ্জনকে না জানতে পারলে বা না বুঝতে পারলে তাঁর বিচিত্র বৈভবমণ্ডিত জীবনের অনেকটাই মানুষের কাছে অজানা থেকে যায়। কিন্তু তবুও দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় যে, আধুনিক বাংলা কাব্যজগতে, কোন অজ্ঞাত কারণে ' ও ' এই কবি বর্তমান সময়ের কাব্যপ্রেমীদের কাছে অনেকটাই অবহেলিত ও উপেক্ষিত, এমনকি বিস্মৃতও বলা চলে। বস্তুতঃ দেশবন্ধু যে একজন উকৃষ্ট কবি ও কাব্যরসিক ছিলেন-একথাটা এযুগের অনেকেই হয়ত জানেন না। কিন্তু তাঁর জীবনেতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, আইন-ব্যবসা ও সাহিত্যকর্ম-এই দুটি জিনিসই যদিও তিনি একইসঙ্গে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তবুও দীর্ঘ একটি দশক উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন এই দুটির কোনটিতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি,-স্বীকৃতি পাওয়া তো অনেক দূরের কথা। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি চিত্তরঞ্জনের নামের উল্লেখ নেই বললেই চলে। এমনকি কোন পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচিত কবিতাবলীর মধ্যেও তাঁর কবিতা অনুপস্থিত। তিনি একজন ব।লোক ব্যারিস্টার ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে কাব্যচর্চা করা অনধিকার, অথবা নিছক বিলাসিতা ছিল-এরকম একটা ধারণা অতীতে রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে বেশ ভালোভাবেই প্রচলিত ছিল। এমনকি ' নামক পত্রিকায় তো একবার তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে, খুব সম্ভবতঃ সত্যেংদ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন-

চিত্তরঞ্জনের এই নতুন কাব্যগ্রন্থখানি নয়নরঞ্জন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা পাঠকদের হৃদয়রঞ্জন হইবে কিনা সন্দেহ।

শোনা যায় যে, এই বিরূপ সমালোচনাটি তখন কবি চিত্তরঞ্জনকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলা চলে যে, চিত্তরঞ্জন আদতে একজন খাঁটি কবিই ছিলেন। কারণ, কবিতার অর্থ যদি-

The yearning for the mystery of love that lives not in the flesh.

-হয় অথবা-

The inter weaving of the influences of Nature into the passions and emotions of the human breast.

-হয়, তাহলে চিত্তরঞ্জনকে কবি বলতে কোন বাধা থাকে না। অন্যদিকে তাঁর জীবনীকারেরা জানিয়েছিলেন যে-ব্রাউনিং, কিটস, শেলি ও সুইনবার্ণের কবিতা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তবে ইংরেজি কাব্যপ্রীতি কিন্তু তাঁর বাঙালি কবি-মনকে কখনোই প্রভাবিত করতে পারেনি। বস্তুতঃ বাংলার মাটি, বাংলার প্রাণ ও বাংলার গীতি-কবিতার ঐতিহ্য থেকেই তিনি নিগূ। কাব্যরস আহরণ করেছিলেন, যা তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মংদাকিনীর নির্মল ধারায় তাঁর কাব্য-মালঞ্চের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার-পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়, তাঁর ' and Times of C.R. Das' নামক গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন-

Chittaranjan was born an heir to the rich legacy of the emotional poetry of an earlier age and was temperamentally fitted to enjoy his spiritual heritage.

-বলে যে মন্তব্যটি করেছিলেন, সেটিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবেই গ্রহণযোগ্য। আর এসব থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, বাংলার যা চিরন্তন প্রাণধারা অতীত থেকেই বহমান রয়েছে, সেটার সঙ্গে অখণ্ডভাবে তাঁর নিজের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট প্রাণধারা মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েই ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন একসময়ে কবি চিত্তরঞ্জন হয়ে ফুটে উঠেছিলেন। তবে তকালীন বাংলার কাব্য-জগতে তাঁর কবিতায় নতুনের সুর ছিল কিনা-একথা বলা সম্ভব না হলেও, এগুলির মধ্যে যে প্রাণের স্পর্শ ছিল, অনুভূতির তীব্রতা ছিল, অভিজ্ঞতার গাঢ়তা ছিল, এবং অধ্যাত্মচেতনার ছাপ ছিল,-একথা বলতে কোন বাধা নেই। বস্তুতঃ চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-সাধনা ও দেশচর্যা যে তখন একই সুতোয় গাঁথা ছিল--একথা বুঝতে পারলেই তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ও ভাব, বক্তব্য ও প্রেরণা সহজেই উপলব্ধি করতে পারা সম্ভব। এছাড়া তাঁর সব কর্মপ্রয়াসের উৎস অনুসন্ধানে, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে, তাঁর কবিতার আলোচনাকে তাঁর অতীতের জীবনীকারেরাও অপরিহার্য বলেই মনে করেছিলেন বলেও লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, চিত্তরঞ্জন মুখ্যতঃ একজন উকৃষ্ট গীতিকবি ছিলেন। অতীত থেকেই বাংলার গীতি-কবিতার মধ্যে বাঙালি জীবন-ধর্মের অনেকটাই অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। আর তাই চিত্তরঞ্জনের জীবন-ধর্মের সহজ প্রবণতাও তাঁকে গীতি-কবিতার প্রতিই আকৃষ্ট করেছিল।

সুতরাং, তাঁর কবি-মানস তথা কাব্যচেতনা যে নিঃসন্দেহে তখন এই ঐতিহ্যের দ্বারাই সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়েছিল-একথা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে আবার তাঁর কন্যা অপর্ণা দেবী, নিজের ' চিত্তরঞ্জন' নাম গ্রন্থে-

কবি যদি তিনি হয়ে থাকেন, তবে তিনি ছিলেন বাংলার কবি, বাঙালীর নিজস্ব কবি। বাংলার প্রাণস্পন্দনের অনুভূতি শুধু তাঁর কাব্যেই নয়, সাহিত্য-সাধনায়ও তা জেগে উঠেছিল।

তাছাড়া জাগ্রত পৃথিবী, আর স্বপ্নের পৃথিবী, বাস্তব ও আদর্শ-এসব যদি বাংলার গীতি-কবিতার যথার্থ প্রকৃতি হয়, তাহলে চিত্তরঞ্জনকে নিঃসন্দেহে একজন উকৃষ্ট গীতিকবি বলা যেতে পারে। আর সমালোচকদের মতে, তাঁর রচিত কবিতার ' intensity' একথারই অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। তবে পরবর্তীসময়ে কালক্রমে তিনি যখন বৈষ্ণব কবিতার ভাবরস ও মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁর কবিতায় ভক্তির অনাবিল সুর ঝঙ্কৃত হতে শুরু করেছিল, যা একদিন তাঁর আত্মনিবেদনে শেষপর্যন্ত সার্থকতা লাভ করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এখানে যে কথাটা মনে রাখতে হবে, সেটা হল যে, চিত্তরঞ্জনের রচনার পরিমাণ সামান্যই তিনি মাত্র পাঁচটি স্বল্পায়তনের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও কাব্যরসিক পাঠক-পাঠিকারা আজও এগুলির মধ্যে তাঁর কবি-মন ও কবি-কর্মের ক্রমবিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করতে পারেন।

এই পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছিল। এসময়েই তিনি একজন কবি ও ব্যবহারজীবরূপে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সময়ে তাঁর বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। অর্থাৎ-এসময়ে তিনি একজন নবীন যুবক ছিলেন, এবং তাঁর বিবাহ হতে তখনো একবছর দেরি ছিল। কিন্তু তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন এর প্রায় আট-দশ বছর আগে থেকেই। এমনকি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলেতে যাওয়ার সময়ে জাহাজেই তিনি অনেকগুলি কবিতা রচনা করে সেযুগের বিখ্যাত ' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতিকে (যিনি আবার পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ছিলেন) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীসময়ে নিজের এই কবিতাগুলিই একত্রিত করে তিনি বাণীর চরণে তাঁর প্রথম অর্ঘ্যটি ' নাম দিয়ে নিবেদন করেছিলেন। এসময় সমাজপতির সাহিত্য প্রেস থেকেই এই বইটি তিনি নিজের ব্যয়ে মুদ্রিত করে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।

আর কবিতা যে আসলে জীবনের অনুভূতি ছাড়া অন্য কিছুই নয়--একথা চিত্তরঞ্জন ভালো করে বুঝতেন বলেই তাঁর মালঞ্চের কবিতাগুলির মধ্যে এই অনুভূতির প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তিনি নিজের জীবনের একটা সময় সুখ-দুঃখ ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কাটিয়েছিলেন বলে তাঁর এই জীবনের প্রতিফলন এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে দেখা যায়। তবে অতীতের কোন কোন সমালোচক যেমন তাঁর এই কাব্যে রবীংদ্রনাথের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তেমনি আবার কারো মতে-

মালঞ্চে যৌবনের উদ্দামতা ও ঈশ্বরের প্রতি যথেষ্ট অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়।

যদিও যে কোন কবিরই প্রথম বয়সের কবিতায় এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু তবুও একইসাথে এই কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার মধ্যে সহানুভূতিরও নিদর্শন দেখা যায়। আসলে এই গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখনও চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি কিন্তু তাঁর হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনেক আশা ও কল্পনা সঞ্চিত ছিল বলে, এবং একইসঙ্গে বাস্তব জগতের রূ।তাও তিনি দেখেছিলেন বলে, এসব একত্রিত হয়ে তাঁর মধ্যে তখন মানসিক চাঞ্চল্য নিয়ে এসেছিল। মোটকথা হল যে, সমালোচকদের মতে-যৌবনের অস্থিরতা, যন্ত্রণা ও হতাশার কথা, হার্বাট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়তাবাদ, তকালীন ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণতা, স্নেহ-ভালবাসা ও প্রেমপ্রবণতা-এসবই হল এই কাব্যগ্রন্থের মূল বক্তব্য। আসলে ' কোন কাব্য-সঙ্গীত নয়, বরং এটা কাব্যের আধারে চিত্তরঞ্জনের জীবনেরই বাস্তব চিত্র।

চিত্তরঞ্জনের এই কাব্যগ্রন্থটি মোট তিপ্পান্নটি কবিতার সমষ্টি। সমালোচকের মতে, এর প্রতিটি কবিতার ভাষা সরল, রচনা সুন্দর, এবং ভাব মর্মস্পর্শী। এছাড়া এর কয়েকটি কবিতা যথার্থই রসোত্তীর্ণ ও সাধারণ পর্যায়ের অনেক উচ্চস্তরের। কিন্তু যে জন্য ' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খ্যাতি ও অখ্যাতি-এই দুই-ই অর্জন করেছিলেন, সেটা হল, এর অন্তর্গত নিরীশ্বরবাদমূলক কয়েকটি কবিতা এবং বিশেষভাবে ' শিরোনামের কবিতাটি। বিশেষতঃ এই কবিতাটির জন্যই তকালীন ব্রাহ্মসমাজের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় পুরুষ ভুবনমোহন দাশের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন তখন ব্রাহ্মসমাজে যারপরনাই ধিকৃত হয়েছিলেন ও প্রচুর দুর্নাম কিনেছিলেন। অতীতে এপ্রসঙ্গে তাঁর কন্যা অপর্ণা দেবী জানিয়েছিলেন-

বাবার বিয়ের সময়ে এই দুর্নামটা কলকাতার সমাজে বেশ ভালভাবেই রটে গিয়েছিল যে তিনি লম্পট ও মদ্যপ।

তবে যদিও এই কবিতাটি তখন তাঁর সামাজিক দুর্নামের কারণ হয়েছিল, কিন্তু তবুও একথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, এরমধ্যে তাঁর বেদনা-কাতর একটি সহৃদয় হৃদয়ের স্পর্শ দেখতে পাওয়া যায়। আর সেই স্পর্শ আজও অম্লান রয়েছে। তাই এই কবিতাটি নিয়ে সেযুগের নীতিবাগীশদের আদালত যে রায়ই দিক না কেন, চিত্তরঞ্জনের ' ও রবীংদ্রনাথের ' আসলে সমকালীন বাংলা কাব্যজগতেরই দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। তবে ' কবিতাটির রচনাকাল এর কিছু পূর্ববর্তী। আর এই জাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে রুচির প্রশ্নকে সমালোচকরা নিরর্থক বলেই মনে করে থাকেন, আসলে কবি এতে তাঁর হৃদয়ের সহানুভূতি কতটা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন-এটাই হল মূল বিবেচ্য বিষয়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে পতিতাদের জীবন তখন সবেমাত্র স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং রবীঃদ্রনাথের ' পরে চিত্তরঞ্জনের ' এই জাতীয় দ্বিতীয় কবিতা ছিল। তাই আবেদনে ও অনুভূতিতে এই দুটিই সমমূল্যের কবিতা বলে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে এছাড়া এই দু'য়েরই ছন্দদ ও ভাবমাধুর্য মর্মস্পর্শী বলেই লক্ষ্য করা যায়।

তবে অতীতের সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ চিত্তরঞ্জনের ' কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের কথা উল্লেখ করলেও, চিত্তরঞ্জন নিজে কিন্তু অবশ্য তাঁর কবিতায় এ জাতীয় প্রভাবের কথা কখনো স্বীকার করেননি। বরং তিনি অনেক সময়েই তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কবি-কর্মের মধ্যে যদি কারো প্রতিফলন থাকে, তা হল সুইনবার্ণের। এছাড়া তিনি অনেকবার নিজের মুখেই বলেছিলেন যে, ' সুইনবার্ণের শিষ্য'। আর চিত্তরঞ্জন যখন বাংলার কাব্য-সংসারে প্রবেশ করেছিলেন, সুইনবার্ণ তখনও জীবিত ছিলেন। সমালোচকদের মতে, ভিক্টরীয় যুগের এই কবির সাবলীলতা ও ' individualism' তাঁর কবিতার মধ্যে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ' তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যরূপী ইতিহাস ছিল বলে এসময়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নবযুগ-জীবনধর্ম বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে উঠেছিল আসলে তখনো পর্যন্ত তিনি গভীর রসানুভূতির তীর্থলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তবে একথা সত্যি যে, মানুষকে ভালবাসবার প্রথম সুরটা তাঁর মালঞ্চে বেশ ভালভাবেই বেজে উঠেছিল। তাই এই প্রথম কাব্যগ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের কবি-খ্যাতি একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সমকালীন আরেক কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তখন মালঞ্চের খুব প্রশংসা করেছিলেন বলে জানা যায়। আর পরবর্তীসময়ে তাঁরই উদ্যোগে ১৯১২ সালে চিত্তরঞ্জনের এই গ্রন্থের একটি নতুন সংস্করণ দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই ভূমিকায় তিনি চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভাকে অসামান্য বলেই উল্লেখ করেছিলেন। (ক্রমশ)

২০২৫ সালটি ভারতীয় ক্রীড়ায় ক্রান্তিকাল

রাহুল বোস ঃ ২০২৫ সালটি ভারতীয় ক্রীড়ায় ক্রান্তিকাল। এই সময়টির সংজ্ঞা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক আঙিনায় জিতে আনা (যদিও মনোভাব অটুট রাখতে ও জোরদার করতে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ) পদকের সংখ্যা দিয়ে স্থির করা সম্ভব নয়। খেলাধুলোর প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টিভঙ্গীকে সুনির্দিষ্ট প্রণালীর মাধ্যমে অধিকতর ইতিবাচক করে তোলার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নীতিগত সংস্কার এবং পরিকাঠামো প্রসারের কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে এবং তা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এমন একটি ভিত্তির নির্মাণের লক্ষ্যে, যা ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিভার ক্রমবিকাশে সহায়ক। এই বছর সরকার জাতীয় ক্রীড়া নীতি ২০২৫ অনুমোদন করেছে। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ধারাবাহিক সাফল্যের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রণীত হয়েছে এই নীতি (ইতিমধ্যেই ভারত ২০৩০ -এ কমওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে এবং ২০৩৬ -এর অলিম্পিকের আয়োজক দেশ হয়ে ওঠার জন্য জোরদার প্রচেষ্টায় সামিল)। এরপর জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন আইন ২০২৫ কার্যকর হওয়া প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্র কিভাবে চালিত হওয়া উচিত তার স্পষ্ট দিশা নির্দেশ রয়েছে ওই আইনে সেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের খেয়াল খুশি নয়, স্বচ্ছতা এবং সুনির্দিষ্ট রূপায়ণ কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। আইনটি পড়লেই বোঝা যায় যে এখানে অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রয়েছেন অ্যাথলেটরাই। নির্বাচন প্রক্রিয়া, অর্থ সংস্থান, অভিযোগের নিষ্পত্তি - সবক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বিধি, মাপকাঠি এবং সময়সীমা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনটির লক্ষ্য, আচমকা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দূর করে ক্রীড়াবিদদের মধ্যে আস্থার মনোভাব বৃদ্ধি করা। ছোট শহর বা দুর্গম এলাকায় থাকা খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। আমার কাছে যা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় তা হল এই প্রথম সংশ্লিষ্ট আইনটির আওতায় বিপন্মুক্ত ক্রীড়া নীতি গ্রহণ ক্রীড়া সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক - যার সুবাদে মহিলা, অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং অন্য নানা দিক থেকে অসুবিধার সম্মুখীনদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী একটি ন্যায়গত বিধির কথাও বলা হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পর্ষদের মাধ্যমে নিরপেক্ষ নজরদারি ও দেখভাল এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রীড়া ট্রাইব্যুনাল সুস্থিতি ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্রীড়াবিদ এবং মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক হওয়ায় বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকবে। সব মিলিয়ে যেটা বলা যায় তা হল, এইসব পরিবর্তন আন্তর্জাতিক আঙিনায় ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যায্য ও নির্ভরযোগ্য একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলবে অবশ্যই। প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্রীড়াবিদদের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী। প্রায়শই তিনি নিজের বাসভবনে খেলোয়াড়দের ডেকে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন - যা নিছক আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ থাকে না। এই সব কথোপকথন থেকে খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম এবং সাফল্যের আখ্যানের ছবি ফুটে ওঠে সু ন্দরভাবে। খেলাধুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের কর্মকাণ্ডের দিকে উসাহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকি আমি। এই মাসেই জোশনা চিনাপ্পা, অভয় সিং এবং অনাহত সিং একযোগে ইতিহাস গড়েছেন - হংকং-কে ৩-০ -য় হারিয়ে ভারত প্রথমবার জিতে নিয়েছে স্কোয়াশ বিশ্বকাপ। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের এই সাফল্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন মেয়েরা। ২০২৫-এর নভেম্বরে ভারত কন্যাদের ক্রিকেট দল আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছে। দৃষ্টি বঞ্চিত ভারত কন্যাদের ক্রিকেট দল জিতেছেন তাঁদের প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ। বিশ্ব বক্সিং কাপ ফাইনাল ২০২৫-এ প্রথমবার অংশ নিয়েই ভারত ৯ টি স্বর্ণ পদক জিতেছে। এশিয়ান যুব গেমস ২০২৫-এ ভারতের সাফল্য এযাব সবচেয়ে বেশি। দক্ষিণ কোরিয়াকে ফাইনালে ৪-১ গোলে হারিয়ে ভারতের ছেলেরা বিহারের রাজগিরে এশিয়া কাপ ২০২৫-এ সেরার শিরোপা জিতেছেন। ৮ বছর অপেক্ষার পর এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ১৮ বছরের শীতল দেবী প্যারা-তিরন্দাজিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এফআইডিই মহিলা বিশ্বকাপে প্রথম ভারতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দিব্যা দেশমুখ। এদেশেরই দাবাড়ু কোনেরু হাম্পিকে হারিয়ে তিনি এই শিরোপা জিতে নিয়েছেন। ২০২৫-এ ভারতীয় ক্রীড়া জগতের সাফল্যের মধ্যে এক ধরণের বিকেংদ্রীকরণ রয়েছে - যা খুবই ইতিবাচক। সাফল্য অর্জিত হয়েছে দেশের নানা প্রান্তে, নানা পরিসরে। সম্প্রতি ছেলেদের এফআইএইচ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ হয়ে গেল তামিলনাড়ুতে। গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব বক্সিং কাপ ফাইনাল। আমেদাবাদে নব নির্মিত বিশ্বমানের বীর সাভারকার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বসেছিল ১১ তম এশিয়ান অ্যাকোয়াটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। বিহারের রাজগিরে আয়োজিত হয়েছে এশিয়া রাগবি এমিরেটস ইউ২০ সেভেন্স। তুমুল প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিয়েছেন ভারতের মেয়েরা। এশিয়া রাগবি -র প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এশিয়া জুড়েই রাগবির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বিহারে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন তারই প্রমাণ দেয়। রাগবির জনপ্রিয়তা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভারতের ক্রীড়া বিপ্লবেরই প্রতিফলন। ২০২৫-এর জুনে প্রথম রাগবি প্রিমিয়াম লিগের আয়োজন হয় মুম্বইয়ে। এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক রাগবি ৭ লিগসের মধ্যে পড়ে। শহরভিত্তিক ৬ টি দলে ছিলেন (চেন্নাই বুলস, হায়দ্রাবাদ হিরোজ, মুম্বই ড্রিমার্স ইত্যাদি) স্থানীয় নামজাদা খেলোয়াড়দের পাশাপাশি নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি এবং অস্ট্রেলিয়ার ৩০ জন রাগবি স্টার। এই দেশগুলি রাগবির ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম সারির। ১৫ জুন লীগের প্রথম ম্যাচে মুম্বইয়ের আন্ধেরি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ছিল উসাহী দর্শকের ভিড়। তার সরাসরি সম্প্রচার হয় টেলিভিশন এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এই সাড়ম্বর সূচনা এতটাই উদ্ভাবনাত্মক ছিল যে, নতুন প্রজন্মের উসাহীদের পাশাপাশি স্পনসর এবং সম্প্রচার সংস্থাগুলিও খেলা হিসেবে ভারতে রাগবির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। ঠিক একমাস পরে মহাদেশীয় রাগবি প্রতিযোগিতার আয়োজন হয় রাজগীরে। খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় শহর থেকে শহরান্তরে বিভিন্ন ধরণের খেলার ফ্র্যাঞ্চাইজি - ভিত্তিক লীগ প্রতিযোগিতা আয়োজনে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মেয়েদের এএসএমআইটিএ (অস্মিতা) রাগবি লীগ দেশের বিভিন্ন শহরে এই খেলার প্রতি ভারত কন্যাদের আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের আগ্রহও বাড়ছে। সম্প্রচার সংস্থাগুলি ওটিটির স্বত্ব গ্রহণ করছে এবং স্পনসররা ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে আরও বেশি করে। এই বছর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে সহায়তা দান প্রণালীতে আমূল পরিবর্তন করেছে। সুনির্দিষ্ট শর্ত রাখা হয়েছে স্পষ্টভাবে। যেমন, যেসব ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক বাজেট ১০ কোটি টাকার বেশি তাদের পূর্ণ সময়ের হাই-পারফরমেন্স ডিরেক্টর (এইচপিডি) নিয়োগ করতেই হবে প্রক্রিয়াগত নানা কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য। প্রতিটি ক্রীড়া সংস্থাকে বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ রাখতে হবে তৃণমূল স্তরে উন্নয়নের জন্য (ছোটদের প্রশিক্ষণ)। বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ রাখতে হবে প্রশিক্ষক এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য। আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে এমন অ্যাথলেটদের মাসে পুষ্টিকর খাবার দাবারের জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, সান ডেজ অন সাইকেল -এর মাধ্যমে ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন (আমি অংশ নিয়েছি ২ বার) কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রীর সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের সুবাদে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে একটি আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। ভারতীয়দের মধ্যে শারীরিক সচেতনতার বোধ আরও জোরদার করায় তা অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলবৎ খেলাধুলো এবং ফিটনেস সামাজিক জীবনযাপনের অঙ্গ হওয়া উচিত। তবেই স্থায়ী এবং ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। ক্রীড়া ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানব পরিমণ্ডল গড়ে তুলতেই হবে। আন্তর্জাতিক আঙিনায় স্বর্ণ পদক জয় দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের সামনে আলোকবর্তিকা অবশ্যই কিন্তু সর্বাত্মক ক্রীড়া সংস্কৃতি খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা দেশের দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সংক্ষেপে-- জাতীয় ক্রীড়া নীতির ৫ টি স্তম্ভ খেলাধুলোর প্রতিটি শাখার সামনে দেশ গঠনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সাফল্যই শেষ কথা নয়। সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভাব এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগের বিষয়টিও এসে পড়ে এখানে।- জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন আইন নিয়ন্ত্রণমূলক কাজকর্মকে আরও যুক্তিযুক্ত ও দক্ষ করেছে।- জনমুখী নেতৃত্বের ভূমিকা আরও জোরদার করেছে।- জাতীয় থেকে প্রাদেশিক স্তর পর্যন্ত খেলোয়াড়দের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এমন বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যাতে ক্রীড়া সংস্থাগুলি এবং স্পনসররা বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।- খেলাধুলোর সময়ে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা এবং বয়স সংক্রান্ত জালিয়াতি রোধ, বিশেষত রাগবির মতো খেলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।- কমনওয়েলথ গেমস ২০৩০ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী দেশ হয়ে ওঠায় ভারতীয় ক্রীড়াবিদ, স্পনসর এবং দর্শকরা বিশ্বমানের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করতে পারছেন আরও বেশি করে। আগামী দশকে ক্রীড়া শক্তি হিসেবে বিশ্ব তালিকায় দশের মধ্যে ভারতকে দেখতে চায় সরকার। প্রয়োজনীয় ভিত্তি গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। ধারাবাহিকতা, শৃঙ্খলা এবং সাধারণ মানুষের উসাহ ধরে রাখতেই হবে। ভারতীয় ক্রীড়া জগ ও জনসমাজের কাছে বড় সুযোগ এসেছে এখন। এগিয়ে চলা যাক! (লেখক রাগবি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রাক্তন রাগবি খেলোয়াড়।)

সংখ্যালঘু বিজেপি নেতা! গ্রামেই হামলার শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ জানুয়ারিঃ ময়নায় সংখ্যালঘু বুথ সভাপতিকে মারধর! বিজেপি করার অপরাধে জায়গা দখল করে অবৈধভাবে গৃহ নির্মাণ। প্রতিবাদ করতে গেলে মারধরের অভিযোগ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সভাপতির ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্তের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না ব্লকের তিল খোজা গ্রামের বাসিন্দা মোস্তফা হোসেনকে গত শুক্রবার সকালে মসজিদে যাওয়ার সময় ময়না পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সভাপতি শেখ শাহজাহান আলির ছেলে ফায়েজ আলি মারধোর করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ফায়েজের ঘাড়ে পিঠে পায়ে বাটাম দিয়ে মারা হয়েছে। মোস্তফা হোসেন ৩৯ বুথের বিজেপির বুথ সভাপতি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিজেপি নেতা বলে পরিচিত। বিজেপি করার অপরাধে তাঁকে মসজিদে ঢুকতে দেওয়া বাধা-সহ সমস্ত রকম ভাবে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয় তাকে বলেও অভিযোগ। তাঁকে মারধর করার ফলে তিনি মসজিদের কাছে অজ্ঞান হয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে ময়না হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই নিয়ে ময়না থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তিনি বিজেপি করেন বলে তার জায়গায়জোর করে ঘর করা হয়। সেই নিয়ে তিনি জেলা আদালত ও হাইকোর্টে মামলা করেন হাইকোর্টে অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলাটি রয়েছে। আদালত গত ১১ ডিসেম্বর পুলিশকে মোস্তফার নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি অবৈধ গৃহ নির্মাণের জন্যে শাজাহান আলিদের ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু তারপরেই তিনি আক্রান্ত হন। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি এমনই অভিযোগ করেন। মারধরের ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন শাহজাহানের ছেলে ফায়েজের দাদা হাফেজ। তিনি বলেন, ''মোস্তফা ফায়েজকে আক্রমণ করে মারধর করে জামা ছিঁড়ে দেয়। উনি নিজেই একজন অপরাধী।৪' ঘটনা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা। ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা বলেন, ''এটা জমি সংক্রান্ত বিষয়। হাইকোর্টের নির্দেশ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছিল। দাদাগিরি দেখানোই ওদের কাজ। খুব বাজেভাবে কাল আঘাত করা হয়েছে।'' অন্যদিকে, অভিযুক্তের দাদা হাফেজ আলি বলেন, ''আমার ভাই বাজার করতে যাচ্ছিল। রাস্তায় মোস্তাফা আমাদের বাবা-মা তুলে গালি দেয়। লাঠি নিয়ে ওরাই হামলা করে। জামা ছিড়ে দিয়েছে। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ভাই, তাতে ধাক্কায় মোস্তাফা হোসেন পড়ে যায়। এখন বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছে।''

তৃণমূল নয়, ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে বেকায়দায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিবাড়ি, ৪ জানুয়ারিঃ সেই শিক্ষা দুর্নীতি থেকে শুরু। দুর্নীতির অভিযোগ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না মেখলিগঞ্জ বিধানসভাকে। তৃণমূল নয়, এবার দুর্নীতির ছিটে লেগে গেল বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে। মাত্র ১ কিলোমিটার মোরামের রাস্তা (মেরামতে) এবার সেখানেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। ভোটের আগে তাতেই অস্বস্তি বাড়ছে পদ্ম শিবিরের অন্দরে। আর এই ইস্যুতে তৃণমূল-বিজেপি দুই যুযুধান দলকেই খোঁচা মেরে বামেদের মন্তব্য দুটোই সমান। মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি বিজেপির। তবুও কিছুতেই বিতর্ক থামছে না। রাজ্যজুড়ে ওঠা বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যুতে যখন লাগাতার তৃণমূলকে বিঁধছে বিজেপি তখন যেন উলটপুরাণ হলদিবাড়িতে। বিজেপির হাতে রয়েছে ১৪ আসনের পার মেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূল উভয়েই ৭টি করে আসন পায়। পরে টস জিতে বিজেপি বোর্ড গড়ে। অভিযোগ পার মেখলিগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের ১১৭২ নং বুথে আমাদের গ্রামে সমাধান প্রকল্পে প্রায় এক কিলোমিটার মোরামের রাস্তা মেরামতের জন্য প্রায় দু লাখ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ ঠিকাদার মাত্র ৫টি মোরাম ফেলে মেরামতের কাজে ইতি টেনেছেন। আর এতেই বেজায় চটেছেন তাঁরা। তুলেছেন দুর্নীতির অভিযোগ। ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দা কল্যাণ রায়, বিধান রায়েরা। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছে তৃণমূল। বিজেপির তুলোধনা করছেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মানস রায় বসুনিয়া। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপিও। তারপরেও যদিও খতিয়ে দেখার কথা বলছেন, বিজেপির হলদিবাড়ি মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ রায়, পঞ্চায়েতের প্রধান রমানাথ বর্মনরা। এ বিষয়ে হলদিবাড়ির বিডিও রেঞ্জি লামু শেরপার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি শুধু জানান বিষয়টি তার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

মোদিকে সমর্থন না করলে তৃণমূল নেতাকে সপরিবারে খুনের হুমকি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দারমণি, ৪ জানুয়ারিঃ নম্বরটা অচেনা। কোনও এক আন্তর্জাতিক ফোন নম্বর। সেই নম্বর থেকেই একটা ফোন ঢুকল তৃণমূল নেতার ফোনে। হ্যালো বলতেই হাড়হিম হয়ে গেল গা হাত-পা। ওপার থেকে একজন সোজা হুমকির সুরে জানালেন, মোদিকে সমর্থন করতে হবে। নচেৎ সপরিবারে খুন। তারপরই তড়িঘড়ি মন্দারমণি কোস্টাল থানায় ছুটলেন ওই তৃণমূল নেতা। তবে ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির প্রতিক্রিয়া এখনও অবধি মেলেনি। অভিযোগকারী শেখ জাকির হোসেন ওই অঞ্চলের ৬ নম্বর বুথ তৃণমূলের সভাপতি এবং এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। জানা গিয়েছে, গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে একটি আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে জাকির হোসেনের কাছেফোন আসে। তাঁর অভিযোগ, ফোনে তাঁকে সাফ জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অর্থাৎ বিজেপিকে সমর্থন না করলে তাঁর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন ওই নেতা। জাকিরের বক্তব্য, ''আমি সক্রিয়ভাবে তৃণমূল করি। এলাকায় দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাই। তাই আমার মনোবল ভাঙতেই বিজেপি পরিকল্পিতভাবে এই চক্রান্ত করছে। নেপথ্যে ওদেরই হাত রয়েছে বলে আমি নিশ্চিত।'' এই ঘটনার পর ১ জানুয়ারি মন্দারমণি কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

UPARKAHAN GRAM PANCHAYAT
Vill+Post-Chapaitard P.S-Joypur
Dist-Purulia (W.B)

NOTICE INVITING TENDER

Tender are invited by the Undersigned from reputed and resourceful contractors for **NIT.NO-07/UKGP/2025-26 AND NIT.NO-08/UKGP/2025-26** 1. Date of application and sale of Tender Form- On any working day from **02/01/2026 to19/01/20226(from 11AM to 3PM).** 2 Last date of dropping of Sealed Tender Form-On any working day from **02/01/2026 to 19/01/2026 (from 11AM to 4PM).** 3. Date of opening of sealed Tender Paper-**20/01/2026 at 1pm** at GP Meeting Hall. For more details contact with the undersigned in office hours

Sd/- **Pradhan**
Uparkahan Gram Panchayat

মৌসমের দলবদলের পিছনে আসলে ছিলেন ইনি? বড় দাবি করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৪ জানুয়ারিঃ সদ্যই মালদহে জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন মৌসম নূর। কিন্তু সেই সব পাঠ চুকিয়ে আবারও দলবদল করে ফিরেছেন কংগ্রেসে। কিন্তু কেন এই বদল? মৌসম গতকালই জানিয়েছিলেন পুরো পরিবার একসঙ্গে মিলে লড়াই করবেন সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। তবে তৃণমূল বলছে অন্য কথা। মৌসমকে কংগ্রেসে নিয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিস্ফোরক দাবি করলেন মালদা জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু। তাঁর আরও দাবি, শুভেন্দু অধিকারীই মৌসমকে তৃণমূলে আনেন। কংগ্রেসের ভরাডুবি দেখে তৃণমূলকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সুবিধা নেন। তৃণমূল তাঁকে জেলা সভাপতি করে, রাজ্যসভার সাংসদ করে। কিন্তু এখন আবার শুভেন্দু অধিকারীর কথাতেই তিনি কংগ্রেসেযোগদান করেছেন। বস্তুত, এই আশীস কুণ্ডু এক সময় শুভেন্দু অধিকারী ও মৌসম নূর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। আশীস বলেন, ''সারা বাংলার মানুষ উত্তাল হয়ে আছে তার ভোটারধিকার থাকবে কি থাকবে না। তবে এই নিয়ে একটা কথাও মৌসমের মুখ থেকে শোনা যায়নি। তাঁর রাজ্যসভার টার্ম যেই শেষ হতে যাচ্ছে অমনি আর একটা দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। আবার পিছনের দরজা দিয়ে হয়ত সোনিয়াদিকে ভুল বুঝিয়ে সাংসদ হবেন। আগে এই শুভেন্দুর হাত ধরে রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন মৌসম। সেইদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভুল বুঝিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হলেন আর সুবিধা নিতেন। এরা সুবিধাবাদী।'' তবে মৌসম নূরের কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে যে তৃণমূল যে আতঙ্কিত, তা স্পষ্ট। এই নিয়ে এখনও কোন তৃণমূল নেতা মৌসমের বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। তৃণমূল ছেড়ে মৌসম চলে যাওয়ায় জেলা তৃণমূল অনেকটাই ফিকে। দলে যাঁরা মৌসমের অনুগামী, তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলে সামিল হয়ে গোপনে কংগ্রেসকেই সাহায্য করবে কি না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, এই নিয়ে তৃণমূলের বৈঠকও হয়েছে। নিজের নিজের গোষ্ঠীর লোকজন নিয়েও আলাদা আলাদা গোপন বৈঠক হচ্ছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের দাবি, পুলিশ দিয়ে ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে ভোট লুঠ করেছিল তৃণমূল, তা দেখেই আতঙ্কিত হয়ে মৌসম তৃণমূলে যোগ দেয়। ভেবেছিল কংগ্রেসে থাকলে লোকসভায় জিততে পারবে না। প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি মোস্তাক আলম বলেন, ''লুঠ আর অত্যাচার ছাড়া তৃণমূলের আর কিছু নেই। এটা মানুষ বুঝেছে। অনেকদিন হয়েছে। এবার তৃণমূল জবাব পাবে।'' এদিকে মালদহ জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ''শুভেন্দু অধিকারী হোক বা বিজেপি, তৃণমূল নেতারাই বলছেন তাঁদের এত ক্ষমতা যে তারা কংগ্রেস, তৃণমূল সব দলকেই নিয়ন্ত্রণ করছে। যাঁকে খুশি এই দল ছেড়ে অন্য দলে নিয়ে যেতে পারে নেতাদের দাবার গুটির মতো। তাহলে তো ভারতের জনতা পার্টির জয়। আসলে ওরা ভয় পেয়েছে।'' গনি খান চৌধুরীর পরিবারের এই সদস্যের দলবদল ঘিরে যখন রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা, তখন স্বাভাবিকভাবেই সামনে এসেছে তাঁর পড়াশোনা, পেশাগত জীবন ও আর্থিক অবস্থার খুঁটিনাটি।

মালদহের সুপরিচিত নূর পরিবারের মেয়ে মৌসম। মা রুবি নূরের মৃত্যুর পরই রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি। মায়ের বিধানসভা কেন্দ্র সুজাপুর থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর নির্বাচনী যাত্রা। পরে ২০০৯ থেকে ২০১৪, টানা পাঁচ বছর মালদহ উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন। পড়াশোনার দিক থেকে এই নেত্রী বরাবরই পরিচিত মুখ। স্কুলশিক্ষা লা মার্টিনিয়ার, কলকাতায়। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রি। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, ২০০৫ সালে হাজরা ল কলেজ থেকে এলএলবি পাশ করেন তিনি। কর্মজীবনের শুরুতে ফক্স অ্যান্ড মণ্ডল নামে একটি আইনি সংস্থায় কাজও করেন। রাজনীতিতে নামার আগে প্রায় দু'বছর সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করেছেন। তাঁর স্বামী মির্জা কায়েশ বেগ এখনও সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাক্টিস করেন। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ার সময় জমা দেওয়া হলফনামায় মৌসম নিজের আয়ের বিস্তারিত হিসেব দেন। নথি বলছে, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৬৫ টাকা। ২০১৪-১৫ সালে তা সামান্য কমে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ১১ হাজার ৭৯০ টাকা। ২০১৫-১৬ সালে আয় আরও কমে হয় ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ১১০ টাকা। ২০১৬-১৭ সালে আয় ছিল ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৭২০ টাকা এবং ২০১৭-১৮ সালে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৮০ টাকা। ২০১৯ সালে তাঁর হাতে নগদ ছিল ৯০ হাজার ৪৫০ টাকা। তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ছিল যথাক্রমে ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ২৫৭ টাকা, ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮২৯ টাকা এবং ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৩৮ টাকা। পাশাপাশি ২ লক্ষ টাকা, সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা ও ৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকার বিনিয়োগের উল্লেখও মেলে সেখানে। মোট তিনটি এলআইসি বিমা রয়েছে তাঁর। সম্পত্তির তালিকাও খুব ছোট নয়। গ্যারাজে রয়েছে একটি অ্যাম্বাসাডর, একটি মারুতি ও একটি মাহিন্দ্রা স্করপিও। এসবিআই থেকে গাড়ি কেনার জন্য লোন নেওয়ার কথা তিনি হলফনামায় উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর কাছে থাকা সোনার পরিমাণ ৮০ গ্রাম, যার মূল্য ২০১৯ সালে ছিল প্রায় ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা। সব মিলিয়ে তাঁর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫২ লক্ষ ৯১ হাজার ১৩৬ টাকা। মালদহ স্টেশন রোডে রয়েছে তাঁর কমার্শিয়াল বিল্ডিং 'নূর ম্যানসন' প্রায় ১০ হাজার বর্গফুট জুড়ে। সাহজালালপুরে রয়েছে প্রায় ৬ হাজার বর্গফুটের আবাসন। ২০১৯ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন মৌসম। ২০২০ সালে রাজ্যসভার সাংসদ হন। তৃণমূলে থাকাকালীন মালদহ জেলা তৃণমূলের সভানেত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। সাত বছরের মাথায়, রাজ্যসভা মেয়াদ শেষের চার মাস আগেই আবার কংগ্রেসে ফেরা, এই সিদ্ধান্ত যে বাংলার ভোট রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করছে, তা বলাই বাহুল্য।

পিকনিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় যাত্রীবোঝাই বাস!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারিঃ ফের ইসলামপুরে ডিভাইডারের কারণে দুর্ঘটনা ঘটল। এবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রী বোঝাই একটি বাস। পিকনিক করতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। শনিবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ থেকে প্রায় ৩৫ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি কোচবিহার জেলার রসিকবিলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। পথে ইসলামপুর চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় আচমকাই ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ধাক্কার তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যেই বাসটির একাধিক চাকা খুলে যায় এবং তেলের ট্যাঙ্ক ফেটে চারদিকে তেল ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বাসে থাকা যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধা যাত্রী আহত হন। তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

बैंक ऑफ़ इंडिया **Bank of India BOI**

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, এমডিআই বিল্ডিং, ১ম তল, ২৮, এস.ভি. রোড, আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বই-৪০০০৫৮, ইমেলঃ Asset.MNZ@bankof india.bank.in

সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তি

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম/খেলাপি ঋণগ্রহীতা কোম্পানির মনোনীত অংশীদার	ঠিকানা
১.	মেসার্স চন্দ্রা প্রোটেক্টো লিমিটেড (বিজ্ঞপ্তি প্রাপক নং. ১)	**ঠিকানাঃ রেজিস্টার্ড অফিসঃ** ১৬৫, রবীন্দ্র সরণী, রুম নং.-৪০৫এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭ **কর্পোরেট অফিসঃ** রুম নং-৩৫, ২য় তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
২.	শ্রী মুকুল গুপ্তা (ডিরেক্টর / গ্যারান্টার)- (বিজ্ঞপ্তি প্রাপক নং. ২)	ঠিকানাঃ ৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১০০০২
৩.	শ্রীমতি অপর্না গুপ্তা (ডিরেক্টর / গ্যারান্টার)- (বিজ্ঞপ্তি প্রাপক নং. ৩)	ঠিকানাঃ ৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১০০০২
৪.	শ্রী জগদীশ কুমার কেশরওয়ানি (ডিরেক্টর / গ্যারান্টার)- (বিজ্ঞপ্তি প্রাপক নং. ৫)	ঠিকানাঃ ৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১০০০২
৫.	মেসার্স সারদা কনফিন প্রাইভেট লিঃ (ডিরেক্টর / গ্যারান্টার)- (বিজ্ঞপ্তি প্রাপক নং. ৭)	ঠিকানাঃ ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ২য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
৬.	মেসার্স দারুম সিকিউরিটিজ লিঃ (ডিরেক্টর / গ্যারান্টার)- (বিজ্ঞপ্তি প্রাপক নং. ৮)	ঠিকানাঃ ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ২য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
৭.	মেসার্স ভার্চুয়াস হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড (ডিরেক্টর / গ্যারান্টার)- (বিজ্ঞপ্তি প্রাপক নং. ৯)	ঠিকানাঃ মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক-ই, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
৮.	মেসার্স হরি ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (ডিরেক্টর / গ্যারান্টার)- (বিজ্ঞপ্তি প্রাপক নং. ১০)	ঠিকানাঃ ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ২য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মেসার্স চন্দ্র প্রোটেকো লিমিটেড-এর হিসাব সংক্রান্ত কিছু লেনদেন/বিষয় সম্পর্কে আপনাদের সকলের কাছে জবাব/প্রতিনিধিত্ব চাওয়ার জন্য রেফারেন্স নং- এআরএমবি/২০২৫-২৬/১৭৮, তারিখ ২০.০৮.২০২৫ মূলে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক আপনাদেরকে আপনাদের কোনো জবাব/প্রতিনিধিত্ব থাকলে তা জমা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল।

উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশটি ২২.০৮.২০২৫ তারিখে উপরে উল্লিখিত আপনাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় স্পিডপোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল, যা বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে।

আমরা আজ পর্যন্ত আপনার পক্ষ থেকে কোনো জবাব/প্রতিনিধিত্ব পাইনি। যদি আপনারা উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশটি না পেয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনাদেরকে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা, এমডিআই বিল্ডিং, ১ম তলা, ২৮, এসভিরোড, আন্ধেরি ওয়েস্ট, মুম্বাই ৪০০০০৫৮ ঠিকানায় অবস্থিত কার্যালয় থেকে উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের একটি অনুলিপি এবং ফরেনসিক অডিট রিপোর্টের একটি অনুলিপি সংগ্রহ করতে এবং এই নোটিশের ৭ দিনের মধ্যে আপনার কোনো জবাব থাকলে তা জমা দিতে অনুরোধ করছি। যদি আমরা আপনার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পাই, তবে ব্যাংক আর কোনো অপেক্ষা না করে প্রযোজ্য নির্দেশিকা/আইন অনুযায়ী তার প্রক্রিয়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না।

স্বাক্ষর/-
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, এআরএমবি

'লক্ষ্মীর ভান্ডার নেওয়ার টিএমসি-কে ভোট দিতে গেলে স্ত্রীদের ঘরে বন্দি করে রাখুন', স্বামীদের নিদান দিলেন বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দাসপুরঃ নির্বাচনের আগে বড় নিদান দিলেন বিজেপি নেতা। এলাকার পুরুষরা যাতে স্ত্রীদের ঘরে বন্দি করে রাখে সেই পরামর্শ তাঁর। তিনি বলেছেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাওয়ার পর যখন স্ত্রীরা তৃণমূলকে ভোট দিতে যাবেন, সেই সময় যেন স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীকে ঘরে বন্দি করে রাখেন। বিজেপি নেতার এই বক্তব্যের পরই তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে এলাকায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের কলাইকুন্ডু মাঠে 'বিজেপির সংকল্প জনসভা' হচ্ছিল। সেই মঞ্চ থেকেই এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কালীপদ সেনগুপ্ত। শনিবার কুলাইকুন্ডায় রয়েছে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প জনসভা। সেই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সভায় তার আসার আগে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এহেন বিতর্কিত মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা কালীপদ সেনগুপ্ত। কালীপদ বলেন, ''তৃণমূল মানে চোর সারা রাজ্যের মানুষ জেনে গেছে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, যাঁরা আমাদের কর্মীরা আছেন। তাঁরা তৃণমূলের চোখে চোখ রেখে দাসপুর বিধানসভায় জয়লাভ করবে। প্রার্থী আমাদের পদ্মফুল। ২৯৪টা বিধানসভা সিটে। লক্ষ্মীর ভান্ডার পাওয়া মহিলারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে যেমন ভোট দেবেন। তবে, এখনও লক্ষ্মীর ভান্ডার পাওয়া অনেক মা আছেন, যাঁরা তৃণমূলে ভোট দেবেন, সেই সব পরিবারের স্বামীদের বলছি ওই মায়েদের ঘরে বন্দি করে রেখে দেবেন। ভোট দিতে হবে পদ্মফুল, জোড়াফুলে নয়।'' উল্লেখ্য, মহিলা ভোট যে তৃণমূলের একটা বড় ভোট ব্যাঙ্ক তা স্বীকার করেন না এমন কেউ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' বিশাল জনপ্রিয় মহিলাদের মধ্যে। এই নিয়ে রাজনীতির কাটাছেড়া কম হয় না। তবে মহিলা ভোট হাতে পেতে এই লক্ষ্মীর ভান্ডার অনুকরণ কিন্তু বিজেপিও করেছে। মহারাষ্ট্রে 'লাডলি বহেনা' প্রকল্পও লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো মহিলাদের স্বনির্ভর করার চেষ্টা। তবে বাংলায় লক্ষ্মীর ভান্ডারের জনপ্রিয়তা এতটা বেশি কোনও রাজনৈতিক দল এই প্রকল্প বন্ধের কথা তো বলেই না, উল্টে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এর টাকা বাড়িয়ে দেওয়ারও ঘোষণা করেছে। ফলে, লক্ষ্মীর ভান্ডার ভোটের মাপকাঠি নির্ধারণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই আবহেই এবার সেই কথাই বললেন বিজেপি নেতা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/129/032/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of I.C.D.S. Building at the Bye Lane of R. K. Sarani near Soudamini Siksha Sadan in Ward No.-129 (Part No. 134).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,95,204.74.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/129/027/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Construction of road side fencing work at Eastern side of waterbody of H. M. Road near Natun Sangha Club in Ward No.-129 (Part No. 129).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,87,114.62.** Earnest money: ₹ **7,800.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIV/127/137/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development of CC road at Jublee Park near Premises Nos. 39, 43 Part No. 241 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **4,24,569.81.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **14 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIV/127/133/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of CC passage at Gaji Saheb Tala Road near Premises No. 14/3 Part No. 238 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **4,02,641.71.** Earnest money: ₹ **8,100.00.** Period of completion: **07 days.**

(5) NIT No. : KMC/XIV/128/127/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development of cement concrete road near House Nos. 13A, 13D, S. S. Pally 2nd Lane etc., at Part No. 216 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No.-128.** Work value: ₹ **1,20,076.53.** Earnest money: ₹ **2,500.00.** Period of completion: **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/XIV/127/140/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development of C.C. road at Sonamukhi Road near Premises Nos. 131/E, 137 Part No. 243 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **4,98,564.09.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **14 days.**

(7) NIT No. : KMC/XIV/127/139/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development of CC road at 18D Bus Stand near Premises No. 32 Part No. 242 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **1,85,948.96.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **07 days.**

(8) NIT No. : KMC/XIV/127/132/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development surface drain at Gaji Saheb Tala Road 15/1, 21 etc. Part No. 238 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **4,96,846.18.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **14 days.**

(9) NIT No. : KMC/XIV/127/135/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development of surface drain at Jadav Ghosh Road near Premises Nos. 36, 27 etc. Part No. 268 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **4,30,533.66.** Earnest money: ₹ **8,700.00.** Period of completion: **14 days.**

(10) NIT No. : KMC/XIV/130/025/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Repairing of paver block passages in the Bye Lane of N. S. Road near Premises Nos. 49/18 & 49/20/1 etc. in Ward No.-130 (Part No. 155).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,27,651.28.** Earnest money: ₹ **6,600.00.** Period of completion: **15 days.**

(11) NIT No. : KMC/XIV/130/027/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Repairing of cement concrete passage in the Bye Lanes of B. C. Road near Premises Nos. 503, 239, 93/1 & 125 etc. B. C. Road & 67, F. P. Road etc. in Ward No.-130 (Part No. 177).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,95,390.30.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(12) NIT No. : KMC/XIV/130/026/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Desilting including repairing of U/G sewer in the Bye Lane of N. S. Road near Premises Nos. 57, 45 & 49/24 etc. in Ward No.-130 (Part No. 155).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,88,635.18.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **21 days.**

(13) NIT No. : KMC/XIV/128/105/25-26/APAS (2nd Call)
Name of the work: **Desilting of underground sewer line at different location of Kalipur, under Part No. 219 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No.-128.** Work value: ₹ **1,10,194.46.** Earnest money: ₹ **2,300.00.** Period of completion: **30 days.**

(14) NIT No. : KMC/XIV/127/155/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of CC passage slum area of Das Para Link Road near Premises Nos. 354/1, 299 and 7/1 etc. in Ward No.-127.** Work value: ₹ **4,49,141.05.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **14 days.**

(15) NIT No. : KMC/XIV/127/160/25-26/US (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of surface drain slum area of Sonamukhi 1st Bye Lane near Premises Nos. 249, 357 and 210/A etc. in Ward No.-127.** Work value: ₹ **4,49,545.75.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **14 days.**

(16) NIT No. : KMC/XIV/129/048/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of C.C. passage at the Bye Lane of G. M. Road near Premises Nos. 147, 26/F/3, 30/2 etc. in Ward No.-129 (Part No. 148).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,94,039.08.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(17) NIT No. : KMC/XIV/129/047/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development of drainage with U/G sewer line & passage with cement concrete near P-147, Unique Park in Ward No.-129 (Part No. 148).** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,09,562.38.** Earnest money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **17.01.2026 (Up to 11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 12); 08.01.2026 (Up to 11 A.M.) (For Sl. No. 13); 19.01.2026 (Up to 11 A.M.) (For Sl. No. 14 & 15); 15.01.2026 (Up to 5 P.M.) (For Sl. No. 16 & 17).** Tender will be opened on: **19.01.2026 (11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 12). 10.01.2026 (11 A.M.) (For Sl. No. 13); 21.01.2026 (11 A.M.) (For Sl. No. 14 & 15); 17.01.2026 (5 P.M.) (For Sl. No. 16 & 17).** The bid forms and other details are available on and from **07.01.2026 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 12); 30.12.2025 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 13); 06.01.2026 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 14 to 17).** The websites: **https://tenders.wb.gov.in (For Sl. No. 1 to 12, 16 & 17); https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app (For Sl. No. 13); https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 14 & 15).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XV/135/121/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the work: **Repairing of surface drain with ancillary works at different places of Ramnagar Lane, Paharpur Road Bye Lane etc. N/H/No. G-206, I-112, H-87, I-215 etc. in Ward No.-135, BR-XV Uttaran Area.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,371.44.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/XV/135/122/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the work: **Repairing of IPS, CC & Paver block passage at Chinapara, Paharpur Road Bye Lane etc. N/H/No. I-214, I-208, H-86, P-145 etc. in Ward No.-135, BR-XV Uttaran Area.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,689.63.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **120 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **03.01.2026 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** Documents download/sell start date (online): **03.01.2026 - 4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Documents download/sell end date (online): **19.01.2026 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid submission start date (online): **03.01.2026 - 4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid submission closing (online): **19.01.2026 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposals (online): **21.01.2026-11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/98; (2) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/99; (3) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/100; (4) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/101; (5) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/102; (6) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/113; (7) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/114; (8) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/115; (9) NIT No. - KMC/LTG/B-8/APAS/69/25-26/116 published in this Newspaper on **02.12.2025** (Key No. 1566/25-26) of **Electrical/Lighting/Zone-III Department** (Sl. No. 1 to 5 and 6 to 9). Last date and time of submission of bid will be **14.01.2026 (12 Noon)** instead of 22.12.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 1 to 5), **16.01.2026 (12 Noon)** instead of 27.12.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 6 to 9) and Tender will be opened on **15.01.2026 (5 P.M.)** instead of 23.12.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5), **17.01.2026 (5 P.M.)** instead of 29.12.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 6 to 9).

(1867/25-26)

যজ্ঞ করলেই মিলবে সম্পত্তি, ছেলে ভাল পড়াশোনা করবে, জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাসে গায়েব সোনা, টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ৪ জানুয়ারিঃ বাড়িতে যজ্ঞ করলেই মিলবে শান্তি। ছেলে আরও ভাল পড়াশোনা করবে। গৃহে লক্ষ্মী লাভ হবে। এমনই বলেছিলেন জ্যোতিষী। সেই মতো যজ্ঞও হয়েছিল। আর সেই যজ্ঞ হতেই ভয়ানক ঘটনা। বেশ কিছু গহনা ও টাকা নিয়ে চম্পট দিল অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটেছে নন্দীগ্রামের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিমুল কুন্ডু গ্রামে। এলাকার বাসিন্দা দিপালী মণ্ডল নামের এক গৃহবধূর অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন আগে তিনি খেজুরি থানায় এলাকায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানেই পরিচয় হয়েছিল ওই জ্যোতিষীর সঙ্গে। মহিলার দাবি, ওই জ্যোতিষী তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর ছেলে ভাল পড়াশোনা করবে। পরিবারের শান্তি ফিরে আসবে। বাড়িতে গিয়ে হোম যজ্ঞ করতে হবে। সেই মতো রবিবার সকালে ১০টা নাগাদ মহিলাকে

ফোন করেন ওই জ্যোতিষী। মহিলাকে ফোন করে বাড়িতে চলে আসেন। মহিলা জানান, অভিযুক্ত তাঁকে হাড়ির মধ্যে ৭ গ্রাম সোনা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তবে মহিলা তা জোগাড় করতে পারেননি। তার হাতের কিছু গহনা ছিল, সেই গহনা খুলে একটা কাপড়ে বেঁধে জ্যোতিষীর হাতে দেন। মহিলার অভিযোগ, জ্যোতিষী সেই কাপড়ে মোড়া গহনাগুলি একটা মাটির ভাড়ে রাখেন। তারপরে তার উপরে একটা বিষধর সাপ রেখে দেন। দিপালীর কথা অনুযায়ী, দু'টো হাড় ও কিছু চাল নিয়ে মহিলার চারিদিকে বিভিন্ন মন্ত্র বলে ঘুরিয়ে মহিলাকে তাঁকে বলা হয় এই মাটির পাত্র বাড়ির মধ্যে রেখে দিতে। এবং বিকেল চারটের দিকে জ্যোতিষী নিজে এসে বের করবেন। কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরে জ্যোতিষীকে যখন মহিলা ফোন করেন, তখন জ্যোতিষীর ফোন সুইচ অফ আসে। সন্দেহ হতে প্রতিবেশীদের খবর দেন। তাঁরা এসে ওই মাটির ভাড় ভাঙতে মাটির দুটো হাড় এবং একটা সাপ বেরিয়ে আসে। গায়েব হয়ে যায় সোনা। মহিলা তখন বুঝতে পারেন, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। তাঁর গহনা এবং এক হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে অভিযুক্ত। থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করবেন বলে জানান প্রতারিত মহিলা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনা? চিনা বিজ্ঞানীদের বিপ্লবী আবিষ্কার নতুন কৌতূহল সৃষ্টি করেছে - জলভরা গহ্বর ও তার মধ্যে সৃষ্ট প্রাণের সম্ভাবনা

বহু যুগ ধরেই পৃথিবী থেকে প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গল ([illegible]) নিয়ে মানুষের কৌতূহল অবিরাম। বিশেষত, পৃথিবীর মতো জীবনের অস্তিত্ব মঙ্গলে খোঁজার প্রচেষ্টা এখনও চলছে। বহু বছর ধরে মনে করা হচ্ছিল, মঙ্গলে জীবনের সন্ধান পাওয়ার আশা প্রায় অসম্ভব, কারণ গ্রহটি প্রাণের জন্য অপ্রতিরোধ্য বলে ধারণা করা হচ্ছিল। তবে, এবার

নতুন একটি বিপ্লবী আবিষ্কার মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে চিরতরে বদলে দিতে পারে। চীনা বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এমন একটি আবিষ্কারের দাবি করেছেন, যা মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনাকে নতুন করে উজ্জীবিত করতে পারে। প্রতিবেশী গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজার প্রশ্ন আর কতদিন ধূম্রজাল হয়ে থাকবে? এই প্রশ্নই এবার ঘুরপাক খাচ্ছে চীনা বিজ্ঞানীদের নতুন গবেষণার পর। তাদের দাবি, মঙ্গল গ্রহের বিখ্যাত ‘ ভ্যালি’ -তে কিছু জলভরা গহ্বর পাওয়া গেছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। এই গহ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্বও প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মঙ্গলের অতীত ও ভবিষ্য নিয়ে নতুন কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

জলভরা গহ্বরঃ নতুন আবিষ্কার- যেহেতু মঙ্গলগ্রহে জল বা জলসংক্রান্ত চিহ্নের খোঁজ আগে পাওয়া গিয়েছিল, তাই এই নতুন আবিষ্কার আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রাথমিকভাবে, বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে মঙ্গলের হিব্রাস ভ্যালিতে গহ্বরগুলির সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে। তবে চীনা গবেষকরা এক নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন। তাদের মতে, এই গহ্বরগুলি তৈরি হয়েছে পানির (বা অন্য কোনো তরল পদার্থের) সাহায্যে, যা পাথরখণ্ডকে দ্রবীভূত করেছে এবং গহ্বরের সৃষ্টি করেছে। এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা মঙ্গলের জলমগ্ন অতীত এবং তার জীবন্ত ইতিহাসের দিকে নতুন আলোকপাত করছে। এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয় গত অক্টোবরে ‘ অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স’ নামক জার্নালে, যেখানে গবেষকরা নাসার থার্মাল এমিশন স্পেকট্রোমিটার থেকে প্রাপ্ত ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের দাবি, মঙ্গলের হিব্রাস ভ্যালি অঞ্চলের গহ্বরগুলির আকার গোল এবং গভীর। এখানকার পাথরখণ্ডগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া গিয়েছে কার্বনেট এবং সালফেটের উপস্থিতি, যা পৃথিবীর প্রাথমিক জীবনের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে। মঙ্গলের অতীতের রহস্য উন্মোচন- এই গহ্বরগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ জানায় যে, পৃথিবী সৃষ্টির সময় এমন গহ্বর তৈরি হয়েছিল, কিন্তু মঙ্গলে এর উপস্থিতি এই প্রথম পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সৌর বিকিরণ, ধুলোর ঝড় এবং তাপমাত্রার চরম পরিবর্তন এর কারণ হতে পারে, যা মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর ফলে, মঙ্গলে কখনও জলের উপস্থিতি ছিল কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর অনেকটাই পরিষ্কার হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আরও জানাচ্ছেন যে, এই ধরনের গহ্বরগুলির মধ্যে অণুজীব থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে। যদিও এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবে এসব গহ্বরের মধ্যে যে ধরনের রাসায়নিক উপাদান পাওয়া গিয়েছে, তা প্রাণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। বিশেষ করে, সালফেট এবং কার্বনেটের উপস্থিতি এই ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এই উপাদানগুলো পৃথিবীর অতীত জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। মঙ্গলে প্রাণের সন্ধানঃ নতুন দিগন্ত? তবে প্রশ্ন একটাই - যদি মঙ্গলে জলের উপস্থিতি ছিল, তবে কি এই জলমগ্ন গহ্বরগুলির মধ্যে অণুজীব বা জীবন্ত সত্বা থাকতে পারে? বৈজ্ঞানিকরা এখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করেছেন। মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজতে চলা এই গবেষণার ফল যদি ইতিবাচক হয়, তবে এটি মানব সভ্যতার জন্য একটি বিপ্লবী আবিষ্কার হতে পারে। যেহেতু মঙ্গল গ্রহের তাপমাত্রা অত্যন্ত শীতল এবং সেখানকার পরিবেশে প্রচুর বিকিরণ রয়েছে, তাই সেখানে জীবনের অস্তিত্ব যদি পাওয়া যায়, তবে তা পৃথিবী থেকে বহুদূরে জীবনের এক বিশেষ ধরন হতে পারে। মঙ্গলের গহ্বরগুলির মধ্যে যে জল রয়েছে, তা জীবনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পরিবেশ তৈরি করতে পারে, যেখানে অণুজীবের বসবাস সম্ভব হতে পারে। পৃথিবীর ভবিষ্য ও মঙ্গলের তুলনা- মঙ্গলের গহ্বরের আবিষ্কার আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে নতুন ধারণা দিতে পারে। বিশেষত, পৃথিবী যদি শীতল হয়ে যায় এবং তার পরিবেশ অশুদ্ধ হয়ে যায়, তবে মঙ্গলের মতো গ্রহে নতুন জীবন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জীবিত হতে পারে। যদিও আজকের দিনে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে, তবে এই আবিষ্কার পৃথিবীকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করবে। আগামী দিনের গবেষণা- চীনা বিজ্ঞানীদের এই বিপ্লবী আবিষ্কার আগামী দিনে মঙ্গলে প্রাণের অনুসন্ধানে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। তাদের গবেষণা আরও গভীরভাবে মঙ্গল গ্রহের অতীত, তার জলবায়ু এবং প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করবে। আগামীদিনে এই গবেষণার ফলস্বরূপ নতুন প্রযুক্তি এবং মঙ্গল গ্রহে অভিযান বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞানীরা আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন, যাতে মঙ্গলে প্রাণের সম্ভাবনা সঠিকভাবে যাচাই করা যায়। এর পাশাপাশি, নতুন যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তির সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের গহ্বরগুলির আরও বিস্তারিত ছবি এবং তথ্য পাওয়া যাবে।মঙ্গলে প্রাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে চীনা বিজ্ঞানীদের এই নতুন আবিষ্কার বর্তমান বিজ্ঞানী-গবেষকদের জন্য একটি নতুন দিগন্তের সূচনা। মঙ্গল গ্রহের অতীতের রহস্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে, হয়তো একদিন আমরা জানতে পারব, প্রকৃতপক্ষে এই লাল গ্রহে প্রাণ ছিল কি না। সেক্ষেত্রে, মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসবাসের সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের কল্পনা আরও বিস্তৃত হতে পারে। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবসভ্যতার সৌরজগতের প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে, এবং মঙ্গলে প্রাণের সন্ধানে আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাব।

আকাশগঙ্গায় নক্ষত্রবিহীন গ্রহের আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাকাশের নতুন ধারণায় হতবাক

মহাকাশের অজানা রহস্যগুলি একে একে উন্মোচিত হচ্ছে, আর এরই মধ্যে একটি আশ্চর্য আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলকে হতবাক করে দিয়েছে। আমাদের ছায়াপথ, অর্থা আকাশগঙ্গায় একটি ‘ গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা অন্য গ্রহগুলির মতো নয়। এই গ্রহ কোনও নক্ষত্রের চারপাশে ঘোরে না বরং এটি মহাকাশের মধ্যে এক স্বাধীন পথিকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার কোনও সূর্য বা নক্ষত্র নেই। এটি আসলে এমন একটি গ্রহ, যেটি তার গঠনের সময় কোনও নক্ষত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাকাশে নির্দিষ্ট কোনো কক্ষপথে আটকা পড়েনি। এই ধরণের গ্রহের অস্তিত্ব আগে কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। সাধারণত, আমরা যেসব গ্রহ জানি, সেগুলি একে অপরকে নক্ষত্রের কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, যেমন আমাদের পৃথিবী সূর্যের চারপাশে। কিন্তু এই ’ভবঘুরে’ গ্রহটি একেবারে ভিন্ন, যেহেতু এটি কোনও সূর্য বা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে না। বিজ্ঞানীরা এই গ্রহটির সন্ধান পেয়েছেন এমন এক বিশেষ কৌশলে, যা তাদের মহাকাশ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলোকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। কীভাবে আবিষ্কার হলো এই ভবঘুরে গ্রহ? এই ভবঘুরে গ্রহের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় ২০২৪ সালের মে মাসে, যখন চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং অস্ট্রেলিয়ার একাধিক উন্নত টেলিস্কোপ এই গ্রহটির সিগন্যাল শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এর পরই বিজ্ঞানীরা শুরু করেন এই গ্রহের বিশ্লেষণ, যার মাধ্যমে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উন্মোচন করতে পেরেছেন। এত দূরের এক ভবঘুরে গ্রহের দেখা পাওয়া সহজ ছিল না। যেহেতু এটি কোনও নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে না, তাই সরাসরি এর অবস্থান বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে এই গ্রহটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। তারা মূলত মহাকাশে দূরের নক্ষত্রগুলির আলোতে এই গ্রহটির প্রভাব লক্ষ করেছিলেন। গ্রহটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেই আলোতে পরিবর্তন ঘটায়, যাকে ব্যবহার করে তারা গ্রহটির ভর, গঠন এবং দূরত্ব নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। গ্রহটির বৈশিষ্ট্য ও গঠন

এই ভবঘুরে গ্রহটির ভর বৃহস্পতির ভরের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, এবং এটি আকাশগঙ্গার কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। যদিও এটি ছোট এবং অদৃশ্য হওয়ার কারণে সরাসরি দেখা সম্ভব নয়, তার পরিবর্তে বিজ্ঞানীরা আলোর উপর এর প্রভাব দেখে এটি শনাক্ত করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এই গ্রহটি সম্ভবত কোনো গ্রহমণ্ডলের অংশ হিসেবেই গঠিত হয়েছিল। তবে পরে মহাকর্ষীয় সংঘর্ষের কারণে এটি তার নক্ষত্রের প্রভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাকাশের এক নির্দিষ্ট পথে চলে গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই ভবঘুরে গ্রহের মাধ্যমে নতুনভাবে গ্রহের গঠন, মহাকর্ষীয় সংঘর্ষ, এবং তার পরে তার পথচলার বিষয়গুলি আরও গভীরভাবে বোঝা সম্ভব হবে। এটা এক ধরনের সুযোগ, যেখানে মহাকাশের চিরাচরিত ধরণ থেকে বেরিয়ে নতুন দিগন্তের দিকে পা বাড়ানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কেন এই ভবঘুরে গ্রহ এত গুরুত্বপূর্ণ? আমাদের গ্রহমণ্ডলে যেসব গ্রহ রয়েছে, সেগুলি সকলেই একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রের চারপাশে ঘোরে। কিন্তু ভবঘুরে গ্রহ, যেটি কোনো নক্ষত্র বা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না, তা মূলত মহাকাশের সেই গ্রহগুলির মধ্যে একটি বিশেষ প্রজাতির মত। এটি আমাদের মহাকাশ ও গ্রহের গঠন সম্পর্কে একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করছে। এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখন পর্যন্ত যেসব গ্রহ আমরা জানি, সেগুলি সকলেই একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রের গতিপথের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই ভবঘুরে গ্রহটি এমন একটি অবস্থানে রয়েছে, যেখানে তার কোনো সূর্যের শক্তির ওপর নির্ভরতা নেই।

CHANGE OF NAME

I, Jayati Majumder Ray W/o Ashis Majumder D/o Late Anil Ranjan Ray Residing at 53/1, Jubilee Park, P.s - Golf Green, District - Kolkata, Pin - 700033, West Bengal, India, shall henceforth be known as Jayati Ray, as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 77097 Dated 18-12-2025 that Jayati Majumder Ray and Jayati Ray both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hafija Bibi (Old Name) W/o Subid Ali Molla Residing at Vill - Gabberia, P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Hafija Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Hafija Bibi (Old Name) and Hafija Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nirmal Mondal (Old Name) S/o Ananta Kumar Mondal Residing at G/7, 3rd Floor 21/1, Gopal Mishra Road, Behala, District - Kolkata, Pin - 700034, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Nirmal Kumar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Nirmal Mondal (Old Name) and Nirmal Kumar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

নর্মদা তীরে মৃত্যুমিছিল! মধ্যপ্রদেশে একসঙ্গে ২০০ টিয়ার রহস্যময় মৃত্যু

মধ্যপ্রদেশে এক ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্যের খারগোন জেলায় নর্মদা নদীর তীরে গত চার দিনে একের পর এক টিয়ার নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। সংখ্যাটা কম নয়-প্রায় ২০০টি টিয়া প্রাণ হারিয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। বাদোয়ানের কাছে একটি অ্যাকুয়াডাক্ট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এই মর্মান্তিক দৃশ্য সামনে আসতেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পরিবেশবিদ ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। প্রশ্ন একটাই-একসঙ্গে এতগুলো পাখির মৃত্যু কেন? আদৌ কি এর পিছনে কোনও সংক্রামক রোগ রয়েছে, নাকি মানুষের অসচেতন আচরণই ডেকে এনেছে এই বিপর্যয়? কীভাবে সামনে এল ঘটনা? স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথম বিষয়টি লক্ষ্য করেন। নর্মদা নদীর তীরে এবং ব্রিজের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প।ে থাকতে দেখা যায় টিয়াদের নিথর দেহ। প্রথমে সংখ্যা কম থাকলেও, পরবর্তী কয়েক দিনে মৃত পাখির সংখ্যা দ্রুত বা।তে থাকে। খবর পেতেই এলাকায় পৌঁছয় বন দপ্তর, পশু চিকিৎসক ও বন্যপ্রাণ বিভাগের একাধিক দল। গত চার দিন ধরে ওই এলাকা কার্যত কড়া নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে। খারগোন জেলার বন্যপ্রাণ বিভাগের ওয়ার্ডেন টনি শর্মা জানান, প্রথম দিকে যখন আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছই, তখন কয়েকটি টিয়া জীবিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু তাদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারাও মারা যায়। বার্ড ফ্লু নয়, উঠে এল অন্য কারণ- প্রথমে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, বার্ড ফ্লুর মতো কোনও সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে কি না। কারণ, অতীতে বিভিন্ন রাজ্যে পাখির গণমৃত্যুর ঘটনায় বার্ড ফ্লুর উদাহরণ রয়েছে। তবে দ্রুত ময়নাতদন্ত করানো হয় মৃত টিয়াগুলির। ময়নাতদন্তকারী পশু চিকিসক ড. মনীষা চৌহান স্পষ্ট জানিয়েছেন, পরীক্ষায় বার্ড ফ্লু বা

কোনও ভাইরাসজনিত সংক্রমণের লক্ষণ পাওয়া যায়নি। বরং খাদ্যে বিষক্রিয়ার একাধিক লক্ষণ মিলেছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরই দৃষ্টি যায় খাদ্য ও পরিবেশগত কারণের দিকে। খাদ্যে বিষক্রিয়াই কি মৃত্যুর মূল কারণ? প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, টিয়াগুলির মৃত্যুর প্রধান কারণ খাদ্যে বিষক্রিয়া এবং অনুপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ। মৃত টিয়াদের পাকস্থলী পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সেখানে ভাত ও নুড়িপাথরের মতো বস্তু রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি টিয়াদের স্বাভাবিক খাদ্য নয় এবং দীর্ঘদিন বা বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে তা মারাত্মক হতে পারে। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের অনুমান, কয়েকটি সম্ভাব্য কারণে এই বিষক্রিয়া ঘটতে পারে-১. কীটনাশক মেশানো শস্য বা খাবারঃ আশপাশের কৃষিজমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক শস্যের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। সেই শস্য বা দানা টিয়ারা খেলে বিষক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। ২. মানুষের দেওয়া অবশিষ্ট খাবার-ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় অনেক মানুষ পিকনিক করতে আসেন। পিকনিকের পর অবশিষ্ট রান্না করা খাবার-ভাত, রুটি বা অন্য খাবার টিয়াদের খেতে দেন অনেকে। এই খাবার টিয়াদের পাচনতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নয় এবং তাতে তেল, নুন বা মশলা থাকলে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। ৩. দূষিত জল বা খাবার-নদীর তীরবর্তী এলাকায় পড়ে থাকা খাবার বা জল দূষিত হলে তাতেও বিষক্রিয়া হতে পারে। প্রশাসনের তৎপরতাঃ ঘটনার গুরুত্ব বুঝে প্রশাসন দ্রুত কিছু কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। অ্যাকুয়াডাক্ট ব্রিজের আশপাশে টিয়াদের খেতে দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এলাকায় নজরদারির জন্য বন দপ্তরের কর্মীরা মোতায়েন রয়েছেন, যাতে কেউ এসে আর পাখিদের খাবার না দেয়। বন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান,মানুষের অজান্তেই অনেক সময় পাখিদের এমন খাবার দেওয়া হয়, যা তাদের জন্য বিষের মতো কাজ করে। আমরা চেষ্টা করছি স্থানীয়দের এই বিষয়ে সচেতন করতে। এছাড়া, মৃত পাখিদের দ্রুত সরিয়ে সুরক্ষিতভাবে নষ্ট করার কাজও চলছে, যাতে কোনও পরিবেশগত বা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি না তৈরি হয়। মানুষের অসচেতনতার মাশুল? এই ঘটনায় আবারও উঠে এসেছে মানুষের ভূমিকার প্রশ্ন। ভালবাসা বা সহানুভূতি থেকে অনেকেই পাখিদের খাবার দেন, কিন্তু না জেনে-না বুঝে দেওয়া সেই খাবারই তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বন্যপ্রাণীদের জন্য প্রকৃতির নিজস্ব খাদ্যব্যবস্থাই সবচেয়ে নিরাপদ। পরিবেশবিদরা বলছেন, বন্যপ্রাণীদের খাবার দেওয়া বন্ধ করা দরকার। এতে তাদের স্বাভাবিক আচরণ নষ্ট হয় এবং অনেক সময় মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। সামনে কী?এখনও তদন্ত পুরোপুরি শেষ হয়নি। খাদ্যের নমুনা, পরিবেশগত তথ্য এবং আশপাশের কৃষিজমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। প্রশাসনের আশা, চূড়ান্ত রিপোর্টে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ আরও স্পষ্ট হবে। তবে একথা নিশ্চিত-নর্মদা তীরের এই ঘটনা শুধু একটি জেলার সমস্যা নয়, বরং মানুষের অসচেতন আচরণ কীভাবে প্রকৃতির উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে, তার একটি সতর্কবার্তা। প্রায় ২০০টি টিয়ার প্রাণহানি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে একটু দায়িত্বজ্ঞান আর সচেতনতা কতটা জরুরি।

নিউবঙাইগাঁও-এ ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণে নতুন মানদণ্ড স্থাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৪জানুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্তরেলওয়ে ডিসেম্বর ২০২৫-এনিউবঙাইগাঁও ওয়ার্কশপে পরিকাঠামো এবং পরিচালন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে, যা ভারতীয় রেলওয়ের ব্যাপক সংস্কার ও আধুনিকীকরণ উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিকীকরণ, পরিচালন দক্ষতা এবং রোলিংস্টক রক্ষণাবেক্ষণে উকৃষ্টতার প্রতি তার ধারাবাহিক মনোযোগকে পুনঃনিশ্চিত করে। এই কৃতিত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে, সি অ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ, নিউবঙাইগাঁও-কে রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা ২০২৪-এ রাজভাষার অসাধারণ বাস্তবায়নের জন্য রেলমন্ত্রালয়, রাজভাষা শিল্ড এবং নগদ ১৪,০০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে গৌরবান্বিত করেছে।

আসন্ন মকর সংক্রান্তি (খিচড়ি) উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ০৪ জানুয়ারি ঃ আসন্ন মকর সংক্রান্তি (খিচড়ি) উৎসব উপলক্ষে গোরখপুরে অবস্থিত গোরক্ষনাথ মন্দিরে আয়োজিত খিচড়ি মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের জন্য সহজ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত যাত্রা নিশ্চিত করতে রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর গোরখপুরে আগমন ঘটে। মেলা চলাকালীন যাত্রীদের সুবিধার্থে ০৫০১৬০৫০১৫ গোরখপুর-নৌতনওয়া-গোরখপুর আনরিজার্ভড বিশেষ ট্রেন ১০টি ফেরা চলাচল করবে। পাশাপাশি ১৮টি এক্সপ্রেস ট্রেনের নাকাহা জঙ্গল স্টেশনে অস্থায়ীভাবে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলা চলাকালীন গোরখপুর জংশন স্টেশনের বাইরের চত্বরে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্য ব্যারিকেডিং করা হবে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্টেশন চত্বরে নিয়মিত ডগ স্কোয়াড দ্বারা তল্লাশি চালানো হবে এবং ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে স্টেশন এলাকার নজরদারি নিশ্চিত করা হবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য মেলা চলাকালীন নাকাহা জঙ্গল স্টেশনে একটি হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক মোবাইল শৌচাগারের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। সরকারি রেল পুলিশ (জিআরপি), রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এবং বাণিজ্য বিভাগের রেলকর্মীদের গোরখপুর জংশন ও নাকাহা জঙ্গল স্টেশনে মোতায়েন করা হবে, যাতে মেলায় আগত রেলযাত্রীরা সর্বোত্তম পরিষেবা পান।

CHANGE OF NAME

I, SAHABAN ALI SEKH (old name) S/O -MAHARAM ALI SEKH residing at VILL- SALUYA POBARUIPARA PS-HARIHARPARA DIST-MURSHIDABAD PIN-742165. West Bengal, do hereby declare thatI have changed My name from SAHABAN ALI SEKH (old name) to SAHABAN ALI (new name) and henceforth, Ishall be Known as SAHABAN ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before-the Notary public at Berhampore court dated on 03/01/2025. SAHABAN ALI (new name) & SAHABAN ALI SEKH(old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Anowar (old name) son of Sk Fakir Chand, residing at Satkui, Matkatpur, Satkui, Paschim Medinipur – 721305, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Anowar Ali (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 02/01/2026. Sk Anowar (old name) and Sk Anowar Ali (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arun Kumar Jalan (old name) son of Narayan Prasad Jalan, residing at Green Field City, Block- 44, Flat- 9D, 9th Floor, E3, 398, Jote Shibrampur, Maheshtala, Kolkata-700141, shall henceforth be known as Arun Jalan (new name) vide an affidavit No. 39/2026 sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/01/2026.That Arun Kumar Jalan and Arun Jalan all are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Golam Mahammad Molla (old name) son of Mohabbat Ali Molla, residing at Vill & P.O – Chandaneswar, P.S- Chandaneswar, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743330, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Golam Mohammad Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 23/12/2025. Golam Mahammad Molla (old name) and Golam Mohammad Molla (new name) both are same and one identical person.

‘কারও দাসত্ব করব না’-মাদুরোর আসনে বসেই ট্রাম্পকে তীব্র আক্রমণ ডেলসির

৪ জানুয়ারি ঃ ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক সঙ্কট নতুন মোড় নিল। দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার পরই আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কুর্সিতে বসেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন রডরিগেজ। সাফ জানিয়ে দিলেন, ভেনেজুয়েলা কোনওদিনই কারও দাসত্ব করবে না এবং কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনতা মেনে নেবে না। একই সঙ্গে তিনি অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ডেলসি রডরিগেজকে দেশের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আদালতের বক্তব্য, বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে দেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব ও সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সামলানোর জন্য একজন শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব প্রয়োজন, আর সেই দায়িত্বই আপাতত পালন করবেন রডরিগেজ। দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম ভাষণেই ডেলসি রডরিগেজ মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেন,

ভেনেজুয়েলা কোনওদিন কোনও সাম্রাজ্যের উপনিবেশ হবে না। আমরা কারও দাসত্ব করব না। নিকোলাস মাদুরোই আমাদের বৈধ প্রেসিডেন্ট এবং একমাত্র নেতা। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। রডরিগেজের এই বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভেনেজুয়েলা মার্কিন অভিযানের কাছে মাথা নত করতে রাজি নয়। বরং এই পরিস্থিতিকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই হিসেবে দেখছে বর্তমান প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকা ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনা চলছিল। শনিবার ভোররাতে সেই উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। অভিযোগ, মার্কিন সেনা ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস-সহ মিরান্ডা, আরাগুয়া ও লা গুয়াইরা অঞ্চলে ব্যাপক গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা চালায়। বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে রাতের অন্ধকারে ঢেকে যায় গোটা এলাকা। এই অভিযানের পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর্তমানে তাঁরা নিউ ইয়র্কের একটি ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। এই ঘোষণার পর থেকেই ভেনেজুয়েলায় রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়। শনিবার থেকেই জল্পনা চলছিল, মাদুরোর অনুপস্থিতিতে কে দেশের দায়িত্ব নেবেন। শেষ পর্যন্ত ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট ডেলসি রডরিগেজের নামেই সিলমোহর দেয়। ভেনেজুয়েলায় অভিযানের পর ভারতীয় সময় অনুযায়ী শনিবার রাতে সাংবাদিক বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে তিনি কার্যত বিজয়ধ্বজা ওড়ান। ট্রাম্প বলেন, যতক্ষণ না নিরাপদ, সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে কাউকে ভেনেজুয়েলার ক্ষমতায় বসানোর সুযোগ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাই ভেনেজুয়েলা পরিচালনা করব। আপাতত আমরা অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসাতে চাই না। দীর্ঘদিন ধরে এখানে যে পরিস্থিতি ছিল, এখনও সেই অবস্থাই রয়েছে। তাই আমরাই দেশ চালাব। এই মন্তব্যের পরই আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়। অনেকের মতে, এটি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল। ডেলসি রডরিগেজের তীব্র প্রতিক্রিয়াও মূলত এই বক্তব্য ঘিরেই।

ভেনেজুয়েলার সরকারি বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, এই সামরিক অভিযান আসলে মার্কিন আগ্রাসনের একটি ঘৃণ্য উদাহরণ। তাদের অভিযোগ, আমেরিকার মূল লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার তেল ও খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে দেশটির সম্পদ লুট করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। ভেনেজুয়েলার পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনৈতিক নীতির চরম লঙ্ঘন। মাদুরোর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ? মার্কিন প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী, নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মাদক সন্ত্রাসে জড়িত থাকা, কোকেন আমদানির ষড়যন্ত্র এবং বেআইনি মারণাস্ত্র মজুত রাখার অভিযোগ। মার্কিন আদালতে এই সব অভিযোগের বিচার চলবে বলেই তাঁকে আমেরিকায় আনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে ভেনেজুয়েলা সরকারের বক্তব্য, এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং একটি নির্বাচিত সরকারকে উখাত করার অজুহাত মাত্র। সামনে কী?ডেলসি রডরিগেজের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে দিচ্ছে, ভেনেজুয়েলা এই সংঘাতকে সহজে মেনে নেবে না। দেশের ভিতরে যেমন প্রতিরোধ গড়ে তোলার বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তেমনই আন্তর্জাতিক স্তরেও সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা চলছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন একটাই-এই সংঘাত কি কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে মিটবে, নাকি আরও গভীর আন্তর্জাতিক সঙ্কটের দিকে এগোচ্ছে বিশ্ব? আপাতত ডেলসি রডরিগেজের ঘোষণায় এটুকু পরিষ্কার, ভেনেজুয়েলা নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনও আপস করতে প্রস্তুত নয়।

CHANGE OF NAME

I, Ratna Roy (Old Name) W/o Deb Prosad Roy Residing at 12/11, David Hare Road, B-Zone, Durgapur, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713205, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Ratna Pal Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 36 Dated 31-12-2025. Ratna Roy (Old Name) and Ratna Pal Roy (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Quamar Sultana Shabnam (Old Name) W/o Late Firoze Ahmed Residing at 20, Nawab Abdul Rahman Street, Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shabnam Sultana (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Quamar Sultana Shabnam (Old Name) and Shabnam Sultana (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Sethia (Old Name) S/o Mul Chand Sethia Residing at Flower Valley B5 Flat 202, 493/B, G T Road South, P.o - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Kumar Sethia (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Sanjay Sethia (Old Name) and Sanjay Kumar Sethia (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Banashree Bera, Banasri Bera (Old Name) W/o Shaktipada Bera Residing at Vill+P.o - Birulia, P.s - Nandigram, District - East Medinipur, Pin - 721650, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Banasri Barik Bera (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Banashree Bera, Banasri Bera (Old Name) and Banasri Barik Bera (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Protima Mondal (Old Name) W/o Uttam Mondal Residing at Begharkul, Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pratima Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Protima Mondal (Old Name) and Pratima Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jahanara Khatoon (Old Name) wife of Alauddin Mallick, residing at Vill - Golahat, P.O. - Sripalli, P.S. - Burdwan, Dist - Purba Bardhaman, Pin-713103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jahanara Begam Mallick (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata on Dated 02.01.2026. Jahanara Khatoon (Old Name) and Jahanara Begam Mallick (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Kamrul Anam Molla(old name) son of Esrat Ali Molla, residing at Vill: Shanpukuria, P.O – Shanpukur, P.S – Kashipur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kamrul Anam (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur, South 24 Parganas, vide affidavit No. 6579 dated 07/07/2022. Md Kamrul Anam Molla(old name) and Kamrul Anam (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kaustav Saha (old name) son of Prabir Kumar Saha, residing at Adhora-B/101 Shantiban, 7, Umakanta Sen Lane, Paikpara, PO- Ghugudanga, Kolkata - 700030, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Koustav Saha (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 02/01/2026. Kaustav Saha (old name) and Koustav Saha (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jhuma Acharya Banerjee (old name) wife of Kartick Acharya, residing at Banikantha Nagar, Block – C, Barasat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700124, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jhuma Acharya (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 02/01/2026. Jhuma Acharya Banerjee (old name) and Jhuma Acharya (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samir Kumar Karmakar S/o Late Ranjit Kumar Karmakar residing at Vill. College Para, P.O & P.S. Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare by actual name Samir Kumar Karmakar instead of Samir Karmakar, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Balurghat , Dakshin Dinajpur dated on 03/01/2026. Samir Karmakar and Samir Kumar Karmakar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I. Arfat Raza. Son of Arshad Shekh, residing at 147/H/20/1, Keshab Chandra sen street, P.O.-Raja Ram Mohan Sarani, Kolkata-700 009. do hereby solemnly affirm and declare That my father's actual name is Arshad Shekh which was recorded in my Aadhaar Card, vide No. 4277 1555 8935, my father's name has been recorded in my sell mark sheet issued by Central Board of Secondary educatiion That Arshad Shekh and Md Arshad Shekh is the one lentical pereon

বঙ্কিমের বন্দেমাতরম ১৫০ বছর পরও জনপ্রিয়

কৌশিক দাস ঃ ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বন্দেমাতরম গানটি লেখেন। বন্দেমাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার একটি বছরব্যাপী দেশব্যাপী উদযাপনের সূচনা করেছে, যা ৭ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে শুরু হয়ে ২০২৬ পর্যন্ত চলবে, কারণ গানটি ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন, যা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। এই উদযাপনে একটি বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছে এবং দেশজুড়ে গণ-সংগীত পরিবেশন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য গানের ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করা। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গদর্শনে প্রথম এই সংগীত প্রকাশ করেছিলেন। পরে তিনি এটিকে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ ১৮৮২ সালে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। গানটি বাংলা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে রচিত এবং বঙ্গমাতা ও দেশের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে, যা বিপ্লবীদের কাছে 'মন্ত্র' হিসেবে কাজ করত। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনালগ্নে প্রথমবার 'বন্দে মাতরম' রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কলকাতার টাউন হলে সেই ঐতিহাসিক সভায় কয়েক হাজার ছাত্র ও দর্শক-শ্রোতা 'বন্দে মাতরম' শব্দ দুটির স্লোগানে আকাশ মুখরিত করে তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও চিন্তাধারার অন্যতম পুরোধা। তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে মাতৃভূমিকে দেবী হিসেবে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে- একদিকে মহিমান্বিত, অন্যদিকে লাঞ্ছিত মা, আবার পুনরুত্থানের অপেক্ষায় থাকা মা। ওই উপন্যাসে সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম' ছিল দেশপ্রেমের প্রতীক। এই গান শুধু একটি কাব্য নয়, এটি ছিল জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক রূপান্তর - যেখানে মাতৃভূমি নিজেই দেবী, আর দেশপ্রেমই উপাসনা। বঙ্গভঙ্গের পর দেশজুড়ে 'বন্দে মাতরম' ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে। ছাত্র-যুবকরা প্রভাতফেরি করে এই গান গাইতেন, স্বদেশি আন্দোলনের সভায় এটি গাওয়া হত। এমনকী ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞার মুখেও মানুষ গানটি থামায়নি। ১৯০৬ সালে বরিশালে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিশাল মিছিল হয় 'বন্দে মাতরম' পতাকা নিয়ে। ১৯০৭ সালে বিপিনচন্দ্র পাল, 'Vande Mataram' নামে একটি ইংরেজি দৈনিক চালু করেন, সেখানে শ্রী অরবিন্দ ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। বিদেশে, মাদাম ভিকাজি কামা যখন স্টুটগার্টে ভারতের প্রথম তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেন, তাতেও লেখা ছিল- 'Vande Mataram'। এমনকী, ১৯০৯ সালে বিপ্লবী মদনলাল ধিংরা মৃত্যুর আগে ফাঁসির মঞ্চে শেষবার উচ্চারণ করেছিলেন এই দুই শব্দ- 'বন্দে মাতরম'। ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতজুড়ে শুরু হয়েছে বছরব্যাপী উৎসব। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে জাতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশজুড়ে গায়য়করা বন্দে মাতরমের বিভিন্ন রূপ পরিবেশন করছেন। সরকার স্মারক ডাকটিকিট, স্মারক মুদ্রা ও একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রকাশ করছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও

সাংস্কৃতিক সংস্থা সেমিনার, প্রদর্শনী ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এছাড়া 'বন্দে মাতরমঃ ধরিত্রী মাতার প্রতি প্রণাম' নামে একটি বৃক্ষরোপণ অভিযানের সূচনা হচ্ছে। ভারতের বাইরেও, সব ভারতীয় দূতাবাস ও মিশনে বন্দে মাতরম উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী একটি 'Vande Mataram Global Music Festival' আয়োজিত হচ্ছে, যেখানে বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় শিল্পীরা গানটি পরিবেশন করছেন। এভাবে, গানটি হয়ে উঠছে গ্লোবাল ইউনিটি ও ইন্ডিয়ান প্রাইডের প্রতীক। স্বাধীনতার পর গণপরিষদে ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেন-'জন গণ মন' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হবে, এবং 'বন্দে মাতরম' পাবে সমান মর্যাদা এবং শ্রদ্ধা। এর মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গানটির ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। আনন্দমঠ উপন্যাসের মূল গল্পটি একদল সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে। তাঁদের সন্তান বলা হ'ত। তাঁরা তাঁদের জীবন মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা মাতৃভূমিকে দেবী হিসেবে পুজো করতেন। আনন্দমঠে এই সন্তানদের মুখে 'বন্দে মাতরম' গানটি রয়েছে। এটি দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল এবং এটিই ছিল আনন্দমঠের মূল ভাবনা। তাঁরা মাতৃভূমির দেবীমূর্তির তিনটি ছবি রেখেছিলেন। একটি ছবি অতীতের, যাতে মা'কে রাজকীয় বিভায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একটি বর্তমানের, যাতে মায়ের মূর্তি ভগ্নপ্রায় ও ধূলিধূসর এবং আরেকটি ছবি ভবিষ্যতের, যাতে মা হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছেন। শ্রী অরবিন্দের ভাষায় তাঁর দৃষ্টিতে মা দ্বিসপ্তকোটি হাতে খর ইস্পাত ধরেছিলেন, ভিক্ষুকের দানপাত্র নয়। বন্দে মাতরম' গান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আঃদালনের সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই গান শীঘ্রই আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে সারা দেশের জাগ্রত চেতনার মন্ত্রে পরিণত হয়। বাংলার পথ থেকে বম্বের অঃদরে, পাঞ্জাবের সমতলে 'বন্দে মাতরম' - এর প্রতিধ্বনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। ব্রিটিশ প্রশাসন যত বেশি করে এই কন্ঠস্বর রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, ততই এর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও তাৎপর্য বেড়ে যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি রাজনৈতিক সমাবেশে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় 'বন্দে মাতরম' হয়ে ওঠে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কন্ঠস্বর। ১৮৯৬ সালের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অধিবেশন-এ প্রথম এই গানটি গাওয়া হয়। সেই সময় সুরকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই গানটি গাওয়ার পর সভাস্থলে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা উঠে দাঁড়িয়ে মাতৃভূমির উদ্দেশে স্যালুট জানিয়েছিলেন - সেই মুহূর্ত থেকেই ' হয়ে ওঠে ভারতের জাতীয় চেতনার প্রতীক। রাজনৈতিক স্লোগান হিসাবে বন্দেমাতরম প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট। কলকাতার টাউনহলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তুলতে বিদেশি দ্রব্য বয়কট এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তখন হাজার হাজার মানুষের কন্ঠে বন্দেমাতরম স্লোগান ধ্বনিত হয়।স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিপ্লবীরা জেলখানার দেয়ালে এই শব্দটাই লিখতেন - বন্দেমাতরম। এটি হয়ে উঠেছিল এক পবিত্র প্রতিজ্ঞা, এক আহ্বান। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, ভগৎ সিং, নেতাজি- সবাই এই শব্দের মাধ্যমে নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। এই একটি গানই ছিল আন্দোলনের মানসিক শক্তির উৎস।১৯৫০ সালের ২৪ শে জানুয়ারি গানটি জাতীয় স্তোত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। গণপরিষদে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে ' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, তাই জাতীয় সংগীত 'জন গণ মন ' এই গানটির সাথে সমান মর্যাদা এবং সম্মান লাভ করবে।গানটির প্রথম প্রকাশকালের সময় মল্লার রাগ এবং কাওয়ালী তালের কথা উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে যদুনাথ ভট্টাচার্য এই স্তোত্রে সুর দেন। যদুনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সংগীত গুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে এই গানটি যখন পরিচিতি পায় তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানটির দেশ রাগে স্বরলিপি প্রকাশ করলেন। সার্ধশতবর্ষে গানটির উদযাপনের অনুষ্ঠান জাতীয় স্তরে উদযাপন হলো। প্রতিটি সরকারি অনুষ্ঠানের স্মারক ডাক টিকিট ও স্মারক মুদ্রা প্রকাশের ভিডিও দেখানো হয়। জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীরা গানটি পরিবেশন করবেন। আকাশবাণী দূরদর্শন এবং এফএম রেডিওতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। রেলস্টেশন ও বিমানবন্দরগুলিতে বন্দেমাতরম নিয়ে অডিও বার্তা এবং বিশেষ ঘোষণার আয়োজন করা হবে। থাকবে এলইডি স্ক্রিনের ব্যবস্থা।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের প্রবীণ সংবাদদাতার মাতৃবিয়োগ

গোরক্ষপুর,৪ জানুয়ারিঃ 'ইন্তবার্তা' (Irantvarta) বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের প্রবীণ সংবাদদাতা উদয় ভানু রায়-এর মাতা ৯১ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্থানীয় গোরক্ষনাথ হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। রাজঘাট সংলগ্ন রাপ্তি নদীর তীরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর ছোট ছেলে বিনয় শঙ্কর মুখাগ্নি করেন। শ্রীমতী সুশীলা দেবী তাঁর পরিবারে এক প্রতিবন্ধী পুত্র শ্রী বীরেন্দ্র কুমার যাদব (অবিবাহিত) সহ পুরো পরিবারকে রেখে গেছেন। প্রয়াত সুশীলা দেবীর স্বামী স্বর্গীয় খুবলাল উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে (North Eastern Railway) ট্রেন ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

আরপিএফের অভিযানে টাটানগরে মাদক সহ গ্রেফতার দুই

পূর্ব সিংভূম, ৪ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ মাদক পাচার রুখতে বড় সাফল্য পেল রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। টাটানগর রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬.০৮ কেজি মাদক (গাঁজা)-সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে আরপিএফ। রবিবার আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদকের (গাঁজা) আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রেলপথের পরিবহন ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে মাদক (গাঁজা) পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। ধৃত দুই অভিযুক্ত বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার করা গাঁজা-সহ অভিযুক্তদের টাটানগর রেল থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কংগ্রেস বাংলাদেশে হিন্দুদের কষ্ট দেখতে পাচ্ছে না ঃ রাজু বিস্তা

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় এবং এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। তাঁর কথায়, কংগ্রেস হিন্দুদের কষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। রবিবার শিলিগু।তিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজু বলেন, কংগ্রেস মুসলিমদের দল, কংগ্রেস হিঃদুদের দুঃখ-কষ্ট দেখে না তারা কেবল সংখ্যালঘুদের দুঃখ-কষ্ট দেখে। আমাদের দেশে যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে, তাহলে কংগ্রেস দলই প্রথমে তা নিয়ে বড় হইচই করে। কিন্তু এখন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে বর্বরতা চালানো হচ্ছে তাতে নীরব। এটি স্পষ্টভাবে দেখায়.যে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপি দেশের হিন্দুদের এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ভারতের সকল নাগরিকের পাশে দাঁড়িয়ে.আছে। এখন বাংলাদেশে হিন্দুদের সঙ্গে যা ঘটছে তাতে যদি কংগ্রেস নীরব থাকে, তাহলে আমার মতে কংগ্রেসের পরবর্তী নির্বাচনে বাংলাদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত।

জাতীয় সড়কে লরির সঙ্গে টোটোর ধাক্কা, মৃত দুই টোটো যাত্রী

বীরভূম, ৪ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। রবিবার দুপুরে ১৪ নম্বর জাতীয় স।কের উপর বীরভূমের নলহাটি থানার চামটি বাগান সংলগ্ন পালোয়ান বাবা পিরতলার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নলহাটিগামী একটি পেঁয়াজ ভর্তি লরির সঙ্গে টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে দু'জন টোটো যাত্রীর। দুর্ঘটনার পরেই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এলাকায় পুলিশ পৌঁছে উত্তেজনা সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালায়। মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে পুলিশ রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

৭৮ বছরের বৃদ্ধ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এসআইআরের নোটিসে স্তম্ভিত, দাবি রাজনৈতিক হেনস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে অস্বাভাবিক এক ঘটনা ঘটেছে। ৭৮ বছর বয়সী মাঝদিয়ার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র ঘোষকে সম্প্রতি এসআইআরের নোটিস পাঠানো হয়েছে। শুধু শিক্ষকতা নয়য়, নারায়ণ বাবু ছিলেন সিপিআইএমের হয়ে পাঁচ বারের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং কয়েক বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দায়িত্বও সামলেছেন। নারায়ণ বাবু অভিযোগ করছেন, তাঁর বিরুদ্ধে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি বলেছেন, আমি তৃণমূল সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক। সেই কারণে আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে হেনস্থা করা হচ্ছে। আমরা এখানকার নাগরিক। ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য দেশের বাসিন্দার মতো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নারায়ণ বাবু আরও জানান, আমি সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সঙ্গে নিয়ে ৬ তারিখে নোটিসের জন্য হাজির হব। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, আমাদের জন্ম ও জীবন এখানেই। দেশের নাগরিক হিসেবে এমন আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নারায়ণ বাবুর স্ত্রী স্বপন কুমারী ঘোষ এ ঘটনার পেছনে তৃণমূল সরকারের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, তৃণমূল সরকার এবং তৃণমূল পার্টি কোনও অবস্থাতেই তাঁদের পরিবারের সদস্যকে দলে না পেয়ে রাগ থেকে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এরা শুধু হিন্দু-মুসলমান নিয়ে রাজনীতি করে। আর আমরা মানুষের জন্য কাজ করি। তৃণমূল সরকারের কাজ হল সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করা। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ভারতের নাগরিক হয়েও এসআইআরের নোটিশ পাঠানো। তাঁর দাবি, বিএলও যারা কাজ করছেন প্রত্যেকেই মমতা ব্যানার্জির সরকারে শিক্ষকতার চাকরি করেন। তাঁদের দলে টানতে না পেরে এই কান্ড ঘটিয়েছে বিএলওকে দিয়ে। এই ঘটনার পর তৃণমূলের কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ দাস মন্তব্য করেছেন, নারায়ণ বাবুর ধারণা ভুল। এসআইআরের জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁদের দল তৃণমূল কোনওরকমভাবে যুক্ত নয়। তিনি আরও বলেন, এই বয়সে এসআইআরের মাধ্যমে মানুষের হয়রানি হচ্ছে। এটাই আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দেদ্যাপাধ্যায় প্রতিবাদ করে আসছেন। বিপরীতে, কৃষ্ণগঞ্জের বিজেপি নেতা অরূপ কুমার ঘোষ বলেন, সিপিএমের অস্তিত্ব না থাকলেও তাদের পরিবারকে নিজেদের দলের টানতে ব্যর্থ হয়েছে তৃণমূল। আর এর কারণেই তাদেরকে ফর্ম পূরন করা সত্ত্বেও নাম বাদ দিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে।

২০২৬-এর পর তৃণমূল দল থাকবে নাঃ সুকান্ত মজুমদার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেঃদ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, ২০২৬-এর পর তৃণমূল নামে কোনও দল থাকবে না। একইসঙ্গে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। রবিবার ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, অধীর রঞ্জন চৌধুরী নির্বাচনে হেরে গেছেন মুসলমানরা তাঁকে ভোট দেয়নি। এখন তিনি মুসলিম ভোট পেতে ঝাঁপিয়ে.পড়ছেন। ভাষার ভিত্তিতে কোথাও কোনও নৃশংসতা ঘটেনি, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার

আগে সিপিএম বাংলাকে এমন রাজ্যে পরিণত করেছে যে, তারা সীমান্তে বেড়া দেওয়ার অনুমতি দেয়নি। এর ফলে মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশি মুসলমানরা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার বিন্যাস পরিবর্তন করছে। অনেকেই ধরা পড়েছেন, অনেকেই বাংলাদেশে ফিরে গেছেন, এবং সেই কারণেই এটি ঘটছে। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করা উচিত। তিনি আরও বলেন, ২০২৬ সালের পরে, টিএমসি নামে কোনও দল থাকবে না সবাই চলে যাবে এবং পালিয়ে যাবে। কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার ভাইপো থাকবেন।

অপমানের জেরে মাটিগাড়ায় আত্মঘাতী অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী

মাটিগাড়া, ৪ জানুয়ারি (হি. স.)ঃ পরীক্ষার রেজাল্টে নম্বর বাড়িয়ে লেখার অভিযোগ উঠেছিল এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় শিক্ষিকার কাছে অপমানিত হতে হয়। তার জেরে মাটিগাড়ায় চোদ্দো বছরের ওই স্কুলছাত্রী আত্মঘাতী হলো। অভিযোগ এমনই। এই ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসীরা। শনিবার পাথরঘাটা অঞ্চলের জ্যোতিনগর কলোনিতে ঘটনাটি ঘটে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে সে পরীক্ষার রেজাল্টে নম্বর বাড়িয়ে লিখেছে। এই অভিযোগে শনিবার ওই ছাত্রী ও তার অভিভাবককে স্কুলে ডেকে পাঠানো হয়। পরিবারের দাবি, সেখানে এক শিক্ষিকা ছাত্রীকে কটু কথা বলেন এবং অপমান করেন। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে চরম মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়ে প্রিয়া। কিছুক্ষণ পর পরিবারের অগোচরে নিজের ঘরে গিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। রবিবার অভিযুক্ত শিক্ষিকার শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসীরা মাটিগাড়া থানায় জমায়েত করেন। প্রিযার মা অভিযোগ করেন, ঘটনার পর তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন হুমকির অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, পুলিশ তদন্তে সত্যতা যাচাই করবে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের নয়ানজুলিতে গাড়ি উল্টে যায়

পূর্ব বর্ধমান, ৪ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডের পাশে থাকা নয়ানজুলিতে উল্টে গেল চারচাকা গাড়ি। ঘটনার জেরে জখম হয়েছেন দু'জন। রবিবার, বেলা ১১টা নাগাদ পালসিটের কাছে জাতীয় সড়কের কলকাতামুখী লেনের পাশে থাকা সার্ভিস রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে সার্ভিস রোডে গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি সারানোর পরে সেটির ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছিল। সেই সময়েই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিতে পড়ে যায়। গাড়ির ভিতরে থাকা দু'জন আরোহীকে পালসিট ফাঁড়ির পুলিশ উদ্ধার করে চিকিসার জন্য একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায়।

নামের মধ্যেই 'বেঙ্গল' অথচ আজ বাংলার আকাশে কোনও অস্তিত্ব নেই বেঙ্গল ফ্লোরিকানের

৪ জানুয়ারি ঃ নামের মধ্যেই 'বেঙ্গল' অথচ আজ বাংলার আকাশে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। এক সময় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ ঘাসবন, নদীঘেরা সবুজ প্রান্তরে যে পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যেত, আজ সে শুধুই স্মৃতি। বেঙ্গল ফ্লোরিকান-একটি পাখির নাম নয়, বাংলার প্রাকৃতিক ইতিহাসের এক হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়। ব্রিটিশ পক্ষীবিদরাই প্রথম এই পাখির নামকরণ করেছিলেন 'বেঙ্গল ফ্লোরিকান'। কারণ, অবিভক্ত বাংলার ঘাসবন ছিল এর স্বাভাবিক বিচরণভূমি। তারও বহু আগে স্থানীয় মানুষ একে চিনত 'বাংলা ডাহর' নামে। আজ সেই নাম শুধু পুরোনো নথি, গবেষণাপত্র আর পরিবেশপ্রেমীদের দীর্ঘশ্বাসে বেঁচে আছে। বেঙ্গল ফ্লোরিকানের বৈজ্ঞানিক নাম Houbaropsis bengalensis। বাস্টার্ড প্রজাতির এই পাখির গ।ন ছিল লম্বাটে, পা সরু ও লিকলিকে। ঘাসবনের মধ্যে নিঃশব্দে হেঁটে বে।।নোই ছিল তার স্বভাব। লম্বা ঘাসের আড়ালে নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলত যে অনেক সময় চোখের সামনেই থেকেও তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। উত্তরবঙ্গের জলদাপা।।, বক্সা, মেচি নদীর আশপাশ-এই সব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ঘাসবন ছিল এক সময় বেঙ্গল ফ্লোরিকানের নিরাপদ আশ্রয়। ১৯৯০ সালে জলদাপাড়া সংলগ্ন ঘাসবনে শেষবারের মতো এই পাখির দেখা মিলেছিল। তারপর তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে একের পর এক সমীক্ষা, বিজ্ঞপ্তি, বন দপ্তরের আবেদন-কিন্তু আর কোনও খোঁজ মেলেনি। আজ কার্যত বনকর্তারাও মেনে নিয়েছেন, বেঙ্গল ফ্লোরিকান বাংলা থেকে হারিয়ে গিয়েছে। কেন এমন হল? পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসুর ব্যাখ্যায় উঠে আসে এক নির্মম বাস্তবতা।

তাঁর কথায়, নেপাল সীমান্তের মেচি নদী থেকে শুরু করে বক্সা পর্যন্ত এক সময় বিশাল বিশাল ঘাসবন ছিল। কিন্তু আগুন লাগানো, চাষের জন্য দখল, নির্বিচারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার-মানুষের এই সর্বাত্মক আগ্রাসনেই বেঙ্গল ফ্লোরিকান হারিয়ে গিয়েছে। ঘাসবন উজাড় হওয়া মানেই শুধু একটি পাখির বাসস্থান নষ্ট হওয়া নয়, বরং পুরো একটি বাস্তুতন্ত্রের ভেঙে পড়া।

বেঙ্গল ফ্লোরিকান ছিল সেই ব্যবস্থারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ময়ূরের মতোই আভিজাত্যপূর্ণ ছিল বেঙ্গল ফ্লোরিকান। বিশেষ করে পুরুষ পাখির রূপ ছিল অনন্য। সোনালি-কালো গায়ের রং, গর্বিত ভঙ্গি আর বিশেষ প্রণয় নৃত্য-এই সব দিয়েই সে স্ত্রী পাখিকে আকর্ষণ করত। সেই দৃশ্য এক সময় উত্তরবঙ্গের ঘাসবনে প্রকৃতির নিজস্ব নাট্যমঞ্চ তৈরি করত। খাদ্য হিসেবে পোকামাক। খেয়ে এই পাখি বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করত। অর্থা শুধু সৌঃদর্য নয়, পরিবেশের জন্যও তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বাংলা থেকে হারিয়ে গেছে বেঙ্গল ফ্লোরিকান, তবু পুরো পৃথিবী থেকে এখনও মুছে যায়নি এই পাখি। অসমের কাজিরাঙ্গা ও মানস অভয়ারণ্যের ঘাসবনে এখনও তার অস্তিত্ব রয়েছে। গবেষকদের দাবি, ২০২৫ সালের শুরুতে মানস জাতীয় উদ্যানে অন্তত ছ'টি বেঙ্গল ফ্লোরিকান দেখা গিয়েছিল। এছাড়াও নেপালের তরাই অঞ্চল, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের কিছু ঘাসবনে এই পাখির ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এখনও টিকে আছে। তবে সংখ্যাটা ভয়াবহ রকম কম। পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, গোটা পৃথিবীতে এখন বেঙ্গল ফ্লোরিকানের সংখ্যা এক হাজারেরও কম। এই বিপন্ন অবস্থার কারণেই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার-এর লাল তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বেঙ্গল ফ্লোরিকান। অর্থা, যদি দ্রুত ও কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তাহলে এই পাখি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। প্রকৃতিপ্রেমীরা এখনও আশাবাদী। তাঁদের বিশ্বাস, যদি ঘাসবন সংরক্ষণ করা যায়, যদি মানুষ প্রকৃতির উপর দখলদারি কিছুটা কমায়, তাহলে হয়তো কোনও একদিন আবার বাংলার আকাশে ফিরতে পারে বেঙ্গল ফ্লোরিকান। তবে বাস্তবতা কঠিন। ঘাসবন আজ প্রায় নেই বললেই চলে। দিন যত যাচ্ছে, আশা ততই কষ্টকল্পনায় পরিণত হচ্ছে। তবুও প্রকৃতির ইতিহাস বলে-প্রয়াস থাকলে অসম্ভব কিছু নয়। বেঙ্গল ফ্লোরিকান শুধু একটি পাখির নাম নয়, এটি বাংলার প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতীক। তার হারিয়ে যাওয়া আমাদের ব্যর্থতারই সাক্ষ্য। প্রশ্ন শুধু একটাই-নামের মধ্যে ' থাকা এই পাখিটিকে কি আমরা আবার বাংলার আকাশে ফিরিয়ে আনতে পারব? নাকি সে চিরকাল থেকেই থাকবে শুধু বইয়ের পাতায় আর স্মৃতির ভাঁজে?

অভিষেকের সভায় অভিযোগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুয়ারে বিধায়ক, সক্রিয় নেতৃত্ব

৪ জানুয়ারি ঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় সমস্যা জানানোর মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট পরিবারের দরজায় হাজির হলেন স্থানীয় বিধায়ক। আলিপুরদুয়ার জেলার মাঝেরডাবরি চা বাগান এলাকায় রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা না পাওয়ার অভিযোগের দ্রুত সমাধানে রবিবার সক্রিয় ভূমিকা নিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। জানালেন, ওঁদের সমস্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করলাম। খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা প্রকল্পের টাকা পেয়ে যাবেন। শনিবার আলিপুরদুয়ারে মাঝেরডাবরি চা বাগানে আয়োজিত সভা শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত মানুষজনের সমস্যার কথা শোনেন। সেই সময়ই মিলা নাগাশিয়া ও সরস্বতী মুন্ডা লিখিত আকারে জানান, প্রায় দু'বছর আগে তাঁদের বিয়ে হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা রূপশ্রী প্রকল্পের অর্থ এখনও পাননি। অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যায় বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তার পরের দিনই, রবিবার সকালে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে যান বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে মিলা ও সরস্বতীর প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করেন। জানা গিয়েছে, মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১২১৩০ বুথের বাসিঃদা মিলা নাগাশিয়া ও সরস্বতী মুন্ডা। প্রায় দু'বছর আগে নাগরাকাটায় আয়োজিত এক গণবিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁদের সামাজিক বিয়ে হয়। বিয়ের পর নিয়ম মেনে তাঁরা রূপশ্রী প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছিলেন বলে জানান। এদিন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, ওঁদের আবেদনের কিছু সমস্যা ছিল। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমার এখানে অসে মিলা ও সরস্বতীর সমস্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করেছি। নিয়ম মেনে তা সরকারের কাছে জমা করব। খুব তাড়াতাড়ি এঁরা রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পেয়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ তৃণমূলের

৪ জানুয়ারি ঃ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে ফের রাজনৈতিক বিতর্কে জড়ালেন বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। কোচবিহারের সুকটাবাড়ি গ্রামকে 'মিনি বাংলাদেশ' বলে উল্লেখ করায় এবার তাঁর বিরুদ্ধে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু অভিযোগ দায়েরেই থেমে থাকেনি শাসক দল-যত দ্রুত সম্ভব প্রাক্তন কেঃদ্রীয় মন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের দাবিও তোলা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ২ জানুয়ারি। ওই দিন কোচবিহারের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া এলাকায় বিজেপির এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেপির তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী। সেই মঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কোচবিহারের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সুকটাবাড়ি গ্রামকে 'মিনি বাংলাদেশ' বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে কোচবিহারবাসীর উদ্দেশে ভোটদানের আহ্বান জানান। অভিযোগ, নিশীথ প্রামাণিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিজেপিকে ভোট না দিলে ভবিষ্যতে সুকটাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দাদের দ্বারা এলাকায় অশান্তি তৈরি হতে পারে। এই মন্তব্যের পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সুকটাবাড়ি গ্রামের বহু মানুষ মনে করছেন, এই ধরনের মন্তব্য তাঁদের সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করতে পারে এবং এলাকায় অযথা উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, নিশীথ প্রামাণিকের মন্তব্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করেছে এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন উসকে দিতে পারে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এ ধরনের মন্তব্য আইনশৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এই বিতর্ক নতুন নয় বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর, কলকাতা পুরসভার অধিবেশনে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের 'মিনি পাকিস্তান' মন্তব্য ঘিরে তীব্র শোরগোল পড়েছিল। সেই সময় মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন সজল ঘোষ। পরে ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট করে জানান, তিনি কখনও এমন মন্তব্য করেননি। এমনকি অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কোচবিহারে বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখ থেকে এহেন মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, ভোটের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে। যদিও এই বিতর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত নিশীথ প্রামাণিকের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিজেপির তরফেও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ফলে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

OFFICE OF THE BOARD OF ADMINISTRATORS
BUNIADPUR MUNICIPALITY
P.O.: Buniadpur, Dist: Dakshin Dinajpur, Pin: 733121

E-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contactors/ suppliers for the different works as specified in NIT No.-2273/ N-213/BPM/2025, Dated. 26/12/2025, Closing date- 29/01/ 2026, 6.55 PM., NIT No.- 07/BPM/N-214/2026, NIT No.- 08/ BPM/N-215/2026, NIT No.- 09/BPM/N-216/2026, NIT No.- 10/BPM/N-217/2026, NIT No.- 12/BPM/N-218/2026, Dated- 02/01/2026, Closing date-14/01/2026, 6.55 PM. For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

ফর্মে থেকেও ব্রাত্য শামি, তবু আশা ছাড়ছেন না ইরফান

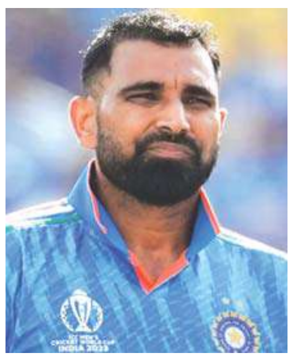

৪ জানুয়ারি ঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সাফল্য, একের পর এক উইকেট, ফিটনেস প্রমাণে টানা ম্যাচ খেলা-সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও জাতীয় দলে জায়গা হল না মহম্মদ শামির। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণার পর থেকেই সবচেয়ে ব'। প্রশ্ন উঠছে একটাই-ফর্মে থাকা শামি কেন উপেক্ষিত? বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সত্ত্বেও জাতীয় নির্বাচকদের মন ভরাতে ব্যর্থ এই অভিজ্ঞ পেসার। তবে সব অন্ধকারের মাঝেও আশার আলো দেখছেন প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, শামির প্রত্যাবর্তনের দরজা এখনও খোলা। নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলে শামির নাম না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচক কমিটির ভূমিকা নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সুযোগ পাওয়া প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারেননি। সেই জায়গায় অভিজ্ঞ শামির ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বলেই মনে করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিম ম্যানেজমেন্ট আস্থা রাখল প্রসিদ্ধের উপরই। আর ঘরোয়া ক্রিকেটে দাপট দেখিয়েও আবারও উপেক্ষিত রইলেন শামি। এই পরিস্থিতিতে শামির পাশে দাঁড়িয়েছেন ইরফান পাঠান। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে মহম্মদ শামির ভবিষ্যৎ নিয়ে। ও কি সাময়িক ভাবে দলে এসেছে, নাকি দীর্ঘদিনের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটের অংশ-এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। ও ঝুলিতে ৪৫০ থেকে ৫০০ আন্তর্জাতিক উইকেট রয়েছে। এটা মুখের কথা নয়, বিরাট একটা কৃতিত্ব। এখনও ওর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলে ওকে বাদ দেওয়া যায় না। ক্রিকেটে এটা যে কারও সঙ্গেই হতে পারে। কিন্তু যতদিন তুমি খেলবে, ততদিন নিজেকে প্রমাণ করে যেতে হবে। নির্বাচকদের তরফে সরাসরি কিছু বলা না হলেও শামিকে বাদ দেওয়ার পেছনে ফিটনেসই যে অন্যতম কারণ, তা স্পষ্ট। কিন্তু সেই যুক্তিকে পুরোপুরি মানতে নারাজ ইরফান পাঠান। তাঁর যুক্তি,শামি ইতিমধ্যেই ২০০ ওভারের বেশি বল করেছে। এটা এমনিই হয় না। এর মানে ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত। ওর আর কতটা উন্নতি দরকার, সেটা শুধু নির্বাচন কমিটিই জানে। আমি সত্যিই জানি না ওরা কী ভাবছে। পরিসংখ্যানও ইরফানের কথার পক্ষে। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর রনজি ট্রফি, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি এবং বিজয় হাজারে ট্রফি মিলিয়ে শামি ২০০ ওভারের বেশি বল করেছেন এবং ৪৭টি উইকেট নিয়েছেন। এত ম্যাচ খেলা ও দীর্ঘ স্পেল দেওয়া একজন পেসারের ফিটনেসের বড় প্রমাণ বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ইরফান পাঠানের মতে, এখন শামির সামনে সবচেয়ে বড় সুযোগ আইপিএল। তিনি বলেন, আমি যদি শামির জায়গায় থাকতাম, আইপিএলকেই জবাব দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেছে নিতাম। নতুন বল নিয়ে এমন স্পেল করতাম, যেটা সবাই মনে রাখবে। যখন ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা হয়, তখন আইপিএলকেও কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন,গোটা বিশ্ব আইপিএল দেখে। সেখানে যদি আপনি পুরনো ছন্দ আর ফিটনেস দেখাতে পারেন, তাহলে কেউ আপনাকে উপেক্ষা করতে পারবে না। শামির মতো বোলারের জন্য দলে ফেরার রাস্তা এখনও খোলা। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে শামির পারফরম্যান্স সত্যিই চোখে পড়ার মতো। সাতটি ইনিংসে তিনি নিয়েছেন ১৫টি উইকেট। গড় মাত্র ১৪.৯৩, যা যে কোনও ফাস্ট বোলারের জন্য ঈর্ষণীয়। ইকোনমি রেট ৮.৯০-ওয়ান ডে ফরম্যাটে যা যথেষ্ট কার্যকর। এই টুর্নামেন্টে তিনিই বাংলার সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। এরপর রনজি ট্রফির বাকি অংশেও তাঁকে খেলতে দেখা যাবে। অর্থাৎ ম্যাচ ফিটনেস ধরে রাখার ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখছেন না শামি।

আইসিসিকে পাঠানো চিঠিতে নেই ম্যাচ সরানোর দাবি-মুস্তাফিজুর ইস্যুতে সুর নরম করল বাংলাদেশ

৪ জানুয়ারি ঃ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে নাটকীয় মোড়। মুখে যতই হম্বিতম্বি থাকুক, বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে শেষ পর্যন্ত সুর নরম করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে খেলতে না দেওয়ার ইস্যুতে ভারত থেকে টি-টোয়েনিন্ট বিশ্বকাপের ম্যাচ সরানোর যে জোরাল দাবি উঠেছিল, তা আর আইসিসিকে পাঠানো চিঠিতে রাখা হচ্ছে না-এমনটাই এখন নিশ্চিত সূত্রের খবর। বিসিবি আইসিসির কাছে চিঠি পাঠালেও সেখানে ম্যাচ স্থানান্তরের কোনও আনুষ্ঠানিক দাবি থাকবে না। বরং ভারতে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানানো হবে এবং কী কী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হতে পারে। অর্থা ক॥ অবস্থান থেকে অনেকটাই পিছু হটেছে বিসিবি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্কোয়াড থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেঁটে ফেলার ঘটনায় বাংলাদেশ ক্রিকেট মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিসিবি মনে করে, চুক্তিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারকে আইপিএলে খেলতে না দেওয়া অপমানজনক। এই ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসে বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের বক্তব্যে। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, এমন পরিস্থিতিতে ভারতে জাতীয় দল পাঠানো নিরাপদ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আসিফ নজরুল বলেছিলেন, যেখানে বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতে খেলতে পারেন না, সেখানে গোটা দলকে বিশ্বকাপ খেলতে পাঠানো নিরাপদ বলে মনে করা যায় না। তাঁর এই বক্তব্যের পরই জল্পনা শুরু হয়-বাংলাদেশ কি সত্যিই ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলবে না? শুরুতে শোনা যাচ্ছিল, ক্রীড়া উপদেষ্টার নির্দেশ মেনে বিসিবি আইসিসির কাছে বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারত থেকে সরানোর আবেদন করবে। এমনকী গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করার কথাও আলোচনায় আসে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিসিবির শীর্ষ মহলে বাস্তববোধ কাজ করেছে। বিসিবি বুঝতে পেরেছে, বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র এক

মাস বাকি। এই সময়ের মধ্যে একাধিক ম্যাচের ভেন্যু বদল কার্যত অসম্ভব। শুধু মাঠ নয়-বিপক্ষ দলগুলির ফ্লাইট টিকিট, হোটেল বুকিং, অনুশীলনের সূচি, সম্প্রচার ব্যবস্থাপনা-সবই আগেভাগে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এত বড় টুর্নামেন্টে শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন আনা মানে বিশাল প্রশাসনিক বিপর্যয় ডেকে আনা। আরও একটি বড় বাস্তবতা উপলব্ধি করেছে বিসিবি। বর্তমানে আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ-ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র। এই পরিস্থিতিতে আইসিসির বিরুদ্ধে গিয়ে বা ভারতের বিপক্ষে গিয়ে বড় কোনও সিদ্ধান্ত আদায় করা বাংলাদেশের পক্ষে কতটা সম্ভব, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিসিবির একাংশের মত, বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেললে আইসিসি হয়তো বিকল্প পরিকল্পনা করতেই পারে। কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রাজনীতিতে বাংলাদেশের প্রভাব সীমিত। পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী বোর্ড হলে সমীকরণ ভিন্ন হতে পারত-এমন কথাও শোনা যাচ্ছে ক্রিকেট মহলে। বাংলাদেশ দল পাঠাতে চায় না-এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই বিসিসিআইয়ের তরফে কড়া বার্তা আসে। ভারতীয় বোর্ডের সূত্র স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা রাজনৈতিক বক্তব্যের ভিত্তিতে বিশ্বক্রিকেট চলে না। বিসিসিআইয়ের যুক্তি পরিষ্কার-বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র এক মাস, প্রতিদিন তিনটি করে ম্যাচ নির্ধারিত (দুটি ভারতে, একটি শ্রীলঙ্কায়) নতুন করে ম্যাচ সরালে সম্প্রচার সূচিতে বড় সমস্যা তৈরি হবে, বিপক্ষ দলগুলির যাবতীয় লজিস্টিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত

এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে বিসিবিও বুঝে গিয়েছে, ম্যাচ সরানোর দাবি কার্যত অচল। তাই ' কিন্তু দাবিহীন--সব মিলিয়ে বিসিবি এখন এমন একটি মাঝামাঝি রাস্তা বেছে নিচ্ছে, যাতে দেশের রাজনৈতিক মহল ও ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে দেখানো যায়-ভারতের উপর চাপ তৈরি করা হয়েছে। সেই কারণেই আইসিসিকে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে। তবে সেই চিঠির ভাষা হবে কূটনৈতিক।

চিঠিতে মূলত থাকবে- ভারতে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, কী কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার বিস্তারিত

আইসিসির আশ্বাস চাওয়া।এর বাইরে ম্যাচ সরানো, বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়া বা ভেন্যু পরিবর্তনের মতো কোনও স্পষ্ট দাবি থাকছে না।

মুস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে আবেগ, অপমানবোধ এবং রাজনৈতিক চাপ-সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ প্রথমে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিলেও শেষ পর্যন্ত বাস্তবের মাটিতে নেমে এসেছে। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে হঠা সিদ্ধান্ত নেওয়া যে সহজ নয়, তা বুঝে ' দেহী' মনোভাব থেকে অনেকটাই সরে এসেছে বিসিবি। তবে এটাও ঠিক-পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত হয়নি।

বন্ডি বিচের হামলার নায়ককে অ্যাশেজে সম্মান

৪ জানুয়ারি ঃ অ্যাশেজ সিরিজের শেষ টেস্টেও দর্শকরা দেখলেন ক্রীড়া ও মানবতার এক অবিস্মরণীয় মিলন। সিরিজের ভাগ্য যদিও ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের পক্ষে মোটামুটি নির্ধারিত, তবু মেলবোর্ন টেস্ট জেতার পর ইংল্যান্ডের জন্য কিছুটা সম্মান পুনরুদ্ধারের আশা ছিল। কিন্তু পঞ্চম ও শেষ টেস্টে আছড়ে পড়ে বৃষ্টি। চার দিনে ব্যাট-বল দেখা গেল না, বরং খেলা সীমিত হয়ে ৪৫ ওভারে। এমন পরিস্থিতিতেও প্রথম দিন ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে আলো ছড়িয়েছিলেন জো রুট এবং হ্যারি ব্রুক। বেন স্টোকসের টস জেতা ও ব্যাটিংয়ে নামার সিদ্ধান্ত প্রথমে বুমেরাং মনে হলেও রুট-ব্রুকের অবদান সেই বিপদ কাটিয়ে দেয়। দিনের শেষে ইংল্যান্ড ৩ উইকেটে ২১১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই টেস্টকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মিডিয়ায় আলোড়িত করেছে অন্য একটি কারণ-বন্ডি বিচের সন্ত্রাসবাদী

হামলার সময় বহু মানুষের প্রাণ বাঁচানো নায়ক আহমেদ আল আহমেদকে অ্যাশেজের মঞ্চে সম্মান জানানো। কয়েক দিন আগে বন্ডি বিচে হামলা ঘটে। ইহুদিদের প্রাচীন উৎসব ' শুরুতেই বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ হারান অন্তত ১৫ জন। আহতদের মধ্যে ছিলেন শিশুরাও। সেই সময় আহমেদ আল আহমেদ, এক সাধারণ ফল বিক্রেতা, হঠাৎ নায়কের ভূমিকায় হাজির হন। আল আহমেদ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল এক আততায়ীকে ঠিক সময়ে পিছন থেকে ধরে তাঁর বন্দুক কেড়ে নেন। আততায়ী পালিয়ে যায়, কিন্তু আহমেদ নিজে আহত হন। আহত অবস্থাতেও তিনি ক্রাচের সাহায্যে এসসিজি স্টেডিয়ামে পৌঁছান এবং স্লিং হাতে মাঠে নামেন। এই মুহূর্তে দর্শকরা দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। শেষ টেস্ট খেলতে নেমা উসমান খোয়াজাও আল আহমেদের সঙ্গে করমর্দন করেন।

আইএসএল সূচি ঘোষণা চূড়ান্ত নয়, ক্লাবজোট ও এএফসির সম্মতি এখনও প্রশ্নের মুখে

৪ জানুয়ারি ঃ আইএসএল শুরু হওয়ার সময়সূচি নিয়ে নতুন করে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ক্লাবজোটের চাপে ফেডারেশন লিগ আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যে সূচি প্রকাশের ঘোষণা করেছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছু অমীমাংসিত থেকে গেছে-কীভাবে লিগ হবে, কতটি ম্যাচ হবে, কোন ফরম্যাটে খেলানো হবে, এবং সবচেযে.বড় প্রশ্ন-এএফসি-র সম্মতি। ফেডারেশন শুক্রবার জানিয়েছে, তারা লিগ আয়োজনের দায়িত্ব নেবে এবং শীঘ্রই সূচি প্রকাশ করবে। যদিও তিন সদস্যের এআইএফএফ-আইএসএল সমন্বয় কমিটির রিপোর্ট বৈঠকে গৃহীত হয়েছে, ক্লাবদের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। ফলে, তাত্ত্বিকভাবে লিগ আয়োজনের সিদ্ধান্ত থাকলেও বাস্তবে কবে শুরু হবে তা এখনো অনিশ্চিত। ফেডারেশনের প্রাথমিক প্রস্তাব ছিল, ক্লাবগুলোই লিগ খরচ বহন করবে। তবে ক্লাবজোট এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। ক্লাবগুলোর দাবি-যদি নতুন কমার্শিয়াল পার্টনার নিশ্চিত না হয়, তবে লিগ আয়োজনের দায়িত্ব ফেডারেশনকেই নিতে হবে। অর্থা খেলা সম্প্রচার, আয়োজনের খরচ সবই ক্লাবগুলোর উপর চাপানো হবে না। আগের আইএসএলে খেলার দায়িত্ব ক্লাবের, কিন্তু খরচ বহন করত এফএসডিএল। এবারও সেই ফরম্যাট অনুযায়ী ক্লাবদের অতিরিক্ত খরচ বহন করা লাগবে না। ফেডারেশন দ্রুত ' মিটিং' ডাকেন, তবে সংবিধান অনুযাযী. এই শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না বলে পরে ' বেয়ারার্স মিটিং' হিসেবে নাম পরিবর্তন করা হয়। আইএসএল জট কাটানোর জন্য তিনটি রাজ্য সংস্থার প্রধান নিয়ে গঠিত কমিটি একটি রিপোর্ট দিয়েছে। বাংলা, গোযা. ও কেরলের কর্তার তৈরি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ব্রডকাস্টিংয়ের খরচ বাবদ ফেডারেশন ৫ কোটি টাকা বহন করবে, বাকি খরচ ক্লাবদের। এছা॥ লিগ খেলার জন্য যে এক কোটি টাকা দিতে হবে, তা আগামী জুন পর্যন্ত ক্লাবগুলিকে সময় দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, কোন ফরম্যাটে লিগ হবে তা জানার জন্য ক্লাবদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ৪ জানুয়ারির মধ্যে ফেডারেশন এএফসি-কে চিঠি দেবে, যেখানে লিগের প্রস্তাব এবং অনুমোদনের জন্য প্রযো়জনীয.তথ্য দেওয়া হবে।

এশিয়ান গেমসের আগে নীরজ চোপড়ার আচমকাই বিরতি

৪ জানুয়ারি ঃ ভারতের 'সোনার ছেলে' নীরজ চোপড়া আচমকাই নিয়েছেন বিরতি, যা জোর জল্পনার জন্ম দিয়েছে। আসন্ন এশিয়ান গেমসের মাত্র কয়েক মাস আগে এই বিরতি ক্রীড়া মহলে চমক সৃষ্টি করেছে। এখনও নিশ্চিত নয়, তিনি কি ঐতিহ্যবাহী এশিয়াডে ভারতের হয়ে অংশগ্রহণ করবেন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, এই মুহূর্তে নীরজ পুরো মনোযোগ দিচ্ছেন রিহ্যাব প্রক্রিয়ায়। এই বিরতির প্রধান কারণ হলো পিঠের চোট। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওযার আগে নীরজ এই চোট পেয়েছিলেন। সেখানে তার পারফরম্যান্স যথার্থ রকমের ছিল না। ১২ জনের মধ্যে তিনি অষ্টম স্থানে শেষ করেছিলেন। তবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তিনি পুরোপুরি সেরে ওঠা এবং রিহ্যাব প্রক্রিয়ায় মনোযোগ দেওয়া।

অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সভাপতি আদিল সুমারিওয়ালা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ঠিক আগে নীরজ চোট পেয়েছিলেন। এর প্রভাব তার পারফরম্যান্সেও পড়েছে। আমরা তাকে না খেলার পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু নীরজ বলেছিলেন, ' স্যার, আমি চেষ্টা করব।' চোটের কারণে পারফরম্যান্স খারাপ হয়েছে-এমন কথা তিনি কখনও বলেননি। তার ধৈর্য, মনোবল এবং দৃঢ়সংকল্প সত্যিই প্রশংসনীয়। এমন উদার মনোভাব খুব কম ক্রীড়াবিদে দেখা যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নীরজের পারফরম্যান্সের চেয়ে অনেকেই কম দক্ষ, কিন্তু প্রচুর দাবি-দাওয়া করে। কিন্তু নীরজ কিছু বলে না। তিনি শুধু খেলায় মনোযোগ দেন। তার এই নীরব আত্মসমর্পণই তাকে বিশেষ করে। এই বছরের শেষের দিকে, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত জাপানের মিরায.অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান গেমস। সেখানে অংশ নিতে হলে জাতীয় আন্ত ঃরাজ্য সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। এই চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে ৮ থেকে ১২ জুলাই। তবে এখন জানা যাচ্ছে, নীরজ রিহ্যাবের মধ্যে রয়েছেন। তাই বিশেষ অনুমতি দিয়ে তাকে এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে। এই সময়কালে তিনি পুরোপুরি ফোকাস দেবেন পিঠের

চোট সারাতে এবং শারীরিক ফিটনেস পুনরুদ্ধার করতে। প্রশ্ন উঠছে, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ না খেললে কি সরাসরি এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করবেন নীরজ? এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত তথ্য নেই। তবে বিশেষ অনুমতির কারণে নীরজই একমাত্র ক্রীড়াবিদ হবেন, যাকে এই বাধ্যতামূলক চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। নীরজের জন্য এখন প্রধান ফোকাস হলো চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠা। দীর্ঘ দিনের কঠোর ট্রেনিং, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের চাপ এবং সাম্প্রতিক চোট-সব মিলিয়ে এই বিরতি অত্যন্ত জরুরি। রিহ্যাব প্রক্রিয়ায় মনোযোগ দেওয়া হলে তিনি আগামী এশিয়ান গেমসে চোটমুক্ত, প্রস্তুত এবং প্রতিযোগিতার জন্য সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় উপস্থিত হবেন। এই বিরতি শুধু শারীরিক নয়, মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়াটিতেও সাহায্য করবে। নীরজের ক্যারিয়ার বিশেষ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এখনো শীর্ষে, তাই এই ছোট বিরতি তাকে দীর্ঘমেয়াদে উপকৃত করবে। নীরজ চোপড়া ভারতের জন্য কেবল একজন অ্যাথলেটই নন, তিনি দেশের গর্ব। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়যনশিপে তার অংশগ্রহণ, জ্যাভলিন থ্রোতে নতুন রেকর্ড এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার ধারাবাহিক সাফল্য ভারতের অ্যাথলেটিক্সকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরেছে। তবে চোটের কারণে পারফরম্যান্সে হ্রাস এবং ফিল্ডে অনিয়মিত উপস্থিতি মাঝে মাঝে হতাশা সৃষ্টি করেছে। তাই এই বিরতি তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য অপরিহার্য। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া নীরজের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করছে। তাঁকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হবে রিহ্যাব প্রক্রিয়ার জন্য। বিশেষ প্রশিক্ষণ, ফিজিওথেরাপি এবং ধৈর্য্যশীল অনুশীলন নিশ্চিত করবে, যে তিনি এশিয়ান গেমসে সেরা ফর্মে অংশ নিতে পারবেন। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের ধারা এবং চোটের পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে, ভারতীয় সমর্থকরা আশাবাদী যে নীরজ চোপড়া আবারও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সোনার ছোঁয়া ছড়াবেন।এশিযান গেমসের আগে নীরজ চোপড়ার আচমকাই বিরতি সবার নজর কাড়েছে। তবে এটি শুধু বিরতি নয়, একটি পরিকল্পিত রিহ্যাব, যা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করবে। ভারতীয. ক্রীড়া মহলে নীরজের গুরুত্ব অপরিসীম, এবং প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তিনি ফিরে এসে দেশের জন্য আবারও সোনার ছোঁযা. ছড়াবেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্ব কাপঃ বিশ্বকাপে নামিবিয়া দল ঘোষণা

নামিবিয়া, ৪ জানুয়ারি (হি.স.)ঃটি-টোয়েনিন্ট বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের স্কোয়াড শনিবার ঘোষণা করেছে নামিবিয়া। দলের নেতৃত্বে থাকছেন অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাস। ঘোষিত স্কোয়াডে নামিবিয়া দল তরুণদের ওপর ভরসা রেখেছে। নামিবিয়া বিশ্বকাপে খেলবে শক্তিশালী গ্রুপে। তাদের গ্রুপে রয়েছে আয়োজক ভারত, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নামিবিয়ার বিশ্বকাপ স্কোয়াডঃ গেরহার্ড এরাসমাস (অধিনায়ক), জেইন গ্রিন (উইকেটকিপার), বার্নার্ড স্কল্টজ, রুবেন ট্রাম্পেলম্যান, জে জে স্মিট, জান ফ্রাইলিঙ্ক, লোরেন বেন শিকোঙ্গো, জান বাল্ট, ডিলান লাইচর, উইলেম মাইবার্গ, ম্যাক্স

স্টিনক্যাম্প, মলান ক্রুগার, জান নিকল লফটি-ইটন, জ্যাক ব্রাসেল, হেইঙ্গো, আলেক্সান্ডার বুসিং-ভলসচেঙ্ক (রিজার্ভ)।

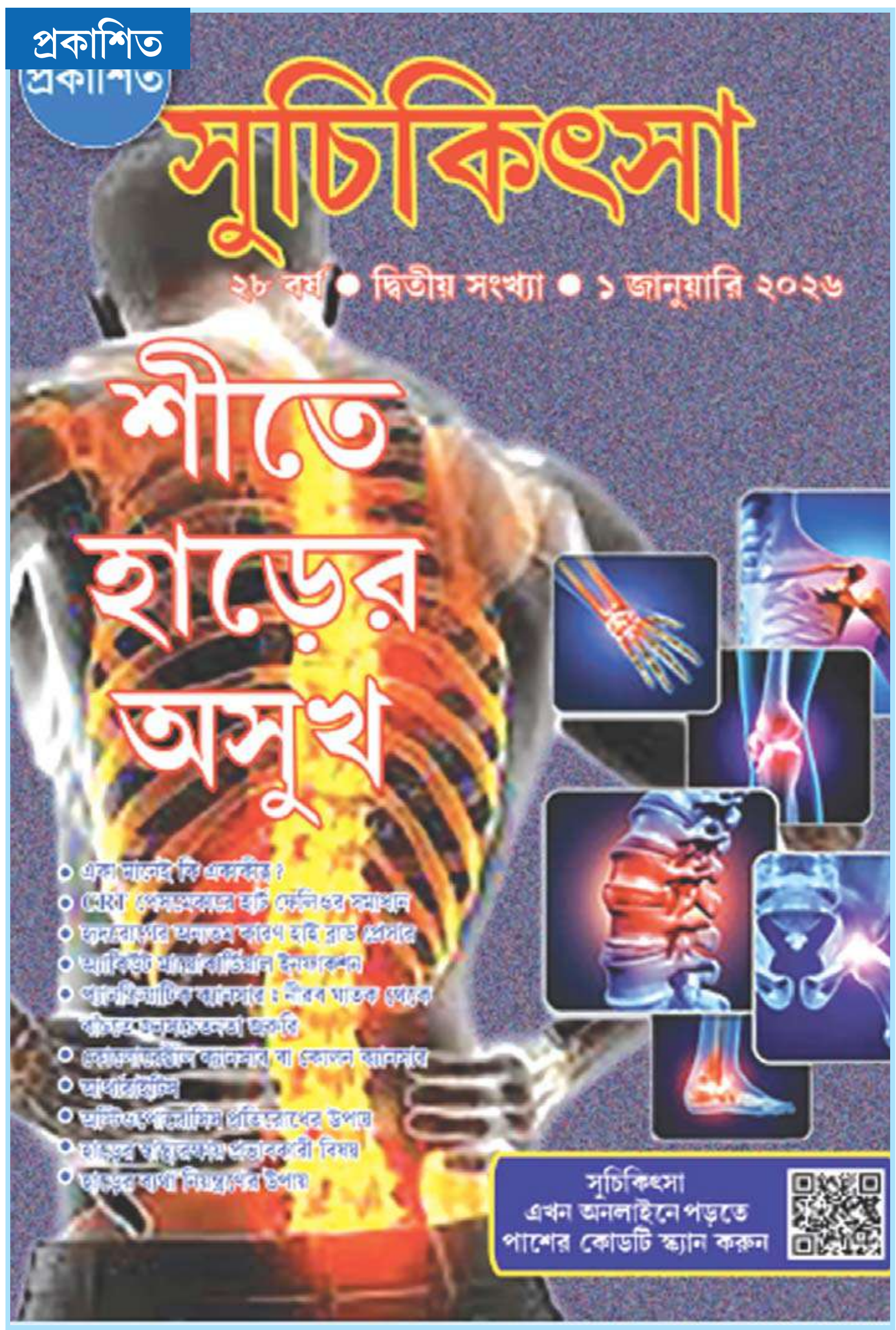

বর্ষবরণের রাতে বাসেই কাটল বাংলার অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেটারদের সময়, কটক থেকে ফেরানো হল সড়কপথে

৪ জজনুয়ারি ঃ বর্ষশেষের রাতে যখন গোটা পৃথিবী নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মেতে উঠেছে, তখন বাংলার অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেটারদের জন্য সেই রাত ছিল একেবারেই অন্যরকম। আতশবাজি, উৎসব কিংবা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো-কিছুই নয়। বরং নববর্ষের প্রথম প্রহর কেটেছে একটি বাসে, রাজ্যের বাইরে থেকে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সফরে। কটক থেকে বাসে করে শহরে ফিরেছে বাংলার জুনিয়র দল। আর এই ঘটনাই এখন বাংলা ক্রিকেটে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। বিজয় মার্চেনন্ট ট্রফির ম্যাচ খেলতে কটকে গিয়েছিল বাংলা অনূর্ধ্ব-১৬ দল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল মণিপুর। ২৯ ডিসেম্বর শুরু হওয়া ম্যাচ শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর সকালে। অর্থাৎ বছরের শেষ দিনে খেলা শেষ করে দল ফেরার কথা ছিল। সাধারণত, রাজ্য দলের জন্য ফ্লাইট বা ট্রেনেই ফেরার বনেন্দদাবস্ত করা হয়। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। খেলা শেষ হওয়ার পর ক্রিকেটারদের জানানো হয়, তারা ফ্লাইটে নয়-বাসে করে ফিরবে। কটক থেকে কলকাতা বা ভুবনেশ্বর হয়ে শহরে পৌঁছতে সময় লাগে অন্তত সাত থেকে আট ঘণ্টা। সেই দীর্ঘ বাসযাত্রাতেই কেটেছে বর্ষবরণের রাত। এই সফরে শুধু কচিকাঁচা ক্রিকেটাররাই নয়, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বাংলার অনূর্ধ্ব-১৬ দলের দুই কোচ-অরিনন্দম দাস ও সৌরভ সরকার। দু'জনেই বাংলার প্রাক্তন রনজি ক্রিকেটার এবং বর্তমানে সাপোর্ট স্টাফের দায়িত্বে। ফ্লাইটের বদলে বাসে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই যোগাযোগ করা হয় সিএবির যুগ্ম সচিব মদন ঘোষের সঙ্গে। তাঁর বক্তব্য, শহরে টিমকে ফেরানোর জন্য পর্যাপ্ত ফ্লাইট বা ট্রেন টিকিট পাওয়া যায়নি। তাই বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিএবির দাবি অনুযায়ী, এটি ছিল নিছকই লজিস্টিক সমস্যা, এর সঙ্গে পারফরম্যান্স বা ফলাফলের কোনও যোগ নেই। তবে বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহলে এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ অনেকেই। তাঁদের অভিযোগ, এটি আদতে একটি 'শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত'। কারণ, বাংলা দল বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির নকআউট পর্বে কোয়ালিফাই করতে পারেনি। সেই ব্যর্থতার ' হিসেবেই নাকি জুনিয়র দলকে বাসে করে ফিরতে বাধ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে একাধিক জায়গায়। বাংলা যে নকআউটে উঠবে না, তা প্রায়

নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ২৫ ডিসেম্বর চতুর্থ ম্যাচের পরই। তাহলে এরপরের পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে ফেরার টিকিটের ব্যবস্থা করা গেল না কেন? তাও আবার বিদেশ নয়, পড়শি রাজ্যের শহর ভুবনেশ্বর বা কটক থেকে! একাংশের বক্তব্য, যদি সত্যিই টিকিট না পাওয়া যেত, তাহলে দু'দিন সময় নিয়ে পরিস্থিতি সামলানো যেত। অতিরিক্ত দু'দিন দলকে হোটেলে রাখলে কি সিএবির কোষাগার শূন্য হয়ে যেত? প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা পাওয়া একটি সংস্থার পক্ষে কি এতটুকু পরিকল্পনা করা অসম্ভব? এই বাসযাত্রাও যে নির্বিঘ্ন ছিল, তা নয়। পথে বাস খারাপ হয়ে যায়। ফলে মাঝপথে নাবালক ক্রিকেটারদের দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পরে সিএবিকে নতুন বাসের ব্যবস্থা করতে হয়। শীতের রাতে, দীর্ঘ অপেক্ষা-এই পরিস্থিতি নিয়ে অভিভাবক মহলেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে রাত একটার পর শহরে পৌঁছয় টিমের বাস। যেসব ক্রিকেটারের বা॥ি দূরে, তাদের সিএবির ডরমেটরিতে থাকতে বলা হয়। আর যাদের বাড়ি কাছাকাছি, তাদের নিজেদের মতো ব্যবস্থা করে বাড়ি ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই গোটা ঘটনায় একাধিক গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। নাবালক ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি কি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে? একটি রাজ্য দলের সফর পরিকল্পনায় এমন অব্যবস্থা কীভাবে হয়? হারলেই কি এমন আচরণ ন্যায্য? অনেকেই বলছেন, জয়-পরাজয় খেলার অঙ্গ। কিন্তু হারলে যদি এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে তা কচি ক্রিকেটারদের উপর মানসিকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। ভবিষ্যতের ক্রিকেটার তৈরির ক্ষেত্রে এই ধরনের সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই অভিযোগ সত্যি হলে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। বাংলা ক্রিকেটের মতো ঐতিহ্যবাহী সংস্থার কাছে প্রত্যাশা ছিল আরও দায়িত্বশীল আচরণ। জুনিয়র ক্রিকেটাররা শুধুই ফলাফলের যন্ত্র নয়-তারা ভবিষ্যতের সম্পদ। তাদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করা হচ্ছে, সেটাই আসলে কোনও সংস্থার মানসিকতার আসল পরিচয় দেয়। এখন দেখার, এই ঘটনার পর সিএবি কী ব্যাখ্যা দেয় এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে আদৌ কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না। তবে আপাতত বর্ষবরণের রাত বাসে কাটানো বাংলার অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেটারদের এই অভিজ্ঞতা বাংলা ক্রিকেটে এক তিক্ত অধ্যায় হয়েই থেকে গেল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com